

শ্রীমদ্‌গর্ভি বেদব্যাস প্রণীত

গুপ্তকানী

বা

শ্রীশ্রীচক্রেশ্বর মাহাত্ম্য ।

মূল শ্লোকসহ বঙ্গীয় ভাষায় পরাৱাদি ছন্দে

শ্রীযুক্ত কন্দর্পনারায়ণ ধর কর্তৃক

অনুবাদিত ।

এবং

জেলা বীরভূম, থানা সিউড়ী অন্তর্গত কড়িধা নিবাসী

শ্রীজটিল বিহারী চক্রবর্তী কর্তৃক

সংগৃহীত ও প্রকাশিত ।

কলিকাতা,

২১০/৫ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, নব্যভারত-প্রেসে,

শ্রীভূতনাথ পালিত দ্বারা মুদ্রিত ।

১৩১৫

মূল্য ১/- এক টাকা মাত্র ।

মুখবন্ধ ।

মুখবন্ধে অধিক কথা বলা নিম্নয়োজন। কেবল এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি মুদ্রাক্ষরের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা সম্বন্ধে দুই চারিটি মাত্র কথা বলা আবশ্যিক। লাত করা এ পুস্তক মুদ্রাক্ষরের যথার্থ উদ্দেশ্য নহে। তবে যে যথাবশ্যক পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়া এই পুস্তক মুদ্রিত করা হইল, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, মুদ্রাযন্ত্রের প্রবল প্রাদুর্ভাব কালে, (বিংশতি শতাব্দীর প্রারম্ভে) প্রচার-যোগ্য কোন বিষয়ই অপ্রচারিত থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। কি ক্ষুদ্র, কি বৃহৎ, কি সামান্য, কি মহৎ, পুরাতন পুস্তক মাত্রই যাহাতে প্রচারিত হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া সকলেরই অবশ্য কর্তব্য। যে মহাতীর্থের মাহাত্ম্য এই গ্রন্থে বর্ণিত হইল, গ্রন্থ-প্রণেতা মহর্ষি বেদব্যাস, সেই তীর্থকে “গুপ্ত কানী” নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। হুঃখের বিষয় এই যে আজ পর্য্যন্ত সেই মহাতীর্থের বিষয় গুপ্ত অবস্থাতেই আছে। কোন সময়ে মুনিগণ কোতুহলাক্রান্ত হৃদয়ে যে পরম রমণীয় গুহ্য তীর্থের মাহাত্ম্য সর্বলোক পিতামহ প্রজাপতি ব্রহ্মার মুখে শ্রবণ করিয়াছিলেন, সেই গুহ্য তীর্থটি আজ পর্য্যন্তও গুপ্ত অবস্থাতেই রহিয়াছে। পবিত্রতা বিষয়ে এই গুহ্য তীর্থ, বৈষ্ণনাথ, তারকেশ্বর, কালীঘাট প্রভৃতি তীর্থ অপেক্ষা কোনও অংশে নূন নহে। বরং প্রকৃতির কীর্তিকলাপ ও স্বভাবের শোভা সৌন্দর্য্য বিষয়ে এই তীর্থকে শ্রেষ্ঠতম বলিলেও অতুক্তি হয় না। এক্ষণ যাহাতে এই গুহ্যতীর্থ ‘গুপ্ত কানীর’ মাহাত্ম্য বাঙ্গালার সকল হিন্দু সম্ভান সমৃদ্ধির পরিজ্ঞাত হয়, এবং সকল হিন্দু নর নারী এই পুণ্যক্ষেত্র পর্য্যটন ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, দেহ, মন, ও নমন পবিত্র করিতে পারেন, কেবলমাত্র সেই উদ্দেশ্যে এই পুস্তক মুদ্রনে অভিলাষী হইয়াছি। তীর্থ পর্য্যটনকারী ও তীর্থবার্ত্তামৃতপানেচ্ছু কোনও হিন্দু এতদ্বারা উপকৃত হইলে, পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক বিবেচনা করিব। ভরসা করি এই পবিত্র গ্রন্থ সকল হিন্দুর শ্রবণালয় কবিত্র পরিবে। তীর্থ যাত্রীদিগের জ্ঞাতার্থে এই স্থানে বলিয়া রাখা আবশ্যিক যে, আণ্ডাল ও সিঙ্গিয়া রেলওয়ে লাইনের দীউড়ি স্টেশন হইতে ৮৯ মাইল পশ্চিমে এবং উক্ত লাইনের ছবরাজপুর স্টেশন হইতে ৩৪ মাইল উত্তরে এই পবিত্র ক্ষেত্র অবস্থিত। উভয় স্টেশন হইতেই প্রশস্ত পাকা রাস্তা আছে এবং কেরাচী ও গোগাড়ি সর্বদাই সহজ প্রাপ্য।

প্রবেশিকা—

এই মনোহর পবিত্র ক্ষেত্র সম্বন্ধে মহামান্য শ্রীল শ্রীযুক্ত হার্টার সাহেব তাঁহার প্রণীত ভারতবর্ষের বিবরণীতে বীরভূম-খণ্ডে যাহা লিখিয়াছেন ও গবর্ণমেন্ট কর্তৃক মুদ্রিত ভারতবর্ষের “প্রাচীন দেব মন্দির” নামক পুস্তকে এই পুণ্য ক্ষেত্র সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে ও জেলা বীরভূমের ভূতপূর্ব মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কাইন্ সাহেব বাহাদুর এই সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল। এতদ্বারা পাঠক মহোদয়গণ এই স্থানের মাহাত্ম্য-বিচিত্রতা সম্বন্ধে অনেক তথ্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন।

হাণ্টার সাহেবের পুস্তক হইতে উদ্ধৃত ইংরাজির অনুবাদ—(মূল ইংরাজি পরিশিষ্টে দেখুন)—

“বীরভূম জেলার অনেক গুলি গন্ধক-প্রস্রবণ আছে। তন্মধ্যে হরিপুর পরগণা হুঁতা-পাড়া গ্রাম হইতে এক মাইল দক্ষিণে বক্রেশ্বর নদীর তীরে এইরূপ কতকগুলি প্রস্রবণ আছে। এই স্থানের নাম বক্রেশ্বর ধাম। নদীর গর্ভে অনেক গুলি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। সেই স্থানের বায়ু গন্ধকময় ও হাইড্রোজেন বাষ্পপূর্ণ। সেই স্থান সম্বন্ধে এই রূপ বিশ্বদৃষ্টি আছে যে ইহা একটা পবিত্র তীর্থস্থান। তথায় নদীর দক্ষিণ তীরে তীর্থযাত্রীদের দ্বারায় সময়ে সময়ে নির্মিত ও প্রতিষ্ঠিত তিন শতাধিক ইষ্টকময় মন্দির আছে, প্রত্যেক মন্দিরের মধ্যে শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে।” তিনি এই পুস্তকের স্থানান্তরে লিখিয়াছেন “হুঁতা-পাড়া নামক গ্রামের এক মাইল দক্ষিণে বক্রেশ্বর নামক ক্ষুদ্র নদীর তীরে কতকগুলি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে, ঐ স্থানকে বক্রেশ্বর ধাম বলে। এতৎ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। রাজকর সম্বন্ধীর জরীপী আমীন কহিয়াছেন যে, ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর মধ্যাহ্ন কালে তত্রস্থ উষ্ণতম কুণ্ডের উত্তাপ ১৬২ ডিগ্রি ছিল, এবং শীতলতম কুণ্ডের ১২৮ ডিগ্রি ও ছায়াস্থ বায়ুর উত্তাপ ৭৭ ডিগ্রি এবং উষ্ণ প্রস্রবণের উত্তাপ বহির্ভূত স্থানের নদী জলের উত্তাপ ঐ সময়ে ৮৩ ডিগ্রি ছিল। প্রস্রবণ সকলের পার্শ্বে অনেক শীতল প্রস্রবণও আছে এবং ঐ সকল প্রস্রবণ বালুকা ও প্রস্তরময় স্থান ভেদ করিয়া উখিত। উষ্ণ প্রস্রবণ সকল হইতে কিঞ্চিৎ দূরে নদী গর্ভের এক ইঞ্চি নিম্নভাগের বালুকা অত্যন্ত উষ্ণ। উষ্ণতম কুণ্ড হইতে উখিত জলের পরিমাণ ১ মিমিটে ১২০ ঘন ফিট।” এই পুস্তকের স্থানান্তরে পুনর্বার তিনি লিখিয়াছেন “সীউড়ির প্রায় ৮ মাইল পশ্চিমে বক্রেশ্বর নদীর তীরে অনেক গুলি গন্ধক প্রস্রবণ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে কতকগুলি উষ্ণ ও কতকগুলি শীতল। এবং ঐ উভয় প্রকার প্রস্রবণ পরস্পর হইতে সামান্য দূর ব্যবধানে অবস্থিত। শীতল প্রস্রবণের সন্নিহিতে প্রস্রবণ জলের বৃহৎ উখিত হইবার দৃশ্য অতি রমণীয়। প্রথমতঃ প্রস্রবণ হইতে যখন জল উঠান যায়, তখন উহা গন্ধকের তীব্র গন্ধ বিশিষ্ট থাকে, কিন্তু অনাবৃত পাত্রে কিছুক্ষণ রাখিলে, তাহার সেই গন্ধকত্ব অনেক পরিমাণে হ্রাস হয়। তদ্ব্যতীত বোধ হয় ঐ জলের সহিত গন্ধককণা সকল মিশ্রিত আছে।”

“ভারতবর্ষস্থ প্রাচীন দেব মন্দির” নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত ইংরাজির অনুবাদ। (মূল ইংরাজি পরিশিষ্টে দেখুন) —

“বীরভূম জেলার হুঁতা-পাড়া গ্রামের নিকট বক্রেশ্বর নামক এক তীর্থ আছে। তথায় বহু সংখ্যক ক্ষুদ্রাকারের শিবালয়, কতকগুলি উষ্ণ প্রস্রবণ, ও কয়েকটা জলাশয় আছে; তৎসমুদয় অতিশয় মনোহর ও হৃদয়-গ্রাহী এবং এইগুলি এখানকার “দর্শনোপযোগী বস্তু। এই সকল শিবালয় (মন্দির) মধ্যে একটা মন্দির বৃহদাকার এবং তাহার গঠন ৮ বৈভূতনাথ দেবের মন্দিরের অনুরূপ। উক্ত মন্দিরের প্রবেশ-দ্বারের উপরি ভাগে, একখানি কৃষ্ণ রঙের প্রস্তর খণ্ডে খোদিত লেখা আছে; কিন্তু অক্ষর গুলি অস্পষ্ট হওয়ায়, তাহা প্রাচীন লেখা বাহ্যে না। মন্দিরের নিকটেই একটা কুণ্ড আছে, তাহাতে স্নান করিলে সর্ব

পাপ ধোত হয়। অবশিষ্ট মন্দিরগুলি ছোট ছোট, কিন্তু সংখ্যায় বহুতর। ঐ সকল মন্দির ইষ্টক ও প্রস্তর নির্মিত। এক উচ্চস্থানের উপর প্রধান মন্দিরটি অবস্থিত। তাহার চতুঃপার্শ্বে ইষ্টকময় প্রাচীর ও স্থানে স্থানে প্রাচীরের চিহ্ন বর্তমান আছে। কথিত আছে এই স্থানে অষ্টাবক্র মুনির আশ্রম ছিল। উক্ত প্রধান মন্দিরের অভ্যন্তরে অষ্টাবক্রমুনির স্থাপিত শিবলিঙ্গের নাম 'বক্রেশ্বর'। তীর্থ যাত্রীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অনেক মন্দিরের ভগ্নাবস্থা হইয়া আসিতেছে। এই তীর্থ সুদূর দেশ পর্য্যন্ত বিখ্যাত এবং শিববাক্তির সময় এই স্থানে, তদুপলক্ষে এই জেলার এবং অন্যান্য জেলার যাত্রীসকল সমবেত হইয়া শিবারাধনা করিয়া থাকে। কুণ্ড সকলের জল চর্মরোগ ও পুরাতন জ্বরের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

জেলা বীরভূমের ভূতপূর্ব মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ক্লাইন সাহেব মহোদয় এই তীর্থ সম্বন্ধে বাহ্য লিখিয়াছেন তাহার বঙ্গানুবাদ,—(মূল ইংরাজি পরিশিষ্টে দেখুন)।

“এদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে অসংখ্য সুন্দর দৃশ্য আছে। আমরা অবশ্য স্বীকার করিব যে অন্যান্য নাতিশীতোষ্ণ দেশ অপেক্ষা এখানে মনুষ্যের অনেক অনিষ্টকর দ্রব্য দেখা গিয়া থাকে। যে সমস্ত স্থানে চিরবসন্ত বিরাজিত ও যে স্থান জলময় নহে এবং যেখানে মরুভূমিও দেখিতে পাওয়া যায় না, এরূপ স্থান অপেক্ষা ভারতবর্ষের উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যে স্থানে পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ শক্তি সজোরে পৃথিবীকে বিদীর্ণ করিয়া সহস্র অগ্ন্যুৎসর্গ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই স্থানের বহির্ভাগে আমাদের এই ভারতবর্ষ অবস্থিত রহিয়াছে। এবং ভূমি প্রবলপ্রভাবে আমাদের দেশের স্থিরতা ও দৃঢ়তা ক্ষণমাত্র নষ্ট করিতে পারে না। পৃথিবীর মধ্যস্থল হইতে কঠিন স্তর দ্বারা ভারতের ভূ-ভাগ বিচ্ছিন্ন বলিয়া এই উৎকর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। মুঙ্গের ও চট্টগ্রাম সীতাকুণ্ডের জন্ত বিখ্যাত। ঐ নাম সোডা-জল পানকারী প্রত্যেকের আদরের সামগ্রী বলিয়া বিশেষরূপে পরিচিত। ভারতের মধ্যে এরূপ ও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী আছে যে, যদি তাহাদের বিষয় বিশেষরূপে জানা যাইত, তাহা হইলে তাহাদের নিকট বাধু ও বাণ্টন নামক ক্ষুদ্র নদীর জ্যোতি ও মলিন হইত। এই সমস্ত নদী এখনও তাহাদের তেজ ও তেজোৎপাদিকা শক্তি বিজ্ঞান অরণ্য মধ্যে অপরিজ্ঞাতভাবে বিনষ্ট করিতেছে, যে সমস্ত উৎস এখনও পর্য্যন্ত দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে, তাহাদের কোনটিই এপর্য্যন্ত বক্রেশ্বরের উক্ত প্রস্রবণের সহিত তুলনা হয় না। এই সমস্ত উৎস একটা পর্ব্বতাকীর্ণ স্থান হইতে উৎখিত হইয়াছে। বীরভূমের প্রাচীন রাজধানী, সীউড়ি হইতে ১২।১৩ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এই সমস্ত উৎসের উৎপত্তি স্থান নিরূপণ সম্বন্ধে কি অসভ্য অশিক্ষিত ভারতবাসী, কি বিজ্ঞানশক্তিসম্পন্ন আধুনিক আলোকময় জগৎ, কাহার ও সহজে বোধগম্য নহে। কেবলমাত্র স্থানীয় চেষ্টা দ্বারা তৎসম্বন্ধে কতকগুলি প্রবাদ গঠিত হইয়াছে। ঐ সমস্ত প্রবাদ তালিপত্রে লিখিত পুস্তকের দ্বারা সেবাইতগণ কর্তৃক সময়ে সংরক্ষিত হইয়াছে। প্রবাদ আছে যে একদা সূত্রত ও লোমশঋষি, নারায়ণ ও লক্ষ্মীর স্বয়ম্বর দর্শনার্থে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সভাস্থলে উপস্থিত হইলে, সভাস্থ সমাগত ব্যক্তিগণ এবং দেবরাজ পুরন্দর অগ্রেই লোমশঋষির অভ্যর্থনা ও সমাদর করিয়াছিলেন। তৎক্ষণে তাঁহার সহচর সূত্রত অত্যন্ত ক্রোধভরে সভা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া

যান। তাঁহার ক্রোধানল একরূপ প্রজ্বলিত হইল যে, তাঁহার অঙ্গ অষ্ট স্থানে বক্র হইয়া পড়িল এবং সেই অবধি তাঁহার নাম 'অষ্টাবক্র' হইল। তিনি এইরূপে বক্র হইয়া অসঙ্কট-চিত্তে বনে বনে ভ্রমণ করিতে করিতে শিবারাধনা উদ্দেশ্যে কাশীতে উপস্থিত হন। সেখানে তাঁহার প্রতি মহাদেবের স্বপ্নাদেশ হইল যে বঙ্গের রাজধানী গৌড়ের সন্নিকটে গুপ্তকাশী নামক স্থানে মহাদেবের পূজা করিলে তাঁহার প্রার্থনা গৃহীত হইবে। অবশেষে তিনি বক্রেশ্বর নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া ক্রমাগত দশ সহস্র বৎসর শিবের আরাধনা করিলে মহাদেব তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রদান করিলেন যে এই স্থানে আসিয়া অগ্রে তোমার পূজা এবং পরে আমার পূজা করিবে, আমার প্রসন্নতা সর্বদা তাঁহার প্রতি থাকিবে। অতঃপর দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা ঐ স্থানে একটি মন্দির স্থাপন করিতে আদিষ্ট হইয়া বর্তমান বৃহৎ মন্দির নদীর পূর্বতটে অচিরেই নির্মাণ করিলেন। তাহার মধ্যে খোদিত প্রস্তর মূর্তি স্থাপিত হইল। বৃহত্তরটি অষ্টাবক্র মূর্তি। প্রবাদ ও জনশ্রুতি দ্বারা কেবলমাত্র এইরূপ বক্রেশ্বর ও তৎসংক্রান্ত মন্দির, লিঙ্গ, ও কুণ্ড প্রভৃতির কারণ জানা যায়। কিন্তু মন্দির প্রভৃতি দেখিলে মনে হয় যে সে গুলি অধিক দিনের পুরাতন নহে। এবং মন্দির একগুণকার আধুনিক মন্দিরের মত গঠিত। বর্তমান কালীন অগ্ন্যগ্ন মন্দির হইতে গঠন ও আকৃতি বিষয়ে ইহা কোন অংশে বিভিন্ন নহে। গঠন ও শিল্প কৌশলে ইহা সম্পূর্ণ আধুনিক। মন্দিরের মধ্যভাগে কোনও রূপ খোদাই নাই। তাহার উত্তরপূর্ব কোণে একটি খোদিত বিষয় পাঠ করিলে বুঝা যায় যে মন্দিরের এই অংশটি রাজনগরের রাজার মন্ত্রী দর্পনারায়ণ নামক জনৈক লোক দ্বারা সালিবাহনের ১৬৮৫ (১৭৬১ খৃঃ অব্দে) গঠিত হইয়াছিল। মন্দিরের পূর্বদিকে মধ্যভাগে আর ২টি খোদিত প্রস্তরাক্ষরে বুঝা যায় যে হালর্দী ও সরাব নামক দুই সহোদর ছিল। আরও একটি প্রস্তরে সালিবাহন ১৬৭৭ (১৭৫৫ খ্রীঃ অব্দ) সালের তারিখ দেখিতে পাওয়া যায় অগ্ন্যগ্ন অংশ সম্পূর্ণরূপে অবোধ। এই সমস্ত ঘটনা পর্যালোচনা করিয়া আমার মত এই যে, মন্দিরের কোন অংশই গত শতাব্দীর প্রারম্ভের অধিক পূর্বে গঠিত হয় নাই। উপরোক্ত তারিখ দৃষ্টেও ইহার নির্মাণের সময় নিরূপণ হয়। অগ্ন্যগ্ন মন্দিরের বিষয় আরও আশ্চর্যজনক। গলির মধ্যে দিয়া একটি হইতে অগ্ন্যগ্নকে যাইবার রাস্তা। প্রত্যেকটির মধ্যেই এক একটি শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে। এই গুলি ধনী তীর্থযাত্রীদের দ্বারা গঠিত হইয়াছে। একগুণ ইহাদের ধ্বংসাবশেষ সমূহ পর্যবেক্ষণ করিলে স্বতই মনোমধ্যে উদয় হয় যে, আমরা কোনও পুরাকালীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ পরিদর্শন করিতেছি। গত শতাব্দীর পূর্বপুরুষগণের নির্মিত গৌরবস্থান ও সমাধি হইতে এগুলি আকৃতি, গঠন-প্রণালী ও দৃশ্য বিষয়ে কোনও অংশে বিভিন্ন নহে।

“এই উষ্ণ প্রান্তবনের দক্ষিণদিকে তিনটি বড় বড় আশ্চর্যজনক পুকুরিণী দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের নাম সাতকুলী, চন্দ্রসারের ও দামুসারের। তাহাদের উৎপত্তির বিষয় অতীত কালের গভীর অন্ধকার নিহিত হইয়াছে। স্থানীয় সেবাইতগণ স্বীকার করেন যে, ঐ পুকুরিণী গুলির নাম পুকুরিণীদাতৃগণের নামানুসারে হইয়াছে। তাহাদের ব্যয়ে ও যত্নে ঐ বৃহৎ পুকুরিণীত্রয় খনন করা হইয়াছিল।

“যাহার জন্ত এই সমস্ত মন্দিরের এতদূর খ্যাতি সেই সমস্ত উষ্ণ উৎস দক্ষিণভাগে অবস্থিত। গন্ধকায় বাষ্প সর্বদা তাহাদের উপরিভাগ হইতে ঘন মেঘাকারে উত্থিত হইতেছে। এই সকল কুণ্ড সংখ্যায় ৮টী। তাহাদের তাপমান পরস্পর বিভিন্ন। সর্বাপেক্ষা উষ্ণতম কুণ্ডের (অগ্নিকুণ্ডের) তাপমান ২০০ ফারনহিটের অধিক অল্প নয়। প্রত্যেকটী ১০ ফীট গভীর, চৌবাচ্চাকারে নির্মিত এবং আয়তাকার; দীর্ঘ ও প্রস্থে ৯ × ৯ বর্গফীট হইতে ৭৫ × ৩০ বর্গফীট। ছোট ছোট সিঁড়ি বাহিয়া যাত্রীগণ বক্রেখর স্নানার্থে নামে। এই উত্তপ্ত জলে ভেক ও সর্পগণ অনেক সময় পতিত হইয়া আত্মসমর্পণ করে বলিয়া কুণ্ডগুলির যে যে অংশ অপরিষ্কার হয়, তাহা পরিষ্কার করিবার জন্ত প্রথমতঃ তীর্থযাত্রীগণ ঘাটে নামিয়া জল নাড়িয়া দেয়। স্থানীয় সেবাইতগণ এই সকল কুণ্ডের উৎপত্তির কারণ দর্শাইবার জন্ত যে তালপত্রের পুঁথি বাহির করে, তাহার মর্মার্থ নিম্নে লেখা গেল। পূর্বে বলিয়াছি যে হাটকাখ্য নামক শিব পাতালে বাস করেন। তাঁহার মস্তকে উচ্চশির স্মরক-পর্বত বিরাজমান। তাঁহার পার্শ্বদেশে গঙ্গাদেবী কল কল শব্দে প্রবাহিতা হইতেছেন। ঐ ভাগীরথীর জল শিবের ঐশ্বরিক তেজদ্বারা উত্তপ্ত হইয়া ক্রমে পৃথিবীতলে উপস্থিত হইতেছে। সেই উষ্ণ জল হইতেই এই সমস্ত উষ্ণপ্রস্রবণের উৎপত্তি। ঐ পুঁথিতেই আবার প্রত্যেক প্রস্রবণের উৎপত্তির বিবরণ লিখিত আছে, তাহা পাঠ করিয়া সকলেরই চরিতার্থ হওয়া উচিত।”

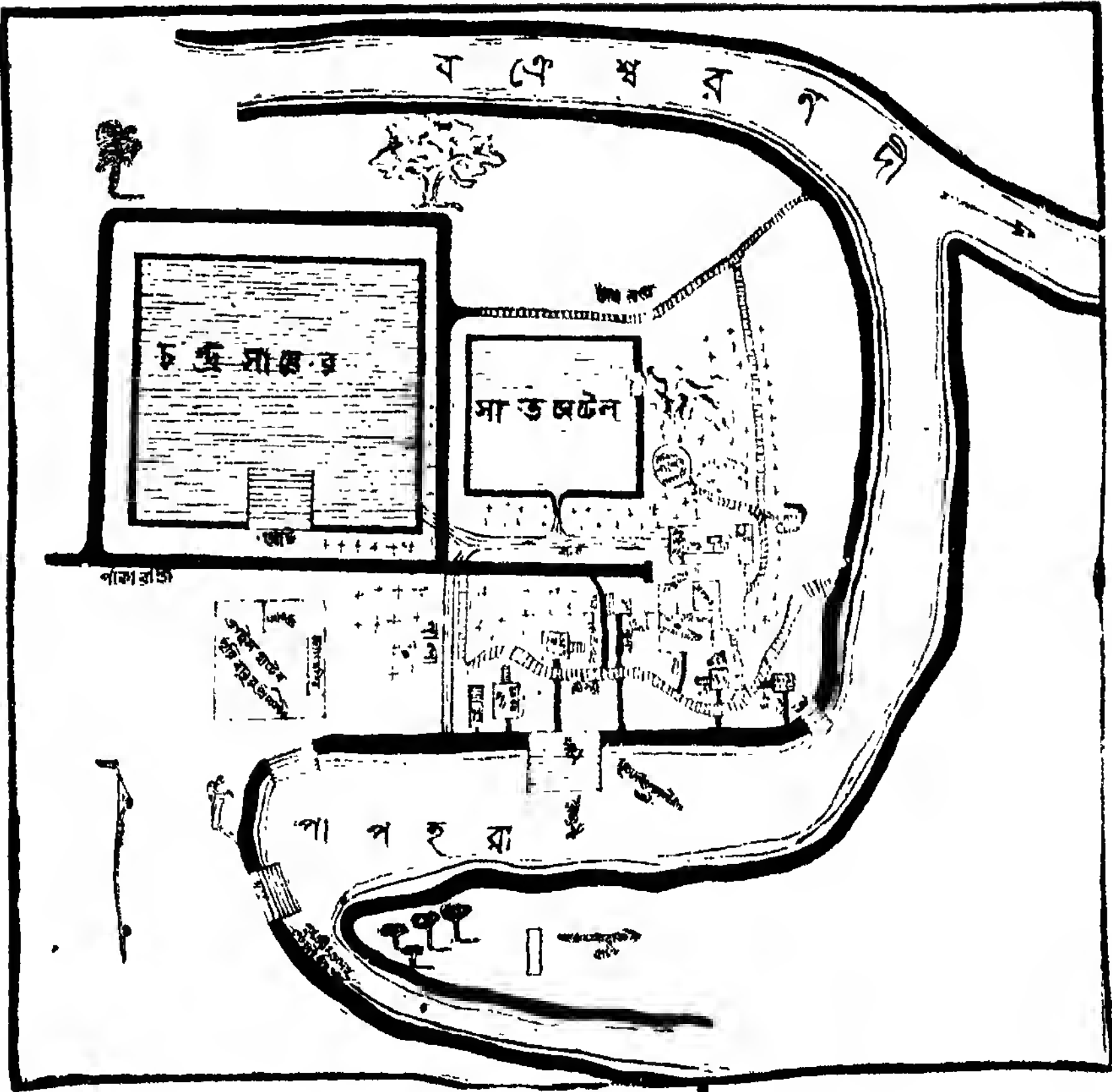
শ্রীজটিল বিহারী চক্রবর্তী।

শ্রীশ্রী শিব বন্দনা।

নমঃ নমঃ দিগম্বর সর্ব গুণাকর।
তোমার মহিমা প্রভো অপার সাগর ॥
বিরিঞ্চি বাসব আদি সুরেশ্বরগণ।
মহিমা বর্ণনে তব সক্ষম না হন ॥
কিন্তু এই নরাধম অতি ক্ষুদ্রমতি।
বাসনা করেছে, ওহে দেব পশুপতি ॥
বর্ণিতে তোমার প্রভো মহিমা-সাগর।
বামনের ইচ্ছা যথা চন্দ্র ধরিবার ॥
অথবা পঙ্কুর ইচ্ছা উঠি হিমাচল।
ভুজিবারে শৃঙ্গ-জাত সুর-রসাল ফল ॥
আমার এ ইচ্ছা প্রভো শুধু ছেলে খেলা।
সমুদ্র পারের ইচ্ছা বাকি জীর্ণ ভেলা ॥

সিদ্ধ না হইবে মম মনের বাসনা ।
 এ কেবল প্রগল্ভতা দৈব বিড়ম্বনা ॥
 তবে যদি দয়াময়, তুমি দয়া কর ।
 গোপ্পদ সমান হয় অনন্ত সাগর ॥
 তাই প্রভো তব পদে করি প্রণিপাত ।
 নিজস্বার্থে দাসে কর কৃপাদৃষ্টি পাত ॥
 হৃদয়-আগনে আসি আবির্ভাব হও ।
 বসিয়া রসনা মূলে বাসনা পূরাও ॥
 তব গুণাবলী প্রভো অনন্ত সাগর ।
 নিন্দা-পরিহাস-রূপ মকর হাঙ্গর ॥
 সতত নিবসে তথা করে হানাহানি ।
 সাগরে নানিলে পাছে করে টানাটানি ॥
 আরো এক ভয়ে প্রভো কাঁপে মোর অঙ্গ ।
 অপমানরূপ কত উত্তাল তরঙ্গ ॥
 নিত্য নিত্য উঠে তথা খেলে নানারঙ্গে ।
 বিভীষিকা দেয় কত ক্রকুটি ক্রভঙ্গে ॥
 তাই দাস ডাকে প্রভো, দেব, দেবেশ্বর ।
 জ্ঞান-বুদ্ধি-দাতা তুমি, বিষ-নাশ-কর ॥
 নাশ কর মম বিষ, দাও দিব্য জ্ঞান ।
 তরঙ্গ হিলোলে যেন পাই পরিত্রাণ ॥
 যেন কোন হিংসা-পর-মকরে হাঙ্গরে ।
 অনাথ দেখিয়া নাথ, গ্রাস নাহি করে ॥
 আরো তব পদে প্রভো এই নিবেদন ।
 চিরকাল থাকে যেন তোমাতেই মন ॥
 পূজি তব পাদ-পদ্ম এই মর্ত্য লোকে ।
 পরকালে হয় যেন গতি শিবলোকে ॥
 শমনের ভয় যেন কখন না হয় ।
 এই ভিক্ষা তব পদে ওগো দয়াময় ॥
 আমি দেব অতি মূঢ় না জানি ভজন ।
 স্তুতি-ভক্তি হীন আমি অতি অভাজন ॥
 কিন্তু ওহে নাথ তুমি পতিত পাবন ।
 জানিয়া তোমার পদে লই হে শরণ ॥
 অজানাক্র নাশ মম জ্ঞানাজন দিয়া ।
 ক্রীড়িল গুণ গার আনন্দে মাতিয়া ॥

শ্রীশ্রীবক্রেশ্বর মাহাত্ম্য—



শ্রীশ্রীবক্রেশ্বর ক্ষেত্র ।

সূচী পত্র ।

বিষয়	পৃষ্ঠা ।
মুখবন্ধ ...	১০
শিব বন্দনা ...	১০

প্রথম অধ্যায় ।

শৌনকাদি মুনিগণ কর্তৃক গুপ্তকানী বা বক্রেশ্বর মহাশয় বর্ণন সম্বন্ধে ব্রহ্মার নিকট জিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মা কর্তৃক ভবিষ্যের প্রত্যুত্তর প্রদান ...	১
গৌড় দেশের প্রাকৃতিক শোভা ও প্রজা বিসয়ক বর্ণনা ...	২
বক্রেশ্বর-ক্ষেত্রের পুরাকালীন নাম কি ? কে প্রথমে এই বক্রেশ্বর-ক্ষেত্রে শিব স্থাপন ও তাঁহার আরাধনা করেন এবং কি প্রকারে তপস্তাদি সম্পন্ন করেন তাহার বর্ণনা ...	৩

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

কিরূপে অষ্টাবক্র নাম প্রাপ্ত হন ও তাঁহার পূর্ব নাম কি ছিল ...	৫
অষ্টাবক্রের তপস্যা ...	৬
পাতালস্থিত অগ্ন্যাগার বিবরণ ...	৭
পাপহর্য্য ক্ষেত্রের বিবরণ ...	৮
ব্রহ্মার এক মুখ কর্তৃক হইবার বিবরণ ...	৯
মহাদেবের নিকট অষ্টাবক্রের বর প্রাপ্তি পৃথিবীর 'মেদিনী' নাম ধারণের কথা ...	১২

তৃতীয় অধ্যায় ।

ভৈরবকুণ্ডের নামকরণ ও বিবরণ ...	১৫
দীপকুণ্ডের নামকরণ ও বিবরণ ...	১৬
অমৃতকুণ্ডের নামকরণ ও বিবরণ ...	১৭
পাচক কুণ্ডের নামকরণ ও বিবরণ ...	২০

বিষয়	পৃষ্ঠা ।
-------	----------

চতুর্থ অধ্যায় ।

ব্রহ্মকুণ্ডের বিবরণ ...	২৩
-------------------------	----

পঞ্চম অধ্যায় ।

শ্বেত গঙ্গার উপাখ্যান, শ্বেত রাজার উপাখ্যান ও তৎকৃত শিবের স্তব ও বর ...	২৪
কলম্বুক (অক্ষয় বট) বিবরণ ...	২৯

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

সৌভাগ্যকুণ্ড উপাখ্যান ...	৩২
ক্ষারকুণ্ড উপাখ্যান ...	৩৬

সপ্তম অধ্যায় ।

পাপহরা বারিষ উৎস সম্বন্ধে মুনি-গণের জিজ্ঞাসা ও তৎকৃত ইত্যাদি ...	৩৫
--	----

অষ্টম অধ্যায় ।

শঙ্করকুণ্ড উপাখ্যান ...	৩৯
-------------------------	----

নবম অধ্যায় ।

বক্রেশ্বরে তিথি বিশেষে শিব পূজার পদ্ধতি ফল ...	৪১
--	----

দশম অধ্যায় ।

মানস তীর্থ বিবরণ ...	৪৪
----------------------	----

একাদশ অধ্যায় ।

কুণ্ডলান ও তন্মাত্র বিসয়ক বিবরণ ...	৪৬
বক্রেশ্বর দর্শন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি ও বিবরণ ...	৪৭

পরিশিষ্ট ।

বক্রেশ্বর দর্শন পদ্ধতি, আধুনিক দৃষ্টাবলী, বক্রেশ্বর ক্ষেত্রের বিবরণ সম্বন্ধে হাইন ও হণ্টার সাহেবের মন্তব্য ।	৪৭
--	----

প্রকাশকের বিজ্ঞাপন ।

আমি এতদ্বারা গভীর দুঃখের সহিত স্বীকার করিতেছি যে, এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি মহর্ষি বেদব্যাগ কর্তৃক প্রণীত হইয়া এতাবৎকাল পরিবর্তনশীল কালের গভীর গহ্বরে নিহিত ছিল। ঘটনা ক্রমে জেলা বীরভূম, থানা সীউড়ি, রাইপুর গ্রামবাসী ৮সীতারাম দেব পুত্র শ্রীবিহারী লাল দেব নিকট একখানি হস্তলিপি প্রাপ্ত হই। এই হস্তলিপিখানি পরমারাধ্য পরম পূজনীয় পূর্যাপার শ্রীযুক্ত বাকি বাবার নিকট পাঠ করিলে পর তাঁহার উপদেশ মত শ্রীশ্রী ৮বক্রেশ্বর ধাম নিবাসী ৮ভগবান আচার্য্য পাণ্ডার বাটী হইতে আর একখানি পুঁথি আনীত হয়। কুশুম্বাজ্ঞা নিবাসী অনাদি ঠাকুরের নিকটেও ঐরূপ একখানি বন্দীকি-কত হস্তলিপি পাওয়া যায়।

এই হস্তলিপিজন্মের সাহায্যে আমার স্বগ্রাম নিবাসী বন্ধু শ্রীযুক্ত কন্দর্প নারায়ণ ধর মহাশয় ঐকান্তিক যত্ন ও চূড় অধ্যাবসায় দ্বারা সংস্কৃতের বঙ্গানুবাদ ও পয়ার রচনা সম্পাদন করিয়াছেন।

পরিশিষ্টে মুদ্রিত ইংরাজীগুলির বঙ্গানুবাদ, ছবরাজপুরের খ্যাতনামা উকীল শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্রনারায়ণ যুগোপাধ্যায় বি, এল দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে।

ভট্টাচার্য্য শ্রীপঞ্চানন কাব্যতীর্থ স্মৃতিরত্ন মহাশয় মূল হস্তলিপি সংশোধিত করিয়া দিয়াছেন।

আমি সরল অন্তঃকরণে উপরোক্ত মহোদয়গণকে কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ সহস্র সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

পরিশেষে, বীরভূম-সিউড়ী নিবাসী, “বঙ্গীয়-সাহিত্য-সেবক” প্রভৃতি বহুগ্রন্থ রচয়িতা, সাহিত্য-ক্ষেত্রে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়ের নিকট আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। তাঁহার কলিকাতা অবস্থান কালে, নানাবিধ কর্মের ঝগড়ার মধ্যে রহিয়াও তিনি এই পুস্তকের মুদ্রন পরিদর্শনে যথেষ্ট রূপ সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহার সহায়তা না পাইলে ক্ষুদ্র মকঃস্থলে বসিয়া সুন্দর সুন্দর চিত্র সহ এই পুস্তকখানি উৎকৃষ্ট ভাবে মুদ্রিত করিতে পারিতাম না। রিপণ কলেজিয়েট স্কুলের সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় এই পুস্তকের সমগ্র সংস্কৃত অংশের প্রক দেখিয়া দিয়া আশা করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। ভগবান ইহাদের মঙ্গল করুন। ইতি—

কড়িখা—বীরভূম
১৩১৫/১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে।

শ্রীজটিলবিহারী চক্রবর্তী।

উৎসর্গ-পত্র ।

স্বধর্ম-নিষ্ঠ কল্যাণবর শ্রীযুক্ত রাখহরি সেন জমীদার মহাশয়

চিরায়ু নিরাপদেষু—

মহাশয়,

আমি নিরতিশয় কষ্ট এবং দীর্ঘকাল-ব্যাপী যত্ন ও দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে, ভবান্নাথ, ভূত-ভাবন, ভগবান, দেবাদিদেব মহাদেব, তাঁহার প্রিয় আবাস ভূমি শ্রীশ্রীবক্রেশ্বর ধাম, এবং অসাধারণ কঠোর-তপঃ-বল-সম্পন্ন-মহর্ষি অষ্টাবক্রের বিবরণি-সম্বলিত পবিত্র আখ্যাবলী, মহর্ষি বেদব্যাস-প্রণীত তালপত্র সংরক্ষিত মূল হইতে বঙ্গানুবাদ করিয়া মুদ্রাক্ষন দ্বারা, অস্বদেশীয় স্বধর্ম নিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের হৃদয়মন্দির যাহাতে আলোকিত ও পবিত্র করিতে পারি তদ্বিবরে নিরন্তর উৎকণ্ঠিতচিত্তে, ও আগ্রহাতিশয় সহকারে সেই চিৎস্বয় বক্রেশ্বর দেবেরই শ্রীচরণ অনুধ্যান করিতেছি। মহাশয়, আপনি ধর্মনিষ্ঠা, বিজ্ঞোৎসাহিতা, বদান্ততা এবং দয়া ও দাক্ষিণ্যাদি সদুগুণ সমূহের দৃষ্টান্ত স্থল। আপনার মহত্ব ও পরোপকারিতা সর্বত্রই পরিজ্ঞাত। গ্রামবাসী এবং অনতিদূরবর্তী লোক মাত্রই মহাশয়ের অকাতরে ঔষধাদি বিতরণ সম্বন্ধে ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকে। আমি সামান্যবুদ্ধি ব্রাহ্মণ, আপনার গুণ গরিমার বিষয় বর্ণনা করা আমার পক্ষে অত্যন্ত অসম্ভব। তবে, মহাশয় যে মহোচ্চ ও সম্বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, ঐ বংশে মহাশয়ের পূর্বতন স্বর্গীয় মহাপুরুষেরা নিয়তই নানারূপ প্রশংসনীয় কার্য্য করিয়া চির-কীর্ত্তি-পতাকা বিশাল আকাশে উড্ডীন করিয়া গিয়াছেন। মহাশয়ও অনেক বিষয়ে তাঁহাদেরই পথানুবর্তী। তজ্জন্ত আমি ব্রাহ্মণোচিত আশীর্ব্বাদসহ আমার এই “বক্রেশ্বর-মাহাত্ম্য” নামক ধর্ম পুস্তকখানি আপনার পবিত্র কর-কমলে অর্পণ করিয়া ইহার বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বিষয়ের যত্ন ও পরিশ্রম সকল বিবেচনা করিলাম। আশা করি, দীন ব্রাহ্মণের অবাচিত উপহার গ্রহণে পরাশ্রুত হইবেন না। ইতি সন ১৩১৫ সাল, তারিখ ৩০শে অগ্রহায়ণ।

শুভাশীর্ব্বাদক—

শ্রীজটিলবিহারী দেবশর্ম্মণঃ ।

বক্রেখর-মাহাত্ম্যম্ ।

প্রথমোঃধ্যায়ঃ ।

মুনয়ঃ উচু—

বারাণশ্যাশ্চ মাহাত্ম্যং কথিতং বেদ-সম্মতং । গয়া-গোদাবরী-গঙ্গা-প্রয়া-
গেষুচ যাদৃশং । যাদৃশং পুষ্কর-ক্ষেত্রে, কুরুক্ষেত্রেচ নৈমিষে । সরস্বতী-দৃশদ্বত্যো
র্ষাদৃক্ কণথলে তথ্ । ব্রহ্মাবর্তে, মানসেচ তথা প্রালেয়-পর্বতে । কেদারাখে
মহাতীর্থে, তথাহযোধ্যাহবয়ে শুভে । হরিদ্বারে, নৰ্মদায়াং তথা বদরিকাশ্রমে ।
দ্বারকায়াং রামগিরৌ ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে । লোলার্কে বিরজে চৈব, তথা চিত্রোৎ-
পলেহপিচ । কৃষ্ণিবাসসি গোমত্যাং কৌশিক্যাং ব্রহ্ম-শ্রোতসি । তান্তীং
পয়োফাং রেবত্যাং, তথা জালন্ধরেপিচ । সরযাং, বৈতরণ্যাংচ, গঙ্গাসাগর এবচ ।
মাহেন্দ্রেচ দেবগিরৌ, দ্রোণে, শ্রীগন্ধমাদনে । মুণ্ডুরার্কেচ গোমত্যাং সপ্তসিদ্ধুযু
ষাদৃশং । মাহাত্ম্যং কথিতং দেব শ্রুতং সৰ্ববিশেষতঃ ।

ব্রহ্মাণ্ডে যানি পুণ্যানি ক্ষেত্রানি সন্তি তানি বৈ । শ্রুতান্যাস্মাভিরধুনা ত্বৎ-
প্রসাদাজ্জগৎপতে ॥ যৎ শ্রুত্বা সৰ্বপাপেভ্যোবিমুক্তাঃস্মঃ সুরেশ্বর । অপরং
শ্রোতুমিচ্ছামো গুহ-তীর্থং পরং মহৎ ॥ পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি, সরিতঃ সাগরা

প্রথম অধ্যায় ।

মুনিগণ কহিলেন শুক প্রজাপতি ।
শুনিতে বাসনা হয় তীর্থের ভারতি ॥
শ্রীশ্রীবারাণসী-তীর্থ, তীর্থরাজি সার ।
যাহার মাহাত্ম্যাবলী বেদেতে প্রচার ॥
গয়া, গঙ্গা, গোদাবরী, প্রয়াগ যেমন ।
পুষ্কর, শ্রীকুরুক্ষেত্র, নৈমিষ কানন ॥

সরস্বতী, দৃশদ্বতী, কণথল আদি ।
ব্রহ্মাবর্ত প্রালেয়াদ্রি, তীর্থ মানসাদি ॥
মহাতীর্থ কেদার, যাদৃশ বদরিকা ।
হরিদ্বার, নৰ্মদাদি অযোধ্যা দ্বারকা ॥
রামগিরি-ক্ষেত্র, ক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তম ।
লোলার্ক বিরজাতীর্থ তীর্থ সর্বোত্তম ॥

হৃদাঃ । পুরং পাতালকং সর্বং ব্রহ্মাণ্ডে কথিতং স্বয়া ॥ তথাপি শ্রোতুমিচ্ছামো
শুভ-তীর্থং পরং মহৎ । কুতূহলাকুলানাঞ্চ ন তৃপ্তিৰ্যাত্যশেষতাং ॥

ব্রহ্মোবাচ—

শৃণুধ্বমুষয়ঃ সর্বৈ, সর্ব-পাপ-প্রমোচনং । আখ্যানং পুণ্যদং চিত্রং দেবতদ্বার্থ-
সংগ্রহং ॥ গোড়দেশে মহৎ ক্ষেত্রং বক্রেশ্বরং সুসঙ্গতং । যন্মাম-স্মরণেনাপি
মুচ্যতে সর্ব-পাতকাৎ ॥ একয়া পাপ-হারিণ্যা, জাহুব্যাচ বিশেষতঃ । বক্রেশ্বরেণ
ক্ষেত্রেণ পুণ্যো গোড়ঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥

গোড়দেশস্ত স্বভাব-বর্ণনং—

নানাগুণ-সমাকীর্ণাঃ যত্র সর্বৈ প্রজাগণাঃ । নানা পুণ্যগণোপেতা ধনিনো ধন-
দোপমাঃ ॥ বহবো লক্ষবর্ণাশ্চ কুলীনা বহবস্তথা । পরাক্রমযুতাঃ শূরাঃ গোড়দেশ-
নিবাসিনঃ যত্রাস্তে জাহুবী রম্যা রাঢ়দেশে প্রতিষ্ঠিতা । যত্র স্নানানরাঃ যাস্তি
তদ্বিক্ষোঃ পরমং পদং ॥ জাহুব্যাস্তীরতোহপ্যৰ্থয়োজনাস্তুরতঃ শুভম্ । অস্তি

কুতিবাস, চিত্রোৎপল গোমতী, কোশিকা ।
রবি-কর-তলে যত তীর্থ আখ্যায়িকা ॥
ব্রহ্মস্রোত, জালন্ধর, পয়োক্ষা-রেবতী ।
সরযু, বৈতরণী, গঙ্গাসাগর তাপতী ॥
মাহেন্দ্র দেবদ্রিঙ্গোণ ত্রীগন্ধমাদন ।
মুণ্ডিরাক, সপ্তসিদ্ধ তীর্থরাজগণ ॥
ইত্যাদি অনেক তীর্থ ব্রহ্মাণ্ডেতে আছে ।
শুনেছি মাহাত্ম্য তার দেব, তব কাছে ॥
আর যত তীর্থ আছে ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলে ।
জগৎপতি, শুনিয়াছি তব কৃপাবলে ॥
তাদের মাহাত্ম্য শুনি আমরা সকলে ।
হইয়াছি পাপমুক্ত অতি অবহেলে ॥
পৃথিবীতে আরো যত শুভ তীর্থবর ।
নদী হ্রদ সরোবর সরিত সাগর ॥
ইত্যাদি আকারে কত শত তীর্থ আছে ।
তাদের মাহাত্ম্য কথা বেদে রাষ্ট্র আছে ॥
পাতালেও আছে নানা তীর্থরাজগণ ।
সকল তোমার মুখে করেছি শ্রবণ ॥
তজ্জাচ অপর এক পরম মহৎ ।
শুণ্ডভাবে বিরাজিছে মধ্যে এ জগৎ ॥

তাহার মাহাত্ম্যাবলী শুনিতে বাসনা ।
হয়েছে হে সুরেশ্বর, ওহে মহামনা ॥
বড় কৌতূহল হয় সে কথা শ্রবণে ।
পরিতৃপ্ত কর সবে তাহার বর্ণনে ॥
কোনরূপে সন্তোষিত না হয় যে চিত ।
বলি সেই তীর্থ-গুণকর মনঃপ্রীত ॥
শুন শুন মুনিগণ অপূৰ্ণ কখন ।
বেদতত্ত্ব সংগৃহীত তীর্থ বিবরণ ॥
অতি পুণ্যপ্রদ তীর্থ, তীর্থের প্রধান ।
মাহার স্মরণে জীব পায় পরিব্রাণ ॥
গোড়দেশে সেই ক্ষেত্র বক্রেশ্বরখ্যা ন ।
যার নামে পাপ করে সুদূরে পন্নান ॥
একদিকে পাপহরা জাহুবী অন্তরে ।
বিশেষতঃ পুণ্যপ্রদ বক্রেশ্বর-ক্ষেত্রে ॥
করিয়াছে গোড়দেশ পুণ্যের আধার ।
মাহার কারণে ক্ষেত্র জগতে প্রচার ॥
গোড়দেশে প্রজাগণ সর্বগুণবৃত ।
পুণ্যবান্, ধনী তারা কুবেরের মত ॥
কুলীন বিস্তর আছে লক্ষবর্ণ আদি ।
পরাক্রমশালী, শূর, সদা সত্যবাদী ॥

বক্রেশ্বর-ক্ষেত্রঃ প্রভীচ্যাং ভক্তি-মুক্তিদম্ ॥ ক্ষেত্রং পাপহরং রম্যং ভক্তি-মুক্তি-
প্রদং পরং । অষ্ট-দণ্ড-সহস্রানাং যোজনং পরিকল্পিতং ॥ তৎপাদেন ভবেৎ
ক্রোশ-দণ্ডো হস্ত-চতুষ্টয়ম্ । অষ্টাবক্রেশ্বরো যত্র তপস্তপে সূচুশ্চরং ॥

• মুনয়ঃ উচুঃ—কিন্নামাসীৎ পুরাক্ষেত্রং কেনবারাধিতঃ শিবঃ । কস্মিন্ যুগে
তপস্তপে তন্মামাচক্ষুঃ সূত্রতঃ ॥

ব্রহ্মোবাচ—যস্মিন্শ্চ বিমুখোব্রহ্মা ব্রাহ্মকৰ্ম্মণ্যপাবতে । নম্যগ্নিচন্দ্রপবনে
জাগৰ্জ্জিগণি-শেখরঃ ॥ বড়ঙ্গুলি মহাস্তত্র তিষ্ঠতে পাপনাশিনী । কূৰ্ম্ম-পৃষ্ঠোন্নতা
দেবী, শিবশক্ত্যা যুতোমনুঃ । স্বয়ম্ভুবশ্চ ধৰ্ম্মাত্মা ধৰ্ম্মশ্চাষ্টবিধঃস্মৃতঃ ॥ কল্পশ্চৈব
বিকল্পশ্চ মনু-মহন্তরাগিচ । ব্রহ্মাণো দিনসংপূৰ্ণাং মাসসংবৎসরাস্তথা ॥ অব-
তারং তথাবিষ্ণোঃ পশ্চাদ্বক্ষ্যামি বঃ শুভং । বৃষাকৃঢ়ঃ জগৎস্বামী কেন সংস্থাপিতঃ
পুরা ॥ অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি ক্ষেত্রমাহাত্ম্যমুত্তমং । বৰ্ণনকৈব ক্ষেত্রস্য তথা বক্ষ্যামি
বোহধুনা ॥

ব্রহ্মোবাচ—তমাল-তাল-হিস্তাল-শাল-তাল-বিরাজিতম্ । পুন্নাগ-বকুলাশোক-
গুবাক-নারিকেলকৈঃ ॥ খজুরৈঃ করবীরৈশ্চ তথাত্রাতকদাড়িভৈঃ । খদিরৈর্বাঁজ
পুটৈশ্চ, ধবৈশ্চ সরলক্রমৈঃ ॥ লবঙ্গকোবিদারৈশ্চ, ভল্লাতক কপিথকৈঃ ।
কদম্বৈশ্চ নকুলৈশ্চ শ্রোগ্রোধৈর্বহুভিস্তথা ॥ নিম্পাটৈঃ জম্বুকৈঃ কুঠৈঃ হিজলৈঃ
পারিজাতকৈঃ । তথাহি মুক্তকৈবল্যযুথিকা-কেতকৈরপি ॥ টগরৈঃ মল্লিকাভিঃ

ঐস্থানে রাঢ়দেশে গঙ্গা প্রবাহিতা ।
অতি পূৰ্ণ্যতোয়া নদী জগতে বিদিতা ॥
স্নান করে যেই সেই জাহ্নবীর জলে ।
নির্ঝিবাঁদে বিষ্ণুপদ পায় অস্তঃকালে ॥
জাহ্নবী হইতে অষ্ট যোজন অন্তর ।
পশ্চিমেতে ভক্তিযুক্তিপ্রদ বক্রেশ্বর ॥
এইস্থানে ভক্তিযুক্তি প্রদান আকর ।
রমণীয় তীর্থ হয় নদী পাপ-হর ॥
দণ্ডাষ্ট সহস্রে মাপ যোজনের হয় ।
তিন ভাগ গেলে তার যত দণ্ড রয় ॥
সেই ত ক্রোশের মাপ জানিবে সকলে ।
চারিহাতে দণ্ড হয় সকলেই বলে ॥
এইস্থানে অষ্টাবক্র নামে ঋষিবর ।
করিল বিস্তৃত তপ-অতীব দৃশ্যর ॥

মুনিগণ কহে শুন ওহে পিতামহ ।
শুনিতে প্রাচীন কথা মোদের আগ্রহ ॥
পুরাকালে এ ক্ষেত্রের কিবা নাম ছিল ।
কেইবা অর্চনা সেই শিবের করিল ॥
কোনযুগে সেই অষ্টাবক্র মহাঋষি ।
আচরিল সূচুশ্চর তপঃ রাশি রাশি ॥
ব্রাহ্মকল্পে ব্রহ্মা যবে বহিস্থা হন ।
প্রলয়ের জলে ধরা হইল মগন ॥
চন্দ্র অগ্নি বায়ু যবে বিনষ্ট হইল ।
চন্দ্রচূড়-শিব মাত্র জাগ্রত থাকিল ॥
পাপনাশা ধরা দেবী থাকেন তখন ।
বড়ঙ্গুলি স্থানে কূৰ্ম্মপৃষ্ঠে আরোহণ ॥
ধৰ্ম্মাত্মা স্বয়ম্ভু মনু অষ্ট ধর্ম্ম তথা ।
শিবশক্তি সহ লীন হইল সর্বথা ॥

মালতিভির্বিরাজিতং । নানাদ্রুম-সমাকীর্ণ নানা-পুষ্প-সমস্থিতং ॥ মত্তভৃঙ্গগণ-
কীর্ণ-মত্ত কোকিল-কুজিতং । নানা-মৃগ-সমাকীর্ণং রম্যং মুনি-মনোহরম্ ॥ তত্র
পাপহরা রম্যা নিম্নগাস্তি মনোহরা । যন্তাং মজ্জন-মাত্ৰেণ পাপিনো বাস্তি
সদগতিং ॥

অপি দুষ্কৃত-কৰ্ম্মানো মহাপাতকিনোহপিযে । যত্র স্নাত্বা দিবং বাস্তি সৰ্ব্বং
পাপহরাস্তসি ॥ ধনুঃ-শত-প্রমাণক যৎক্ষেত্রং সুপ্রতিষ্ঠিতম্ । তত্র প্রাণব্যয়া
বাস্তি শিব-সায়ুজ্য-মিচ্ছবঃ ॥ কপালমোচন ক্ষেত্রে বারাগশ্চাং মৃতশ্চচ । যৎফলং
তদপাপোতি শ্রীবক্রেশ্বরসন্নিধৌ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে স্বয়ম্ভূ-সংবাদে শ্রীবক্রেশ্বর-দর্শনং নাম
প্রথমোধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

কল্প বিকল্প সহ মনস্তরগণ ।
দিন মাস বর্ষ তাহে হইল মিলন ॥
শুন শুন মুনিগণ কোতুক সম্বর ।
অগ্রেতে ক্ষেত্রের কথা করহ গোচর ॥
ক্ষেত্রঃ মহাত্মা আমি অগ্রেতে বর্ণিব ।
তারপরে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হব ॥
পরম সুন্দর স্থান অতি শোভাময় ।
নানাভাতি বিটপিতে মন তৃপ্ত হয় ॥
তমাল হিষ্টাল তাল পুরাগ বকুল ॥
শাল আদি করি কত নানা ভাতি ফুল ।
ধর্জুর করবী পুষ্প বকুল অশোক ।
বহুবিধ বীজপূরী ভূঞ্জে তথা লোক ॥
নারিকেল, বক, ধব, কদম্ব অশ্বথ ।
কোবিদার ভ্রাতাক কত যে কপিথ ॥
লবঙ্গ, নগ্রোধ, তথা সুগন্ধ-যুথিকা ।
কেতকী, টগর, শ্বেতমালতী, মল্লিকা ॥
নিম্বাপা জম্বুক কুন্ড দিবা পারিজাত ।
ইন্দ্রোত্থান পুষ্প বলি চরাচরে খ্যাত ॥
হিঙ্গল তিস্তিরা আর শত শত আম ।
এই মত্ত কত ফল কত দিব্য নাম ॥
সর্বস্থানে শত শত বিটপি নিকর ।

বিদ্যমান আছে তথা পরম সুন্দর ॥
কাহারো মুকুল কারো মঞ্জরী শোভিছে ।
কেহ কেহ ফলভরে নৌয়ায়ে পড়েছে ॥
নানাবিধ মৃগ তথা সদা করে বাস ।
ভৃঙ্গকুল সুখে ভূঞ্জে পুরে মন-আশ ॥
থাকি থাকি মাঝে মাঝে কোকিল কাকলী ।
সুধার সুধারা যেন কর্ণে দেয় ঢালি ॥
এইস্থানে বহিতেছে পাপহরা নদী ।
তাহার জলেতে জীব স্নান করে যদি ॥
অমনি লভিয়া গতি স্বর্গ বাস করে ।
কি সাধ্য লমন তার কেশ স্পর্শ করে ॥
অকৃতি দুষ্কর্ম্মী যত অতি দুরাচারী ।
দিব্যগতি লাভ করে তথা স্নান করি ॥
শতধনুঃ পরিমাণ সেই ক্ষেত্র হয় ।
তাহাতে ত্যজিলে প্রাণ শিবলোকে যায় ॥
বারাগসী-ক্ষেত্র কিংবা কপালমোচনে ।
মরিলে যে ফল হয়, তে ফল সেখানে ॥
নিশ্চয় লভিবে জীব দিবা মাত্র নাই ।
যুথ ভরি সবে মিলি হরি বল ভাই ॥
বক্রেশ মহাত্মা অতি পুণ্যদ আধ্যান ।
দ্বিজ শ্রীজটীল গায় শুন পুণ্যবান ॥

দ্বিতীয়োঃধ্যায়ঃ ।

মুনয়ঃ উচুঃ—

কস্মাদাষ্টাবক্র ঋষিঃ তপস্তপে স্তুতশ্চরং । কীদৃশং দেবদেবশ্চ ক্ষেত্রং
বক্রেশ্বরশ্চ বৈ ॥ স্নানজং দানজং তত্র শিবসন্দর্শনাৎ তথা । যৎফলং ক্ষেত্র-
মাহাত্ম্যং ব্রুহি নস্তদশেষতঃ ॥ এতৎ সর্বমশেষেণ শ্রোতুমিচ্ছামো হে বয়ম্ ।

ব্রহ্মোবাচ—

শৃণুধ্বমৃষয়ঃ সর্বৈ গুহ্যং ক্ষেত্রং পরং মহৎ । যশ্চ স্মরণ-মাত্রেণবিলয়ং যাতি
পাতকম্ ॥ পুরা কৃত-যুগে বিপ্রঃ অষ্টাবক্রো মহতপাঃ । প্রথমং নাম তস্তাসীৎ
সুত্রতো দ্বিজ পুঙ্গবঃ ॥

পুরা দেব-সভায়াস্তু নৃত্যমভূন্ননোহরম্ । লক্ষী-স্বয়ম্বরে পুণ্যে ত্রৈলোক্যশ্রী-
সংযুতে ॥ তত্র দেবাশ্চ গন্ধর্ব্বা মুনয়ঃ সিদ্ধ-চারণাঃ । সমাজগুঃ পরং দ্রষ্টুং কম-
লায়াঃ স্বয়ম্বরং ॥ তত্রামরেশ্বরো দেবঃ শচীনাথঃ পুরন্দরঃ । অগ্রে দত্তাৎ লোম-
শায় পাড়ার্য্যাচমনীয়কম্ ॥ লোমশঞ্চ মহাত্মানং দৃষ্ট্বাচ ভগবান্মুনিঃ । সুত্রতোন
শশাপেন্দ্রঃ তপোভঙ্গভয়ান্মুনিঃ ॥ মহাকোপেন চাষ্টাঙ্গে বক্রত্মমগমম্মুনেঃ ।
অষ্টাবক্রাভিধেয়স্বং ততঃ প্রাপ দ্বিজোত্তমঃ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

জিজ্ঞাসিলা মুনীগণ বলহেঁ দেবেণ ।
কৈন অষ্টাবক্র ঋষি করিল অশেষ ॥
স্তুতশ্চর তপঃ রাশি অতি কষ্ট করি ।
বল প্রভো প্রজ্ঞানাথ, আজি কৃপা করি ॥
কেমন সে দেব-দেব বক্রেশ্বর ক্ষেত্র ।
স্নানে, দানে, শিবার্চনে কিবা ফল তত্র ॥
ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য কিবা কৃপা করি বল ।
শুনিতে আমরা সবে হয়েছি চঞ্চল ॥
ব্রহ্মা বলিলেন শুন তপোধন গণ ।
সেই গুহ্যতীর্থ কথা বলিব এখন ॥
হিরভাবে তুমি সবে অবহিত মনে ।

পাপ তাপ ক্ষর হবে তাহার শ্রবণে ॥
অষ্টাবক্র মহাঋষি তাপস প্রধান ।
সুত্রত ব্রাহ্মণ তার পূর্ব অভিধান
অতঃপর শুন সবে অপূর্ব কথন ।
যেইরূপে সেই মুনি অষ্টাবক্র হন ॥
পুরাকালে এক দিন দেব পুরন্দর ।
দেখিতে আসেন লয়ে অত্যাঁত্ৰ অমর ॥
অযোনি-সম্ভবা দেবী লক্ষী-স্বয়ম্বর ।
অদ্বুত বিচিত্র সভা নরনাগোচর ॥
গন্ধর্বাদি যক্ষ রক্ষ কিম্বর চারণ ।
রাজর্ষি মহর্ষি আর ষতি সিদ্ধগণ ॥

দৈব প্রাপ্তং সমাগতা কোত্রস্থিচ্ছন্নং তপঃ । চকার বিপুলং বিপ্রঃ সর্ব-
লোক-প্রতাপনম্ ॥ দশবর্ষ-সহস্রাণি কেবলাশ্বপিবং তথা । পর্ণাশানস্ততশ্চাসীৎ
তাবৎকালং মহামুনিঃ ॥ তাবৎকালং তদাবাস্তক্ষ্যাসীজ্জিতেন্দ্রিয়ঃ । এবমেত-
দুপশ্চক্রৈ স মুনিঃ সংযতাত্মবান্ ॥ ষষ্টিবর্ষ-সহস্রাণি জুহ্বন্ পঞ্চ হতাশনম্ । উর্দ্ধ-
পাদস্তপন্তেপে কোভয়ন্ স চরাচরম্ ॥ তস্মৈ তপঃ-প্রভাবেণ বৃক্ষাঃ নদ্রাঃ স্ত্রশোভনা ।
উরোগা ভূমিসংস্থাচ কীটা ভূমি-গতাস্তথা ॥ বিহঙ্গা ব্যাঘ্রমাতঙ্গাঃ শৃগাঃ সিংহাস্তথা
পরে । জন্তবঃ দুঃখবুঃ সর্বৈ বিহায় স্ব-স্ব-মন্দিরং ॥ নচ ক্লিষ্টাঙ্জলে নৈবং নহি
শীতেন কম্পতে । ন তপস্তং প্রবাধেত মুনিং বক্র-শরীরিণম্ ॥

সকলেই সেই স্থানে হন উপনীত
স্বয়ংবর শোভা দেখি সকলে মোহিত ॥
অঙ্গুর অঙ্গুরীগণে গায় নানা গীত ।
শুনিয়া সকলে হৈল অতিশয় প্রীত ॥
এইরূপে যবে সবে আনন্দে মগন ।
হেনকালে শুন এক আশ্চর্য ঘটন ॥
সভা মধ্যে আসিলেন লোমশ বিপ্রেন্দ্র ।
পাণ্ড অর্ঘ্য দেন তারে সর্বাঙ্গে দেবেন্দ্র ॥
দেখিয়া স্তব্রত বিপ্র হইল লজ্জিত ।
ক্রোধে কম্পমান তহু লোচন লোহিত ॥
ইন্দ্র প্রতি এক দৃষ্টে করে নিরীক্ষণ ।
অভিশাপ দিতে তাঁর করিল মনন ॥
তপঃভঙ্গ ভয়ে কিন্তু শাপ নাহি দিল ।
ক্রোধায়িতে পুড়ি তার বক্র অঙ্গ হৈল ॥
অষ্ট স্থানে বক্র তার শরীর হইল ।
তদবধি অষ্টাবক্র আখ্যায় ঘুষিল ॥
দৈব্য বলে সেই ঋষি এই স্থানে আসি ।
করিল বিপুল তপঃ ভুলি দিবা নিশি ॥
হইয়া সংযত-চিত্ত সেই মুনিবর ।
যাপিলেন একাধারে অমৃত বৎসর ॥
কেবল করিয়া ভর ফল মূল্যহারে ।
দিবারাত্রি তপঃ করে অতি শুদ্ধাচারে ॥
অগপান করিমাত্র অমৃত বৎসর ।
করেন তপস্তা সেই তাপস প্রবর ॥

থাকেন অমৃত বর্ষ বায়ুর ভক্ষণে ।
এইরূপে যাপে মুনি তপঃ আচরণে ॥
অবশেষে উর্দ্ধ পদে থাকি কিছুকাল ।
যাপেন লক্ষক বর্ষ রুহিতে ভয়াল ॥
চতুর্দিকে পঞ্চ অগ্নি করি প্রজ্জলন ।
আচরিল তপঃ আশি সেই তপোধন ।
তাহার তপেতে ধরা হইল তাপিত ।
ইন্দ্র আদি দেবগণ সকলেই ভীত ॥
তাঁহার তপস্তা দেখি বিটপি সকল ।
নতশির হইলেক সহ ফুল ফল ॥
ভূমিচর কীট আর সরীসৃপ জাতি ।
প্রাণ ভয়ে গর্তে গিয়া করিল বসতি ॥
শৃগেজাদি পশু আর বিহঙ্গমগণ ।
ভয়াকুলচিত্তে সবে করে পলায়ন ॥
শীতাতপ বর্ষা আদি ঋতুরাজগণে ।
বাধা দিতে না পারিল সেই তপোধনে
সেই স্থানে আছে তিন অগ্নির আগার ।
দক্ষিণাগ্নি গার্হপত্যহব্যাকাষ আর ॥
আরো তথা স্রোত এক হয়েছে উথিত ।
স্বগন্ধিত বায়ি তার করে আমোদিত ॥
আশ্চর্য্য সে বারি-শুণ শুন মহামতি ।
পরশনে নরগণ লভে দিব্যগতি ॥
এই তিন অগ্নি পুনঃ পাতালেও স্থিত ।
অতলাধ্যে তথা ইহা হয় অতিহিত ॥

ত্রিকুণ্ডং বিদ্যতে তত্র পাবকাগার এবচ । দক্ষিণাগ্নির্গার্হপত্যাহবনীয়াখ্যমেবচ ॥
তস্মাৎপ্রায়াৎ সূর্যরতির্জলং স্বর্গপ্রদায়কম্ । অগ্নিত্রয়ং হি পাতালে অভলাখ্যোতি
তিষ্ঠতি ॥ ভোগবত্যা জলস্তত্র বিতলে শিবমর্চয়েৎ । হাটকাখ্যং মহাদেবং
সূর্যেক্ষমস্তকে ॥ ততশ্চোৎকর্জলং যাতি যত্রচাগ্নিত্রয়ং বুধাঃ । তমালিঙ্গ্য তত
শ্চোৎকর্জং তেজসা পাবকেন চ ॥ নিপত্য শ্বেতগঙ্গায়াং উষতোয়া বহেমদী । কেচিস্তো-
গবতীং প্রাহঃ গঙ্গাঞ্চ কেচিদুচিরে ॥ কেচিচ্ছেদ্যন্ত্য নাম্না তাং শ্বেতগঙ্গাং বদন্তি বৈ ॥

পাতালেশবটকৈব স্নাত্বাটৈব নদীশ্রীম্ । ব্রহ্মযোণিঃ ব্রহ্মশিলাঃ স্নাপয়িত্বা
মহানদীম্ ॥ একাংশেন শিবং স্নাত্বা প্রায়াদ্বে দক্ষিণাং দিশম্ । বক্রেশ্বরস্ত পাশ্চাত্যে
ভাগে পাপ-প্রমোচনীং ॥ ধনুস্ত্রিকপ্রমাণা বৈতরণী পাপ-মোচনী । ভামাক্রম্য
নরো ভক্ত্যা মুচ্যতে যমজাস্ত্রয়াৎ ॥ ধনুঃ-শত-প্রমাণা বৈ বহেৎ পাপহরা ততঃ ॥ তস্য
সন্দর্শনেনাপি অতীবত্র ফলং লভেৎ ॥ সর্পাকারং মহৎ ক্ষেত্রং পুণ্যং পাপহরং
শুভম্ । তত্র তিষ্ঠেন্নমহাদেব ত্রৈলোক্য-জ্ঞান-হেতবে ॥ তমুদ্दिশ্য তপস্তপে স চ
বক্রো মহাতপাঃ । তংমুনিং সূত্রসমোহভুৎ স স্বয়ং পার্বতী-পতিঃ ॥

বিতলেতে স্বর্গপ্রদা ভোগবতী জল ।
শঙ্করে অর্চনা তথা করে অবিরল ॥
সেখানে শঙ্কর নাম হাটকাখ্যা ধরে ।
সূর্যের পর্বত যার মস্তক উপরে ॥
তদন্তরে সেই জল হতেছে উথিত ।
যতদূরে অগ্নিত্রয় হয় অবস্থিত ॥
তথা সেই অগ্নিত্রয়ে আলিঙ্গন করি ।
দূরত্বে উঠিতেছে ক্রমশঃ সে বারি ॥
সেইস্থানে অগ্নিতেজে উত্তপ্ত হইয়া ।
শ্বেত গুঙ্গাজলে পড়ি বহে উষতোয়া ॥
কেহ ভোগবতী কেহ গঙ্গা তারে বলে ।
শ্বেতনৃপকীর্তি জন্ত কোন কোন স্থলে ॥
শ্বেতগুঙ্গা নামে খ্যাতা শিবসন্নিধানে ।
পরম পবিত্র বলি বেদেতে বাখানে ॥
এই নদী পাতালেশ বটে স্নাত করি ।
পুত হইয়ে তথা হইতে সত্বরে নিঃসরি ॥

ব্রহ্মযোণী ব্রহ্মশিলা স্নান করাইছে ।
একাংশে প্রক্ষালি শিবে দক্ষিণে বহিছে ॥
মন্দির পাশ্চাত্য ভাগে পাপ প্রমোচন ।
বৈতরণী নাম্না নদী বহে প্রতিকণ ॥
ধনুস্ত্রয় মাত্র সেই স্থান পরিমাণ ।
ভক্তি সহ সেইস্থানে যেই করে স্নান ।
মুক্তিলাভ করে সেই যম ভয় হইতে ।
বেদ অনুমত বাক্য দ্বিধা নাই ইথে ॥
অনন্তর পার্শ্বে তার পাপহরা বহে ।
শত ধনু স্থানী ব্যাপি এই নদী রহে ॥
এই নদী দর্শনে স্তম্ভল লভে নর ।
সেখানে আছেন শিব ত্রৈলোক্য ঈশ্বর ॥
সর্পাকার ক্ষেত্র সেই সর্ব পাপ হরে ॥
অশেষ প্রকারে পুণ্য সত্তত বিতরে ॥
সেইস্থানে মহাতপা সূত্রত বিজবর ।
শিবোদ্দেশে তপঃ রাশি করিল বিস্তর ॥

অবয় উচুঃ—

কথং পাপহরা নাম সা লোভে শিবসন্নিধৌ । গঙ্গায়ান্শৈব মাহাত্ম্যং বদ
ব্রহ্মান্ সুবিস্তরম্ ॥

ব্রহ্মোবাচ—

পুরা একাৰ্ণবীভূতে নষ্টে শ্বাবর-জঙ্গমে । অহঙ্কারেনসংমূঢ়ো ব্রহ্মা পঞ্চমুখোহ-
ব্রবীৎ ॥ অহংতে জনকঃ রুদ্র মামেহি সহরং স্মৃত । নতে ত্রাতাপি কুত্রাপি
জলেঢান্মিন্ ভয়ঙ্করে ॥

শিব উবাচ—

ময়ি বিপ্রস্মৃতে ব্রহ্মান্ কাতেচিস্তাশ্চ বর্ততে । মামাশ্রিত্য প্রজাং সৰ্ব্বাং সৃষ্টিং
কুরু প্রজাপতে ॥ এবমশ্রোহস্মদংমূঢ়ৌ বিষ্ণুমায়া-বিমোহিতৌ । ক্রোধেন মহতা
তস্ম ভৈরবোহভুমুখান্ততঃ ॥ পুনঃ ক্রুদ্ধো মহাদেবো ভৈরবং প্রাহ মানদঃ । ঘাতয়েনং
শিরো । ভীম ব্রহ্মণোহব্যক্ত-জন্মনঃ ॥ চিচ্ছেদঙ্গুষ্ঠতর্জজ্ঞাত্য ব্রহ্মনঃ কংসভৈরবঃ ।
ততঃ কপালী ভগবান্ ব্রহ্মহত্যাংমবাপ সঃ । বারানশীং ততোগত্বা ত্যক্ত্বা ব্রহ্মা কপা-
লকং । কপালমোচনং তীর্থং খ্যাতং ভুবি তু বিশ্বম্ ॥

দেখিয়া তাঁহার তপঃ অতীব ছন্দর ।
সুপ্রসন্ন হইলেন পার্বতী জঁখর ॥
জিজ্ঞাসিলা মুনিগণ ব্রহ্মার নিকটে ।
আসিলা সকলে মিলি থাকি করপুটে ॥
কি প্রকারে পাপহরা হৈল অভিধান ।
সেই ক্ষুদ্র নিম্নাগার শিব সন্নিধান ।
গঙ্গার মাহাত্ম্য কিবা বলহে ব্রাহ্মণ ।
শুনিলো তোমার মুখে জুড়াক শ্রবণ ॥
ব্রহ্মা বলিলেন, শুন তপোধনগণ—
অতীব অপূর্ব এই প্রাচীন কথন ।
পুরাকালে যবে এই জগৎ নন্দন ।
একাৰ্ণবে মগ্ন হইল জঙ্গম শ্বাবর ॥
সৃষ্ট বস্ত্র শাবতীর বিনষ্ট হইল ।
অহং বুদ্ধি মূঢ় ব্রহ্মা রুদ্রকে বলিল ॥
তুমি মম পুত্র বৎস, আমি তব পিতা ।
এই বলে আর কেহ নাহি তব জ্ঞাতা ॥
ব্রাহ্মণ তবর আমি পোষনে কি ভয় ।

নিমেষের তরে আমি না করি সে ভয় ॥
বরঞ্চ হে প্রজাপতি তুমি সৃষ্টি কর ।
আমার সাহায্যে এই যত চরাচর ॥
এইরূপ উভয়ের বাক্য ব্যয় হয় ।
ক্রোধ আসি উভয়ের ধৈর্য্য হরি লয় ॥
উভয়েই উগ্র মূর্তি ধারণ করিল ।
শিবমুখ হ'তে এক ভৈরব নিঃস্থল ॥
অবিলম্বে আজ্ঞা তারে দেন পঞ্চানন ।
নখাঘাতে ছিণ্ডিবারে ব্রহ্মার আনন ॥
“তথাস্ত” বলিয়া সেই ভৈরব প্রচণ্ড ;
তর্জনী অঙ্গুষ্ঠে তাঁর ছিঁড়ে এক মুণ্ড ॥
ব্রহ্মহত্যা পাপ তবে ভৈরবে পশিল ।
দিবা নিশি পাপায়িতে পুড়িতে নাগিল ॥
অনন্তর হত্যাপাপ বিষয় কারণ ।
বারানশী তীর্থে মুণ্ড করিল বর্জন ॥
সেই ক্ষেত্র তদবধি কপালি-মোচন ।
সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে শুন ঋষিগণ ॥

হত্যাপাপেন লিপ্তোহসৌ হুঃখিতো ভৈরবঃ পুনঃ। চন্দ্রচূড়ং সমাধা
তপস্তপে স্তবিস্তরম্ ॥ প্রসার্য হস্তৌ ভগবান বক্রাকারেণ ভৈরবঃ। দশবর্ষ-
সহস্রাণি তপস্তপে স্তবিস্তরম্ ॥ ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ দেবো হরিহরাত্মকঃ। উবাচ
ভৈরবঃ ভীমং ব্রহ্মাণ্ডং কবলায়িতম্ ॥ বরং বৃণু মহাভাগ পাপাত্নাতাস্মি নাশুখা।

ভৈরব উবাচ—

হত্যাপাপেন গ্রস্তোহহং ত্রাহি মাং মধুসূদন।

হরিহর উবাচ

যাবৎ প্রসার্য বাহু ধৌ তপশ্চিহ্নং মহামতে। সর্পাকারে শিবক্ষেত্রে নদী
পাপহরাস্তুতে ॥ বাসীভোগবতী গঙ্গা সাচ পাপহরা শুভা। তব ব্রহ্মবধঃ পাপং
বিলয়ং বাহুসংশয়ম্ ॥ ব্রহ্মহত্যাং পাপানি যানি তানি কৃতানিচ। তানি সর্বানি
নশ্যন্তু তেন পাপহরা ত্বেষা ॥ তামাশ্রিত্য তপস্তপে বক্রাক্ষৌহপি মহাতপাঃ। তং
মুনিং স্তু প্রসন্নোহভূৎ স স্বয়ং পার্বতীপতিঃ ॥

পুনরপি ব্রহ্মহত্যা পাপেতে পীড়িত।
হইয়া ভৈরব থাকে নিয়ত হুঃখিত ॥
অবশেষে শুন শুন তপোধনগণ।
হুঃখচিত্তে বক্রেশ্বরে উপনীত হন ॥
চন্দ্রমৌলী মহাদেবে আরাধে বিস্তর।
হস্তদ্বয় প্রসারিয়া থাকি নিরস্তর ॥
অনাহারে দুইপক্ষ সহস্র বৎসর।
ভৈরব করিল তপঃ অতি স্তূহুঃচর ॥
তাহাতে প্রসন্ন হ'য়ে দেব হরিহর।
আনিলেন দিতে তারে মনোমত বর ॥
দেখিয়া ভৈরব হৈল প্রফুল্ল বদন।
ঘোড় হস্তে পাদপদ্মে করে নিবেদন ॥
শঙ্কট নাশন, শ্রীমধুসূদন,
হত্যাপাপে লিপ্ত আমি।
হস্ত সংকোচন, নহে কদাচন,
রক্ষা কর অন্তর্যামি।
তব এই হস্তদ্বয় প্রসার করিয়া।
করিবো বিস্তর তপ জিতেদ্রিয় হইয়া ॥

যতদূর বিস্তারিত তব দুই কর।
ওহে মহাভাগ এই ক্ষেত্রে উপর ॥
ততদূর সর্পাকারে এই শিব ক্ষেত্রে।
তোমার তপস্তা-চিহ্ন ঘূষিবে জগতে ॥
ভোগবতী গঙ্গাতীর্থ যেমন শুভদ।
তেমন এ পাপহরা হইবে মানদ ॥
তব ব্রহ্মহত্যা পাপ হইবে বিলয়।
অব্যর্থ আমার বাক্য নাহিক সংশয় ॥
আরো ভক্তিভাবে যে স্পর্শিবে এই বারি।
পাপযুক্ত হবে ব্রহ্মহত্যা আদি করি ॥
এই জলে সর্ববিধ কলুষ কলাপ।
বিনষ্ট হইবে আর মনের সন্তাপ ॥
মহাতপা অষ্টাবক্র আসি এই স্থানে।
দুঃচর করিল তপ উদ্দেশি দৈশানে ॥
দেব দেব মহাদেব পার্বতীর পতি।
তাহাতে সন্তুষ্ট হৈল মহামুনি প্রতি ॥
দিব্য অষ্ট বাহু ধরি, চড়ি বৃষ বক্রোপরি,
চলিলেন আনাদি দৈশর।

অষ্টবাহুধরঃ শ্রীমান্ বৃষস্কন্ধসমাশ্রিতঃ । কোটি-সূর্য্য-প্রতীকাশঃ চন্দ্রমৌলী
ত্রিলোচনঃ ॥ জটামুকুটশোভাচ্যো শূলভৃগ্ব্যাব্রতশ্চবান্ । ব্যালযজ্ঞোপবীতীচ
কুন্দেন্দুসদৃশপ্রভঃ ॥ পিনাকখট্টাঙ্গধরঃ প্রমথৈঃ পরিবেষ্টিতঃ । তেজসা ভাসয়ন্
দেবঃ দিশশ্চ বিদিশস্তথা ॥ কিমর্থং তপ্যসে বিপ্র ! গ্রাহ দেবো মহামুনিম্ । তং
দৃষ্ট্বা দেবদেবেশং বিশ্বয়োৎফুল্ললোচনঃ । ভূক্টাব প্রণতো ভূত্বা ভক্তিযুক্তেন
চেতসা ।

অষ্টাবক্রস্ত স্তবঃ—

নমঃ সন্তো বিরূপাক্ষ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারক । আদিদেব মহাদেব জগদীশ সুরে-
শ্বর ॥ পরমেশ পর ব্রহ্ম নমস্তুভ্যং ত্রিলোচন । নমস্তচ্চন্দ্রপ্রভাসায় নমস্তে চন্দ্র-
মৌলিনে ॥ নমোহসংখ্যেয়পাদায় বহুনেত্রায় শূলিনে । নমস্তে জাহ্নবীমূর্ধন
বৃষধ্বজ নমোহিস্তুতে ॥ অজাব্যক্ত মহেশ্বর করুণাময়বিগ্রহ । স্বরূপায় বিরূ-
পায় বহুরূপায় তে নমঃ ॥

কোটি সূর্য্য বিকশিত, নেত্র অর্ধ নিমীলিত,
ভালে অর্ধচন্দ্র শোভাকর ॥

জটাকুট শিরোপরে, ব্যাব্রতশ্চ পরিকরে,
ব্যাল যজ্ঞোপবীতি ভূষণ ।

কুন্দেন্দু সদৃশ প্রভা, মরি কিবা মনোলোভা,
চারিদিকে নাচে ভূতগণ ॥

পিনাক খট্টাঙ্গ ধরে, করিকরনিভ করে,
চন্দ্রমৌলী দেব ত্রিলোচন ।

অপরূপ তেজ ধরি, চতুর্দিক আলো করি,
উপনীত যথা তপোধন ॥

জিজ্ঞাসিলা মুনি প্রতি, বল ওহে মহামতি,
কেন এই তপঃ আচরণ ।

দেখি সেই অনাময়ে, মহর্ষি বিশ্বয় হ'য়ে,
ভক্তিভাবে করিল স্তবন ॥

নমঃ শঙ্ক বিরূপাক্ষ, বহুশাৰ্ঘ বহু অক্ষ,
নমঃ নমঃ দেব নিরঞ্জন ॥

পরব্রহ্ম পরমেশ ভোলামাধ হৃদিকেশ,
নমঃ নমঃ দেব নিরঞ্জন ॥

বহুপাদ বহুধর, নমঃ প্রভু মহেশ্বর ।
নমঃ নমঃ জাহ্নবীমূর্ধন ।

নমঃ দেব শূলধারী, নমঃ নমঃ ত্রিপুরারী,
নমঃ প্রভু বালার্ক ভূষণ ॥

অজাব্যক্ত দিগম্বর, স্বরূপ বিরূপ ধর,
নমঃ নমঃ বহুরূপ ধারী ।

তুমি ব্রহ্ম বিমূর্ধতা, সৃজন প্রলয় কর্তা,
জগতের পরিজ্ঞানকারী ॥

তুমি হে করুণাময়, চিদানন্দ চিৎস্বর,
তুমি প্রভু বিগ্রহাবতার ।

নিত্যানন্দ কর তুমি, আকাশ পাতাল ভূমি,
ভক্তিমুক্তি প্রদান আধার ॥

গুণাকর গুণাতীত, সংসার কারণাতীত,
নির্গুণ, সগুণ মহেশ্বর ।

ভুতদ সর্বগ তুমি, কি জানি মহিমা আমি
সর্বঘটে সত্য বিহর ॥

তুমি প্রভু ব্রতাক্ষর, আদিদেব অনাময়,
অজ্ঞানাক্ষ বিনাশনকারী ।

তুমিহে পার্বতীকান্ত, কে জানে তোমার অন্ত,
মনোহর কৈলাস-বিহারি ॥

নমঃ প্রভু নিরঞ্জন, ভক্তজ্ঞান পরায়ণ,
নমঃ নমঃ নমঃ মহেশ্বর ।

স্বং ব্রহ্মা বরুণোবিষ্ণুর্ধাতা পুত্র্যস্তথৈবচ । স্বং ব্রহ্মা বরুণশ্চাপি কুবেরশ্চ
সুরেশ্বরঃ ॥ ঈশানো নৈঋতশ্চংহি দিনেশ স্বং তথৈবচ । সৌমশ্চ চ স্বরূপোহসি
পরমাব্যক্তকারকঃ ॥ চিদানন্দস্বরূপোহসি নিত্যানন্দকর প্রভো । ভক্তিমুক্তি-
প্রদোহসিহং পরাংপর মহেশ্বর ॥ সংসার-কারণাতীত গুণাতীত গুণাকর । নিগুণ
শুভদ শুভ্র সর্বগ সর্ব ভাবন ॥

সর্বমুর্তিধরঃ শ্রীমান্ সর্বভ্যঃ সর্বজীবনং । নমস্তভ্যং জিতাশেষঃ মৃত্যুঞ্জয়ঃ
সুরেশ্বরঃ ॥ অজ্ঞান-পরমধ্বাস্ত-ধ্বংশনাক্রক-দারুণঃ । পার্বতীকান্ত দেবেশ ত্রিপুরা-
সন্তক শঙ্কর ॥ সমস্তাঘবিধ্বংশিন্ হি ভক্তভ্রাণ-পরায়ণ । নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং
নমস্তভ্যং মহেশ্বর ॥ স্বদর্শনং মহাদেব দেবনামপি দুর্লভম্ । ধন্যোহস্মি কৃত-
কৃত্যোহস্মি ধন্যসত্যোহস্মি সর্বদা । ধন্যো মজ্জনকো দেবো মর্ত্যে । ধন্যো নশ্চাপরঃ ।
যতঃসন্দর্শনানন্দনন্দিতোহস্মি মহেশ্বর ॥ ত্বমেব শরণংমেহত্ব নাথ দেব সুরেশ্বর ।

দেবের ছল্লভ দেব, দেব দেব মহাদেব,
নমঃ নমঃ নমঃ সুরেশ্বর ॥

নমঃ নমঃ নমঃ প্রভু, জগৎ অনন্ত বিভু,
দীনে দয়া কর আগুতোষ ।

আমি হে অধম অতি, নাহি জানি ভক্তি স্তুতি,
কৃপাময় ক্ষম সর্ব দোষ ॥

তোমার দর্শনে আমি, ধন্য হে জগৎ স্বামী,
জননী জনক ধন্য মোর ।

ধন্য হে জনম মম, কে আছে আমার সম,
আমার ভাগ্যের নাহি ওর ॥

বড়ই অজ্ঞান আমি, জ্ঞানাজ্ঞান দিয়া তুমি
কৃপা কর ওহে উমাপতি ।

প্রসন্ন হইয়া মোরে, পার কর ভব ঘোরে,
করি প্রভো অসংখ্য প্রগতি ॥

অষ্টাবক্র বলে শুন, মম দুঃখ বিবরণ,
যদি মোরে প্রসন্ন হইলে ।

যদি প্রভো কৃপা ক'রে, দেখা দিলে এ কি করে
বর দিতে ইচ্ছা প্রকাশিলে ॥

তবে শুন শুন প্রভো, মহাদেব মহাপ্রভো
যবে বাহা হইল ঘটন ।

লক্ষ্মী স্বয়ম্বর স্থলে, অমর সকলে মিলে
কুতূহলে করে আগমন ॥

তথার গেলাম আমি, শুন ওহে অন্তর্যামী
গেল আর লোমশ ব্রাহ্মণ ॥

দেবরাজ পুরন্দর, হইলেন অগ্রসর
লোমশেরে করিল বন্দন ॥

পাণ্ড অর্ষ দিল তারে, মত্ত হয়ে অহঙ্কারে
সভামধ্যে সাক্ষাতে আমার ।

এইরূপে দেবরাজ দিল মোরে বড় লাজ
সেই দেব-সভার মাঝার ॥

সেই দুঃখ হতাশন, জলিতেছে সর্বক্ষণ
দহিতেছে পরাণ আমার ।

মান হত হয় যার, বাঁচি কিবা ফল তার
বরঞ্চ মরণ ভাল তার ॥

সেই হেতু মহেশ্বর, তপ এই স্তূতচর
করি প্রভো তোমার উদ্দেশে ।

ক্ষম মম শত দোষ, দেব দেব আগুতোষ
কপা করি রক্ষ এই দাসে ॥

কর এই বরদান, যাহাতে আমার মান
সর্বাত্রেই নরলোকে করে ।

প্রসন্নো ভব দেবেশ নির্মলজ্ঞানরূপধৃক্ ॥ ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ উবাচ ত্রিপুরা-
স্তকঃ । বরং প্রার্থয় বিপ্রেন্দ্র মন্ত্রোক্তোহসিচ সর্বদা ॥ কারণং ক্রুহি বিপ্রর্থে কিমর্থং
চুশ্চরং তপঃ ॥

অষ্টাবক্র উবাচ--

শৃণু দেব প্রবক্ষ্যামি মম দুঃখনিবেদনং । লক্ষ স্বয়ম্বরে দেব নুনং মানং
মহৎ মম ॥ দেবেন্দ্রো লোমশং বিপ্রমানর্চাদৌ সমাহিতঃ । তদা গৌরবহীনেন
তপস্তপ্তং মহেশ্বর । মাং বিনা মনুজঃ কোপি কাপি মানং নালম্বতে ॥ গৌরবং
ময়ি সংপ্রাপ্তে পশ্চাৎ প্রাপ্স্যন্তি মানবাঃ । অষ্টাবক্রস্য বচনং শ্রুত্বা দেবদ্রিলো-
চনঃ ॥ প্রহসন্ প্রাহ দেবেশঃ সর্ব-পাপ-প্রমোচনঃ । অষ্টাবক্র দ্বিজশ্রেষ্ঠ বাঞ্ছিতং
যদ্বরং শুভম্ । অস্তুর্যমানসংকারঃ সর্বত্রাদৌ মুনীশ্বর । যতপশ্চরিতং ব্রহ্মণ
কোহপি তেপে ন চাপরঃ ॥ সততং ত্বঞ্চ মন্ত্রোক্তোহ্যসৌখ্যেজিয়ভূৎ সদা । কৃত্বা
ত্বন্মামচা গ্রন্যাং মমচাত্র স্থিতির্ভবেৎ ॥

শুনিয়া মহর্ষি ভাষ, হাসিলেন কৃতিবাস
বলিলেন মূহ মূহ স্বরে ॥

শুন ওহে মুনীশ্বর ইষ্টমত লও বর
তুমি মোর ভক্তের প্রধান ।

জিতেন্দ্রিয় তুমি অতি, তুষ্ট আমি তব প্রতি
হ'ক তব অশেষ কল্যাণ ॥

দিলাম তোমারে বর, অত্যাধি চরাচর
তব মান্ত সর্বাগ্রে করিবে ।

অগ্রেতে তোমার পূজা হবে তবে মোর পূজা
তব নামে মোর স্থিতি হবে ॥

শুন শুন মুনিগণ অপূর্ব বারতা ।

ধরা দেবী কেন হন মেদিনী কথিতা ॥

পুরাকালে এই ক্ষেত্র মন্ত্র পীঠ ছিল ।

মধু ও কৈটভ দৈত্য তাহা ধ্বংস কৈল ॥

কালে সেই দৈত্যদ্বয় হইলে নিধন ।

তাহাদের মেদ মাংসে ধরার গঠন ॥

মেদেতে নির্মিতা বলি হইল মেদিনী ।

পুরাণ কথিত বাক্য শুন সব মুনি ॥

ভগবান প্রজাপতি মোরে ভক্তি করি ।

উঠিলেন তাঁর যোগ নিদ্রা পরিহারি
আরম্ভ করেন পরে করিতে সৃজন ।
স্বাবর জন্ম আর যত প্রজাগণ ॥

এইরূপে কল্পে কল্পে দেব প্রজাপতি ।

অত্রস্থলে তপ করে ঘোরতর অতি ॥

সেই তপোবনে তাঁর অধিকার হয় ।

সৃজন করিতে এই প্রজা সমুদয় ॥

আর এক কথা শুন অতি পুরাতন ।

বাসুকী নিখাসে যবে ধরা ভস্ম হন ॥

তখন শক্তির সহ আমি নিরঞ্জন ।

শূলহস্তে বৃষোপরি করি আরোহণ ॥

জগৎ সংহার রূপ করিয়া ধারণ ।

সংহারি সকল জীবে ওহে তপোধন ॥

এইরূপে কল্পে কল্পে জগৎ স্থাপিব ।

পুনরপি কর অস্তে সংহার করিব ॥

অত্যাধি এই তীর্থ মহাতীর্থ হবে ।

সিদ্ধ*পীঠ বলি ইহা চিরখ্যাত রবে ॥

* এইস্থানে ক্রয়ুগলের মধ্যস্থান (মন)
পতিত হওয়ার দেবী মহিষমর্দিনী ; ভৈরব
বক্রনাথ নামে খ্যাত ।

পুরাসীমন্তপীঠোহয়ং কৈটভমধুভ্যাং হতঃ । তয়োশ্চ মেধসা ব্রহ্মান্ মেদিনী
চাত্ৰ নিৰ্মিতা ॥ মামারাধ্য জগৎ-স্বামী নিদ্রয়া পরিমোচিতঃ । স্বয়ম্ভুর্ভগবান্ভূত্বা
সৃষ্টিকক্রে ততোহপরম্ ॥ কল্পে কল্পে বিজ্ঞ-শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকক্রে প্রজাপতিঃ । তপ্তাচাত্ৰ
তপস্তোত্রমধিকারং চকার সঃ ॥ বাসুকেনাসানিশ্বাসাৎ যদাভূর্ভস্মতাং ব্রজেৎ । তদা
নিরঞ্জনশ্চাহং বালয়াচ সহায়বান্ ॥ শূলহস্তো বৃষাকৃৎঃ সর্বসংহাররূপধুক্ । অহ-
মাসঞ্চ স্থাস্তামি কল্পে কল্পে পুনঃ পুনঃ

ইদানীং সিদ্ধপীঠস্থ লোকে খ্যাতোভবিষ্যতি । যঃ কশ্চিৎকুরুতে কৰ্ম
নিয়মস্থো মমাত্মমে । তস্মৈ সিদ্ধির্ভবেদ্বিপ্র স্বল্পকালে ন সংশয়ঃ । প্রভাবমস্মৈ তীর্থস্থ
ন স্তাস্তিস্তি কলৌ জনাঃ । শৈবাশ্চ শিবতত্ত্বজ্ঞা মহাপাশুপতা গণাঃ । কবন্ধা বিঘ্ন-
কর্তারো রক্ষস্তি ক্ষেত্রমুত্তমম্ । ক্ষেত্রপ্রভাবতোমর্ত্যা ন পশ্যন্তি যমালয়ম্ । ইদং
ক্ষেত্রবরং পুণ্যং সর্ববীর্থেষু চোত্তমং । গোপিতং মায়য়া ব্রহ্মান্ ত্বয়াচাপি প্রকাশি-
তম্ মাং দৃষ্ট্বাপুনরাবুত্তিন্ হ্যেব লভতে নরঃ ।

ইতি শ্রীবৈষ্ণবপুরাণে অষ্টাবক্রবরপ্রাপ্তিনামা দ্বিতীয়াঃ অধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

আমার এই স্থানে আসি যেই কোনজন ।
নিয়ম করিয়া যোগ করে আচরণ ॥
অচিরে সে জন সিদ্ধি লভিবে নিশ্চয় ।
ইহাতে সংশয় বিপ্র কভু নাহি হয় ॥
কলির মানবগণ না হইবে জ্ঞাত ।
ইহার প্রভাব আর মহিমা সর্বতঃ ॥
মহাপাশুপত শৈব শিবতত্ত্বদর্শী ।
হ'লেও না হবে জ্ঞাত কলিতে মহর্ষি ॥
রক্ষিবে এক্ষেত্র মম কবন্ধাদিগণ ।
কিছু ঘটাইবে তার দুঃখের্মা যেজন ॥
যেই নর এই ক্ষেত্রে শরীর ত্যজিবে ।

অক্ষর অনন্ত স্বর্গ অবাধে লভিবে ॥
যমলোকে কভু তার হবে না গমন ।
অব্যর্থ আমার বাক্য শুন তপোধন ॥
এই ক্ষেত্র হইবেক সর্বতীর্থ সার ।
পুণ্যদ শুভদ পাপ প্রমোচন আর ॥
এতদিন এই তীর্থ মায়াবৃত ছিল ।
তোমার তপত্যা বলে প্রকটিত হৈল ॥
মোরে যারা অত্রস্থানে করিবে দর্শন ।
কখন না হবে তার পুনরাবর্তন ॥
এইত বেদের বাক্য শুন সর্বজন ।
বিজ্ঞ শ্রীজটীল করে পরারে রচন ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

তৃত্যোধ্যায়ঃ ।

মুনয়ঃ উচুঃ—

ব্রহ্মতীর্থং কিমপরং বিচ্ছতেচ শিবালয়ে । কদাসন্দর্শনে পুণ্যমতীবলভতে নরঃ ॥
আলয়ে তর্থমাস্তে কিংবদ ত্রিভুবনেশ্বর । অগ্ন্যাগারত্রয়াণাঞ্চ মহাত্ম্যাবদ স্তত্রত ॥
তট্টৈশ্বরং দেবদেবশ্চ মহাত্ম্যং যন্তবেৎ পুনঃ । শ্রোতুমিচ্ছামো হে ব্রহ্মান্ পরং
কৌতুহলং পুনঃ ॥

শ্রীব্রহ্মোক্তি—

শৃণুধ্বং মুনিশার্দীলাঃ পুরাণং বেদসম্মতম্ । যশ্চ সংকীৰ্ত্তনাদেব নরোনাশ্রোতি
কিল্বিধম্ ॥ অষ্টকুণ্ডানিসম্ব্যত্ৰ নষ্টোকাচ প্রতিষ্ঠিতা তজ্জলে স্নানমাত্রেণ মুচ্যতে
সর্বপাতকাৎ ॥

একার্ণবে সমুৎপন্নেনষ্টৈশ্বরজঙ্গমে । ভৈরবঃ সংহরন্ সর্বম্ ত্রৈলোক্যং
সচরাচরম্ ॥ জ্বালামালাকুলোদেবো ন শর্ম্য লভতে কচিৎ । মজ্জতঃ সর্বতীর্থেষু
ন শাস্তিজ্বালামালিনঃ ॥ সংহারয়ন্ হি ক্রোধেন তথা ব্রহ্মবধেনচ । তদা বক্রেশ্বরং
ক্ষেত্রং প্রযযৌ দেবসত্তমঃ ॥ কুণ্ডং কৃৎবাতু তত্রৈব ক্ষিপ্ত্বা পাপহরং জলম্ । নিমজ্জ্য
স হি কুণ্ডৈকে শাস্তিং দেহশ্চ কারয়ন্ ॥ তদালেভে মহাশর্ম্য তত্রকুণ্ডে দ্বিজোত্তমঃ ।
ততঃ প্রভৃতি তৎকুণ্ডং ভৈরবাখ্যমভূৎ দ্বিজাঃ । চৈত্রেমাসি সিংহাস্তম্যাসং যতেন্দ্রিয়-
মানসঃ । তশ্চ পানীয়মুক্ত্য জ্ঞানং কুর্ববন্ বিচক্ষণঃ । দৃষ্ট্বা বক্রেশ্বরং দেবং তত্র
ত্রৈলোক্যপূজিতম্ ॥ যমশ্চ সদনং নৈতি পুনঃ পাপী ভয়াবহম্ । বাজপেয়-ফলকাপি
লভতে নাশং সংশয়ঃ ॥

দ্বিজানিল মুনিগণ কৌতুক অন্তরে ।
অপর কি তীর্থ আছে শিব ক্ষেত্রোপরে ॥

কখন অতীব পুণ্য লভে নরগণ ।
আলয়ে কি তীর্থ হয় বলহে ব্রাহ্মণ ॥
অগ্ন্যাগারত্রয়ের মহাত্ম্য দেব বল ।
আর তত্র মহাদেবের মহাত্ম্য সকল ।

এই সব শুনিবারে আশ্রয় সকলে ।

সতত আগ্রহ হই অতি কুতুহলে ॥

তখনই মুনিগণ গৌরবিক ভর ।

হইবেক পাপনাশ বাড়িবে মহতঃ ॥

এই স্থানে অষ্টকুণ্ড * চির বিরাজিত ।
নিকটে নিম্নগা এক হয় প্রবাহিত ॥

* ১। কারকুণ্ড । ২। ভৈরবকুণ্ড । ৩।
অগ্নিকুণ্ড । ৪। নোভাগ্যকুণ্ড । ৫। জীবিত
কুণ্ড । ৬। ব্রহ্মকুণ্ড । ৭। ধ্বজগঙ্গা । ৮।
বৈতরণী । অধুনা এই ক্ষেত্রে সূর্য্যকুণ্ড নামে
আর একটা কুণ্ড দেখিতে পাওয়া যায় ।
পুরাণে তৎসম্বন্ধে কোন উল্লেখ না থাকায়
তদ্বিষয়ে বিশেষ কিছু লেখা গেল না । বোধ
হয়, এই কুণ্ডটী আধুনিক । এই সমস্ত
আধারাবৃত স্থান হইতে নিম্নতই উৎসবানি ও
ধুমোদগত হইতেছে ।

জীবকুণ্ডাখ্যানম্—

জীবনাথ্যং মহৎ কুণ্ডং পুণ্যং সৰ্ববাসনাশনম্ । তন্তু রাজতন্তু বিষয়ে ব্রাহ্মণঃ
সৰ্ব-সংজ্ঞকঃ ॥ যুবা স্বাধ্যায়-সম্পন্নঃ সুশীলঃ সত্যবাক্ বিজঃ । তপোজপপরো
নিভ্রাং দেববিজপ্রপূজকঃ ॥ সদাগ্নি-হোম-নিরতঃ সৰ্বথা তিথিপূজকঃ । তন্তু
ভাৰ্য্যাচারুমতিঃ সুশীলা গুণসংযুতা ॥ তত্ৰ সেবাসু নিরতা ব্রাহ্মণাতিথিপূজনে ।
রূপ-যৌবন-সম্পন্ন। লক্ষ্মীরিব সমাগতা ॥ দম্পতী সুখসংযুক্তৌ তিষ্ঠতঃ সৰ্ব-
দৈবহি । তয়োৰ্বানাস্তি জনকঃ স্বসামাতা সহোদরা । নচাপিবাঙ্কবাঃ কেচিন্ ন বিদ্যন্তে
সুহৃদমাঃ ॥ ন মিত্রাণিচ তিষ্ঠন্তি ন গোত্রাণি তয়োঃ কচিৎ ॥ সদাচারপরৌ ভৌতু
স্বকৰ্মনিরতৌ সদা । তিষ্ঠতঃ সত্বসম্পন্নৌ সৰ্ব্বেথাং প্রিয়কারিণৌ । কদাচিৎ
স গৃহংত্যক্তৌ ব্রাহ্মণঃ সৰ্বসংজ্ঞকঃ ॥ চাক্রমত্যা সমং চক্রে তীর্থযাত্রাং শুভকৰ্ণে ॥

জগদুত্তমৌ গোড়দেশে মিলিতং কাননং মহৎ । ঘোরসত্বসমাকীর্ণং নানাক্রম-
লতায়ুতং ॥ ক্রুরক্রমসমাকীর্ণং পরীগিরিগুহায়ুতং । তত্রৈব বিপিনে দেশে
নির্জনে হিংস্র-সকুলে । বিজং ব্যাপাদয়ামাস ব্যাঘ্রশ্চাক্রমতিং নতু ॥ স্বামিনম্
তদ্বিধং দৃষ্ট্বা ব্রাহ্মণী শোকসকুলা । হাহতোহস্মীতি বিপিনে মূৰ্চ্ছিতা নিপপাত হ ॥
ততঃ পুনরসৌ স্বায়ং স্বায়ং ব্রাহ্মণবল্লভা । চক্রন্দ বিললাপোচ্চৈঃ পতিমুদ্दिष्ट

তার জলে স্নান মাত্রে কলুষ কলাপ ।
দূরে যায়, স্নিগ্ধ হয় মনের সস্তাপ ॥
একাগ্ৰবে মগ্ন যবে সমস্ত জগত ।
স্বাধার জঙ্গম আদি যত চরাচর ।
সেইকালে যাবতীয় ত্রৈলোক্য সংসার ।
করিল ভৈরব দেব কল্লাস্তে সংহার ॥
অনন্তর এইরূপ বিনাশ করিয়া ।
জাগ্রায় অস্থির হ'য়ে অনেক ভ্রমিয়া ॥
ক্রমে ক্রমে সৰ্ব তীর্থে করিয়া গমন ।
বিধৌত করেন অজ্ঞ আর নিমগন ॥
কিন্তু কোন স্থানে তিনি শাস্তি নাহি পান ।
অবশেষে মহাক্ষেত্রে বক্রেশ্বর বান ।
যাইয়া সেখানে সেই ভৈরব প্রচণ্ড ।
নিজ হস্তে ধনিলেন ক্ষুদ্র এক কুণ্ড ॥
করেন নিক্ষেপ তার পাপহরা নীর ।
নিমজ্জন তার মধ্যে আপন শরীর ॥

তদনন্তর শুন সব মহর্ষি মণ্ডল ।
মগ্নমাত্রে নির্বাপন হৈল জ্বালানল ॥
তদবধি ঐ কুণ্ড ভৈরবকুণ্ড নামে ।
প্রতিষ্ঠিত আছে সেই বক্রেশ্বর ধামে ॥
চৈত্রমাসে শুক্লাষ্টমী তিথিতে যেমন ।
শুদ্ধচিত্তে সেই কুণ্ডে করিয়া গমন ॥
যত্নেতে তাহার বারি করি উত্তোলন ।
সর্বাঙ্গ করেন ধৌত আর শিরে লন ॥
তারপরে বিখ্যাতাধ্য দেব বক্রেশ্বরে ।
প্রেম ভক্তি পূর্ণ চিত্তে সন্দর্শন করে ॥
সেজন না যায় কভু যমের সদন ।
যদিও পাপিষ্ঠ সেই অতীব দুর্জন ॥
তদনন্তর বাজপেয় যজ্ঞের যে কল ।
অসন্দেহে প্রাপ্ত হয় না হয় নিফল ॥

জীবকুণ্ডের • বিবরণ—

• এই কুণ্ড সৰ্বদে এইরূপ বিদ্যমান •

কাননে ॥ তস্মাৎ রোদনসংরাগৈঃ দুঃখিতাস্তত্রভূকৃহাঃ । প্রাণিনোরুহুঃ সর্বৈ বেচ
কেচিদ্দানৈচরাঃ । তস্মাৎ ক্রন্দমানায়াং দিবারাত্রঃ দ্বিজোত্তমাঃ ॥ কস্তবঃ লেভিরে
শর্ম্য কদাচিন্নচ তত্রবৈ ।

তদাচারুমতিবালী বাণীং শুশ্রাব খেচরীম্ । বজ্রেশ্বরং বাহিবালে ভর্তৃবৃহি
প্রগৃহ্যত ॥ যদন্তি কুণ্ডত্রিতয়ে পূর্বৈ পাপপ্রমোচনে । বজ্রেশ্বরস্ত পাশ্চাত্যে
ভাগে কুণ্ডে মৃতোস্তবম্ । নিমজ্জ্য চ তত্রাশ্বী জীবন্তুর্ত্রী ভবিষ্যসি ॥ বহুপুত্রা জীব-
বৎসা সর্ববসম্পৎসমম্বিতা । ইত্যাম্চর্যাং বচঃ শ্রুত্বা গৃহীত্বা চাশ্বিমালিকাম্ ॥ যযৌ
বজ্রেশ্বর-ক্ষেত্রং পুণ্যং সর্ববাঘনাশনম্ । তদাচারুমতিঃবালী দৈববাণীং বনে শ্রুত্বা ॥
মজ্জয়ামাস তৎকুণ্ডে ভর্তৃবাহিনী-শোভনাম্ । সতীবালাতীর্থবলান্লেভে জীবং সচ
দ্বিজঃ ॥ সৌন্দর্য্য গুণসম্পন্নঃ কন্দর্পইব চাপরঃ । উন্মমজ্জ তদাকুণ্ডাৎ ব্রাহ্মণঃ
পুণ্যরূপধ্বক্ । তদাচারুমতিবালী বিস্ময়োফুল্ললোচনা । ভর্তারং প্রাপ্য সম্পূজ্য
শিবং সর্ববাঘনাশনম্ ॥ প্রত্যাবৃত্ত্য সতীদেবী যযৌশ্বতবনং পুনঃ ।

ব্রহ্মা বলিলেন শুন শুন মুনিগণ ।
জীবকুণ্ড বিবরণ অপূর্ব কথন ॥
শুনিলে সে সব কথা পাপ নাশ হয় ।
শরীর পবিত্র হয়, পুণ্যের উদয় ॥

আছে যে খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে
জৈনক ধীবর রাজনগরস্থ কোন মুসলমান
রাজকর্তৃক প্রত্যহ জীবিত মৎস্য সংগ্রহপূর্বক
তাঁহাকে প্রদান করিবার জন্ত আদিষ্ট হও-
য়ার সেই ধীবর অত্যন্ত চিন্তাকুল চিন্তে
দেবাদিদেব মহাদেবকে ভক্তি পূর্বক প্রণাম
ও অর্চনা করতঃ, কতকগুলি মৃত মৎস্য এই
কুণ্ডের জলে ধোত করায়, মৎস্যগুলি সজীব
ও টাটকা হইয়া উঠিল । ধীবর তাহাতে
পরম কুতূহল হইয়া রাজার আদেশ বিষয়ে
নিশ্চিন্ত হইল এবং প্রত্যহ ঐরূপ মৃত মৎস্য
এই কুণ্ডে মর্দ্যে নিমগ্ন করিয়া সজীব অবস্থাতেই
রাজাকে প্রদান করিতে লাগিল । রাজা
ধীবরের এই ব্যাপারে আশ্চর্য্য হইয়া সে
কৈশো হইতে এই সকল জীবিত মৎস্য প্রতি

পুরাকালে সর্বনামে জনৈক ব্রাহ্মণ ।
বসতি করিত তত্র বাবৎ জীবন ॥
স্বাধ্যায় সম্পন্ন সেই ব্রাহ্মণতনয় ।
সুশীল সুবোধ আর সর্বজ্ঞানালয় ॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় তপ জগে রত ।
দেব দ্বিজগণে পূজা করিত নিয়ত ॥

দিন সংগ্রহ করে, জিজ্ঞাসা করায় ধীবর
তাঁহার নিকট আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিল ।
রাজা তাহাতে কোতূহলাক্রান্ত হইয়া একটি
মৃত পক্ষীকে ভ্রূমধ্যে নিক্ষেপ করায় এবং
নিজে তদ্বারি স্পর্শ করায়, স্নেহ স্পর্শে ঐ
কুণ্ডের এই সজীবনী-শক্তি লোপ পায় ।

কথিত আছে যে সময়ে এইরূপ ঘটনা
হয়, তৎকালে আকাশ-বাণী দ্বারা লোকে
শ্রুত হইয়াছিল যে, অষ্টাবধি এই বারি স্পর্শে
মৃতসজীবনী ফল লাভ হইবেক না, কিন্তু
মৃতবৎসাদি দোষযুক্তা রমণীগণ এখানে
আসিয়া পবিত্র ও ভক্তি চিন্তে এই কুণ্ডে
মান করিলে দীর্ঘায়ু পুত্র লাভ করিবে ।

মুনয়ঃ উচু—

জীবকুণ্ডস্য মাহাত্ম্যং পুনরাহ মহামতে । কেনানীতঃকুতোজাতঃ কথমস্তাপি
তিষ্ঠতি ॥

শ্রীঅশোক—

যদাচাঙ্গিরসো ভাৰ্ঘ্যাং তারাং জগ্রাহ চন্দ্রমাঃ । তদায়ুদ্ধমভূৎ তত্র সংগ্রামে
তারকাময়ে ॥ শুরোঃ সাহায্যমগমৎ ভগবান্ শশিশেখরঃ । সহিদেবঃ পিতৃস্তুস্তস্য
শিষ্যোহপ্যাসীদ্রথাস্তরে ॥ যোধয়ামাস ভগবান্ বিধূন্ ভূতগণৈঃ সহঃ । ততো
ক্রুদ্ধোপি ভগবান্ শূলং ক্ষিপ্তো নিশাপতো ॥ শূলেনাপি চ বিদ্ধাগ্রঃ তমেব শরণং
যযৌ ॥

যাগযজ্ঞ করিতেন অতিথি সেবন ।
আর আর ধর্মকর্ম ক্ষমতা যেমন ॥
চারুমতী নামা এক সুশীলা সুন্দরী ।
নবীনা যুবতীবালা ছিল তার নারী ॥
সতত ছিলেন তিনি স্বামী-সেবা-রতা ।
ব্রাহ্মণ অতিথি ভক্তা আর পতিব্রতা ॥
অনুপমা রূপা চিরলাবণ্য-সম্পন্ন ।
সর্বোৎকৃষ্ট গুণযুতা নারীকুল ধন্য ॥
শচি-শচিপতি যথা লক্ষ্মী নারায়ণে ।
তরুণ দাম্পত্য প্রেম ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণে ॥
এইরূপে ছিল সেই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী ।
উভয়ের নাহি ছিল জনক জননী ॥
সহোদর সহোদরা বন্ধু কি বান্ধব ।
কিন্তু মিত্র কিবা কোন নিজ গোত্রোদ্ভব ॥
সদা সদাচার পর স্বকর্ম নিরত ।
স্বচ্ছন্দ অবস্থাপন্ন পরহিতে রত ॥
এইরূপে হইজনে তথা বাস করে ।
নিত্য নিত্য সুখালাপে প্রফুল্ল অন্তরে ॥
ভদ্রস্তরে শুন এক অপূর্ব কথন ।
তীর্থযাত্রা করিলেন ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ ॥
হরি হরি ধ্বনি করি চলিতে লাগিল ।
বহু জনপদ ক্রমে পশ্চাতে ফেলিল ॥

ক্রমে তারা গোড় দেশে যখন আসিল ।
নিবিড় বিপিনে এক প্রবেশ করিল ।
অতি ঘোরতর বন অন্ধকারময় ।
চারিদিকে ভ্রমে তথা হিংস্র পশু চয় ॥
নানা জাতি বৃক্ষ শোভে লতিকা বেষ্টিত ।
বহুতর ক্রুরক্রম দেখিতে অদ্ভুত ॥
নানা গিরি গুহা তথা পর্বত কন্দর ।
মাঝে মাঝে ধর স্রোতা বহে নিরন্তর ॥
দেখিয়া সে মহাটবি ভয় উপজিল ।
ভয়াকুল চিত্তে দৌড়ে চলিতে লাগিল ॥
হেন কালে শুন এক অপূর্ব ঘটন ।
ব্যাত্রে ধরি দ্বিজবরে করিল ভক্ষণ ॥
দেখিয়া স্বামীর মৃত্যু চারুমতী নারী ।
হায় হত বিধি বলি কান্দে ভূমে পড়ি ॥
কান্দিতে কান্দিতে বালা মূর্ছাগতা হন ।
কিছুক্ষণ সংজ্ঞা-শূন্য ধরাসনে রণ ॥
পুনরায় সংজ্ঞা লাভে কান্দেন বিস্তর ।
শোকেষ্টে অন্তর তাঁর হৈল জর জর ॥
থাকি থাকি বিনাইয়া কান্দে পতিব্রতা ।
শুনি মহীকহ লতা হইল চুঃখিতা ।
আর আর যত সব বনচরগণ ।
তাহার কন্দন শুনি করিল কন্দন ॥

শিব উবাচ—

বাহি বক্রেধরং তীর্থং সর্বপাপ-প্রণাশনম্ । নচেদন্ত্রেণ হৃদ্বিহাং গুরুভাৰ্য্যাপ-
হারিণম্ ॥ তিত্ত্বতীর্থরং প্রাপ্তশ্চন্দ্রস্তারাপহারকঃ । দশবর্ষসহস্রাণি তপস্তপ্তং হুহু-
শ্চরম্ ॥ মহাপাপাং প্রমুচ্যেত প্রাপ্য কুণ্ডমমৃতমম্ । অমৃতং তত্র নিকিৰ্ণ্য
প্রণম্য শশিশেখরম্ । বধৌ স ভগবাংশ্চন্দ্রজিহ্বিবং স্থানমুত্তমম্ । জীবনাখ্যং ততঃ
কুণ্ডমমৃতখ্যং তথাপরম্ । ভাৰ্য্যাপি হুহুবে পুত্রং হৃদয়ং বুধসংজ্ঞকম্ ॥ নিম্পাপো
ভগবাংশ্চন্দ্রে । গুরুভাৰ্য্যাপ্রমর্দকঃ ।

পাতকৈঃ পরিলিপ্তাশ্চ যেচৈব বালঘাতকাঃ । অপমৃত্যুগতা বে চ মৃতবৎ-
সাস্ত বাঃ জিয়ঃ ॥ সর্বপাপৈঃ বিনিষ্কান্তা স্তত্রনাতা বিজোস্তুমাঃ । তত্শিব জীবকুণ্ডস্ত
তজ্জগৎ পরমামৃতং । মাসেমাসে সিতেপক্ষে বাষ্ঠমীষ্টাদ্যহর্ষয়ঃ । তস্মিন্ তীর্থে
তদুদকমুকুত্যা জীম্ববর্ষণে । তর্পয়েৎ পরমভক্ত্যা জলাঞ্জলিত্রয়েণ হি । বৈয়াত্র
পত্ন্যগোত্রায় সংকৃতিপ্রবরায় চ । অপুত্রায় জলং দত্ত্বাৎ নমোহস্ত জীম্ববর্ষণে ।
মন্ত্ৰেণানেন যে বিপ্রাঃ তর্পরস্তি সমাহিতাঃ । শতবর্ষকৃতং পাপং তৎকৃণাৎ নশ্যন্তি
ক্রবম্ । জীবনাখ্যে কুণ্ডবরে কুশাগ্রৈরপি সেচনম্ । কুৰ্য্যাৎসংযতচিত্তাত্মা নবমালয়-
মাশ্রয়েৎ ।

এইরূপে চাক্রমতী কান্দে দিবানিশি ।
তনিহা না শাস্তি লভে কোন বনবাসী ॥
মুহূর্তেক তরে কেহ হুহু না হইল ।
তাহার শোকেতে সবে শোকাক্ত হইল ।
তদন্তরে গুন এক অপূৰ্ণ কখন ।
দৈববাণী চাক্রবালা করিল শ্রবণ ॥
“বাও বৎস ! স্বামী-অহি লইয়া সখর ।
তীর্থোত্তম মহাতীর্থ ক্ষেত্র বক্রেধর ॥
সেই স্থানে আছে বাছা জলকুণ্ড জয় ।
সেই জলে সর্ব পাপ প্রমোচন হয় ॥
মন্দিরের পশ্চিমাংশে কুণ্ড যে অমৃত ।
তথা নিমজ্জিবে অহি হরে শুকচিত ॥
তাহাতে তোমার স্বামী জীবিত হইবে ।
বহ পুত্র হবে তব সম্পদ বাড়িবে ॥”
অকস্মাৎ তনিহা একদা দৈববাণী ।
অহি লইলেন তার অপকণ্ঠ বানি ॥

তদন্তরে সর্বাধনাশন বক্রেধরে ।
গেলেন সে পতিব্রতা অত্যন্ত সখরে ॥
দৈববাণী মতে তথা অহি নিক্ষেপিল ।
কণমাতে পতি তার জীবিত হইল ॥
সাক্ষাৎ কন্দর্প তুল্য রূপ-গুণ-বৃত্ত ।
পূৰ্ণ দেহে উঠিলেন কহিতে অদ্বুত ॥
তাহা দেখি চাক্রমতি বিম্বিতা হইল ।
পতি সহ শিব কাছে সখরে আসিল ॥
পূজিলেন সেই দেব সর্বাঙ্গ নাশন ।
তদন্তরে গৃহে গেল লইয়া ব্রাহ্মণ ॥
গুন গুন মুনিগণ গুন সর্ব জন ।
বর্ণিব একদা আমি স্বৰূপ কখন ॥
অদীরা নামেতে মুনি ছিল পুরাকালে ।
তার পুত্র বৃহস্পতি শুনেছ সকলে ॥
বৃহস্পতি ভাৰ্য্যা তার বিদিতা সংসারে ।
চক্রিমা বাহাকে লয়ে রতিক্রিয়া করে ॥

পারিকায়ং বরং কুণ্ডং সৰ্বপাপপ্রণাশনম্ । শৃগুক্ষং তস্য মহাত্ম্যং সমস্ত-ভুবি
 চ্ছিন্নতম্ । পুরাকৃত-যুগে বিপ্রাঃ পাদ্যে করে গতে শুভে । নৃসিংহাখ্যে সমুৎপন্নে
 হিরণ্যকশিপুনুপঃ । ত্রক্ষণো বরমাশান্ত মদোন্মত্তঃ বভূব হ । ন গগ্নয়েদিদ্রাজৌ
 ন দেবাস্তুরমানুষান্ । মহারাজর্ষিরাজোহসৌ ত্রৈলোক্যশ্রব্য-দপিতঃ । মহেশ্ব-
 র্যৈব পদবীং জগৃহে দৈত্যপুঞ্জবঃ । কুবেরস্ত নিধীন্ সৰ্বান্ জগৃহে চ পদং তথা ।
 জলাধিপাং কামধেনুং স্বাহাভার্য্যাক পারিকাং । নাগানাং নাধিকারোস্তি নৃপাণাক
 মহাতলে । নৃপাঃসৰ্ব্বৈ সমারান্তি ঘোরং তস্য সহস্রশঃ । চত্বারিংশং সহস্রাণি
 তস্য দিব্যাস্তনা গৃহে ।

সেই হেতু বৃহস্পতি আর নিশাকর ।
 এক স্থানে মিলিলেন করিতে সমর ॥
 গুরুপুত্র সাহায্যার্থে শশাঙ্ক-শেখর ।
 রথে চড়ি আসিলেন করিতে সমর ॥
 ভূতনাথ বেষ্টিত হইয়া ভূতগণে ।
 উপনীত হইলেন সমর প্রাক্ষনে ॥
 চন্দ্ৰিমা তাদের সহ যুদ্ধ আরম্ভিল ।
 ক্রোধে মহাদেব চক্রে শূল নিক্ষেপিল ॥
 শূলে বিদ্ধ হইল চক্রে অস্থির হইল ।
 আসিয়া শিবের পদে স্মরণ লইল ॥
 শিব বলিলেন—বাও তীর্থ বক্রেশ্বর ।
 সৰ্ব পাপ হর ক্ষেত্র পরম সুন্দর ॥
 নতুবা তোমারে আমি অস্ত্রেতে হানিব ।
 গুরু ভাৰ্য্যা চৌর্য্য দোষ প্রতিফল দিব ॥
 আজ্ঞা মীত্রে নিশাপতি গেলেন সমর ।
 সৰ্ব-পাপ-তাপ-হর তীর্থ বক্রেশ্বর ॥
 সেই স্থানে গিয়া তবে দেব নিশাকর ।
 কারল তপস্তা দশ সহস্র বৎসর ॥
 অবশেষে কুণ্ড এক দেখিতে পাইল ।
 অমৃত নিক্ষেপি তাহা পূরণ করিল ॥
 তদন্তরে ভক্তি চিত্তে শঙ্করে বলিয়া ।
 ত্রিদিবে গেলে চক্রে ইষ্ট-সিদ্ধ হৈয়া ॥
 পূর্বে সেই কুণ্ড ছিল জীবাখ্যার খ্যাত ।
 অতীত অমৃতখ্যা হইল কথিত ॥

গুরু ভাৰ্য্যা-প্রমর্দক দেব নিশাকর ।
 তদবধি হইল নিশাপ কলেবর ॥
 তারা দেবী প্রসবিল অপত্য সুন্দর ।
 বৃধ নামে খ্যাত হন সেই পুত্রবর ॥
 অমৃত কুণ্ডের এই বিশদ ব্যাখ্যান ।
 ভক্তি চিত্তে শুনে যেহ হর আশ্রয়ান্ ॥
 জগ হত্যা পাপ আর অপমৃত্যু গত ।
 মৃতবৎসা দোষ আদি পাপ শত শত ॥
 মাঘ মাসে গুরু পক্ষে অষ্টমী বাসরে ।
 এই কুণ্ডে স্থানে সব পাপ মুক্ত করে ॥
 যেই জন এই জলে বিহিত বিধানে ।
 ভীষ্মের তর্পণ করে নিরমল মনে—
 তিন বার জল দেয় অঞ্জলি করিয়া ।
 নিয়োক্ত মন্ত্র বাক্য মুখে উচ্চারিয়া ॥
 “বৈরাগ্য পদ্যগোত্রায় সংকৃতি প্রবরাগচ ।
 অপুত্রায় জলং দদ্যাৎ নমোহস্ত ভীষ্ম বর্শ্মণে ॥
 শত জন্ম কৃত তার পাপ নাশ হর
 অতি দ্রব বৈদবাক্য নাহিক সংশয় ।
 অপরন্ত জীবকুণ্ডে গিয়া যেই জন
 আত্মার সংঘমে করে সলিল সেবন ;
 কুশাগ্রেও যেই জন সিকে সেই বারি,
 কখন না বাবে সেই শমনের পুরী ॥
 আজন্ম অর্জিত তার কলুষের তার ।
 অগ্নি-দাহে তৃণ সম হবে হারবার ॥

দ্বিযোজনপরিমাণং বৈ দৈত্যেশস্য সভাগৃহম্ । স্ববর্ণরচিতা ভূমিঃ বেষ্মনঃ তস্য
সর্বদতঃ । রত্নবৈদূর্য্যরচিতং প্রাচীরং তস্য নির্মাণং । ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃসর্বের দ্বারে
তিষ্ঠন্তি তস্যৈব । গন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরাঃ বক্ষাঃ সিদ্ধা গায়ন্তি তত্রৈব । প্রমো-
চাশ্চ চাম্পরসো লয়মানেন কেবলং । নৃত্যন্তি পুরতন্তস্য নাট্যশাস্ত্রবিশারদাঃ ।
মহীশ্রপরিমাণোহসৌ সর্বলোকভয়ঙ্করঃ । অগ্নিমাদিগুণৈশ্চর্য্যভূষিতঃ সর্ব-
পূজিতঃ । সততং দ্বেষ্টি লক্ষ্মাশং মহেশার্চনতৎপরঃ । ক্রীবিষুয়েব যন্মাশ্রুঃ স
চাস্য পতিরীশ্বরঃ । যত্রৈব বৈষ্ণবঃ লোকে তমেবাপাতয়ন্তথা । ত্রৈলোক্যে নচ
বিষ্ণোর্হি বিদ্যতে শ্রীতিকুং কচিৎ । তস্যাত্মজো মহাশ্রানো প্রহ্লাদো বৈষ্ণবোত্তমঃ ।
বভূব কুপিতো রাজা প্রহ্লাদং বিষ্ণুসেবকং । মুঞ্চ পুত্র হরেনাম ঘোষণং মম
বৈরিণং ।

বক্রেশ আখ্যান এই সুধা হৈতে সুধা ।
এক মনে পান কর দূর যাবে ক্ষুধা ॥
কখন না হবে আর পাপের সঞ্চার ।
দ্বিজ শ্রীজগীল কহে রচিয়া পরার ॥

নিভ্যানন্দ চক্রবর্তী-কুমার এ দাস ।

বীরভূম অস্তঃপাতী কড়িধার বাস ॥

পাবক কুণ্ড বিবরণ—

পাবকাখ্যা উপাখ্যান শুন মুনিগণ ।
সূর্য তীর্থ সার ইহা পাপ প্রমোচন ॥
পুরাকৃত যুগে শুভ পাদ্য কর শেষে ।
নর-সিংহ অবতার শুনেছ বিশেষে ॥
সেই কালে হিরণ্যকসিপু নামে নৃপ ।
বক্ষা হৈতে বর পান করি মহতপ ॥
এইরূপে বর লভি মদোন্মত্ত হয় ।
কিবা দিবা কিবা রাত্রি জানে নীহি রয় ॥
দেবাসুর নাগ কিবা মানব প্রধান ।
সকলের প্রতি তার অশ্রু হের জ্ঞান ॥
রাজরাজেশ্বর তুল্য, ত্রৈলোক্য মণ্ডলে ।
ঐশ্বর্য্যে বসিত করে, রাখে করতলে ॥
মহেন্দ্র সদৃশ পদ গ্রহণ করিল ।
কুবেরের রাজ্যধন সকল হইল ॥

হরিল অগ্নির ভাষ্যা স্বাহা নারী নারী ।
কামধেনু হরিলেক হয়ে বরুণারি ॥
মহীতলে কোন রাজার ক্ষমতা না ছিল ।
সকলের রাজ্য ধন হরণ করিল ॥
সকলেই পরাজয় স্বীকার করিল ।
আসিয়া তাহার দ্বারে দ্বারস্থ হইল ॥
চত্বারিংশ সহস্রেক দিব্যাজনাগণে ।
হরিয়া আনিল দৈত্য আপন ভবনে ॥
আহা কি সুন্দর শোভে সভাগৃহ তার ।
দ্বিযোজন পরিমাণ তাহার বিস্তার ॥
স্ববর্ণ রচিত হর্ম্ম্য বেষ্মনে বেষ্টিত ।
চতুর্দিকে লক্ষ লক্ষ মানিক্য খচিত ॥
বৈদূর্য্যাদি মনি শোভে তাহার প্রাচীরে
ব্রহ্মা আদি দেবগণ রহেস্তার দ্বারে ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর বক্ষ সিদ্ধচারগণ ।
গীত বাদ্য তার দ্বারে করে সর্ব্বজ্ঞ ॥
লয়মানে সুনিপুণা বিশাল নয়না ।
নৃত্যপরা প্রমোচাদি সুন্দরী-ললনা ॥
নিরত আসিয়া সেই দৈত্যের হস্তারে ।
পরিতুষ্ট করে তারে অশেষ প্রকারে ॥
কেহ কেহ গীত ধরে অতি সুললিত ।
হাব ভাবে কেহ কেহ নাচে অবিরত ॥

পঠস্ব রাজনীতিং হং পূজয়স্ব মহেশ্বরং । কুরুষ শত্রুবিদেষমালাপং জহি
শত্রুযু । প্রহ্লাদ স্তম্য বচন মবজ্জায় হরিপ্রিয়ঃ । হরিমেকং স্মরতোব নাকং
জানাতি কখন । ততোদ্রুহতি তং পুত্রং দৈত্যোজ্জঃ সর্বনাশকঃ ॥ সচ দুঃখং
মুহুঃপ্রাপ্য ন জহাতি হরিং যদা । তদা নারায়ণো দেবো ত্রৈলোক্যত্রাণতঃপরঃ ।
নৃসিংহরূপমাহায় জ্বালামালাসমাবৃতঃ । মহাতেজাঃ মহোরস্কঃ কোটিসূর্য্যাসম-
দ্যুতিঃ । তদা প্রদোষসময়ে ভক্তত্রাণপরায়ণঃ । প্রহ্লাদ-ভক্তিং সংগৃহ্ণন্ জীব-
য়ন্ সচরাচরম্ । বিচকর্ত নৈখগাত্রং হিরণ্যকশিপোবর্ষরং । তান্মন্ বিদার্য্যমানেতু
বজ্রাঙ্গে দৈত্যপুঙ্গবে ।

কোন কোন কমলাক্ষী অক্ষি ঘুরাইয়া ।
নৃত্য করি দৈত্য মন লইছে কাড়িয়া ॥
শরীর তাহার ছিল ভূধর সদৃশ ।
লোক মাঝে ভীত হ'ত দেখিয়া ঈদৃশ ॥
অনিমাদি গুণৈশ্বর্য্যে ছিল বিভূষিত ।
নারায়ণ প্রতি দেব সর্বদা করিত ॥
শিবার্চনাপর ছিল বৈষ্ণবে বিদেষ ।
পড়িল বৈষ্ণব চক্ষে হ'ত তার শেষ ।
প্রহ্লাদ তাহার পুত্র বৈষ্ণব-ভূষণ ।
মহাজ্ঞানী বিষ্ণু সেবা কেবল চিন্তন ॥
দেখিয়া আপন পুত্র বিষ্ণু পরায়ণ ।
কুপিত হইয়া পুত্রে বলিল বচন ॥
শুন শুন বাপ ধন প্রহ্লাদ সূজন ।
মম শত্রু হরি নাম করহ বর্জন ।
রাজনীতি শিক্ষা কর পূজ মহেশ্বর ।
মম শত্রু হরি নাম রূদাচ না কর ॥
সদা ঘেব কর তারে সবিশেষ ঘৃণা ।
কখন, তাহার নাম বদনে ব'লোনা ॥
প্রহ্লাদ অবজ্ঞা করি পিতার বচন ।
একটিতে ত্রীহরিকে করিল স্মরণ ॥
তাহাতে জিহ্বাসুপর হ'য়ে দৈত্যেশ্বর ।
নাশা কষ্ট দিল পুত্রে, শুন মণিবর ॥
পুনঃ পুনঃ কষ্ট সহে প্রহ্লাদ স্মৃতি ।
তথাপি না ঘেবে ভুলে হরি নাম প্রীতি ॥

পরে হরি নারায়ণ ত্রৈলোক্যতারণ ।
নরসিংহ রূপ হন ভক্তের কারণ ॥
জ্বালামালা সমাবৃত ভয়াল আকৃতি ।
মহাতেজা মহোরস্ক কোটি সূর্য্যদ্যুতি ॥
ভক্তত্রাণ পরায়ণ হরি দয়াময় ।
আসিলেন ভক্ত কাছে প্রদোষ সময় ॥
জগৎ তারণ হরি ভক্তের নিমিত্ত ।
ক্ষণমাঝে বধিলেন সেই দুষ্ট দৈত্য ॥
নখাঘাতে করি তার হৃদি বিদারণ ।
প্রহ্লাদে সাধুনা দেন দেব নারায়ণ ॥
বজ্রাঙ্গ বিশিষ্ট দৈত্য বিনাশ হইল ।
আকাশেতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি কৈল ॥
ঘরে ঘরে মাঙ্গলিক কৈল আচরণ ।
নিজ নিজ রাজদণ্ড করিল গ্রহণ ॥
মহীতলে নৃপগণ উল্লাস অন্তরে ।
যথা স্থখে প্রজাগণে সুপালন করে ।
জটিল আনন্দে কহে শুন সাধুজন ।
হরিদেবী এইরূপে হইবে নিধন ॥
তদন্তরে বাহা হয় শুন ঐষিগণ ।
ক্রমে ক্রমে বলিতেছি সর্ব বিবরণ ॥
বজ্র অঙ্গ কশিপুকে করিয়া নিধন ।
দেহজ্বালা পাইলেন প্রভু জনার্দন ॥
ভ্রমিলেন জিহ্বন নিবারিতে জ্বালা ।
নিবারিত না হইল অগ্নির হইলা ॥

দেহজালাবিনাশার তদালক্ষীপতিঃ প্রভুঃ । ভ্রমন্ ত্রৈলোক্যমেষানৌ গ্রাপ
বক্রেশ্বরাস্তিকং । তত্র বক্রেশ্বরাস্থা বক্রেশ্বাদেশতো হরিঃ । তৃতীয়ে কুণ্ডকে
তস্মিন্ স্থানাং ততঃ প্রযজিতঃ । তেজঃ স ত্যক্তা দেবেশ পরিতোষ্য মহেশ্বরঃ ।
জগাম কারপয়োধিঃ শয়নায় সুরেশ্বরঃ । তস্য যদ্যাপিতং তেজঃ তদুদচ্যাবুটে
স্থিতং । তৎক্ষেত্রং পুণ্যদং নৃণাং ভক্তিযুক্তিপ্রদায়কং । অষ্টাপিচ নদীতপ্তা
তত্রাস্তে মুনিসন্তমাঃ । স্নানং দানং জপ স্তত্র আনন্দারোপ কল্পতে । ততোহগ্নিকুণ্ড
মেতচ্চ জ্বালাকুণ্ডম্ ইতি শ্রুতম্ ।

তস্মাৎ সন্দর্শনাদেব বিলয়ং যাতি পাতকং । বৈশাখ্যাং পৌর্ণমাস্যাক সংযতাত্মা
জিতেন্দ্রিয়ঃ । তত্রাশ্রয়ঃ প্রকুবীত তৃপ্তির্দশবার্ষিকী । জ্বালাকুণ্ডাৎ সমুদ্বৃত্ত্য
জলং গাত্রে বিসেচয়ন্ । বিমুক্তঃ সর্বপাপেভ্যঃ বিমূলোকং স গচ্ছতি । বহিঃ
সাক্ষাচ্চ তত্রৈব দহতে পাপ সঞ্চয়ম্ । পুষ্পাকৃতঞ্চ দূর্বাকঞ্চ ন দহত্যেব পাবকঃ ।

ইতি শ্রীবক্রেশ্বরপুরাণে ত্রিকুণ্ডমহোদ্যো তৃতীয়োহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

অবশেষে বক্রেশ্বরে হয়ে উপনীত ।
তৃতীর কুণ্ডেতে তথা হন নিযজিত ॥
নিবৃত্ত হইল জ্বালা সেই কুণ্ডজলে ।
তাজিলেন নিজ তেজ শ্রীহরি সেস্থলে ॥
অনন্তর নারায়ণ পূজি মহেশ্বরে ।
শয়ন নিমিত্ত যান কীরোদ সাগরে ॥
তাঁহার নিকট তেজ হয়ে বিস্তারিত ।
কুণ্ডান্তরে বটবৃক্ষে হইল নিহিত ॥
সেইহেতু এই কুণ্ড পুণ্যের আকর ।
ভক্তিযুক্তি প্রদায়ক গুন মুনীশ্বর ॥
এখন তথায় এক উচ্ছতোয়া নদী ।
নিরন্তর বাহিতেছে সেকাল অবধি ॥
সংকল্প করিয়া হেথা বেড়া করে জাম ।
যপ তপ করে আর যথাসাধ্য দান ॥
তাঁহার সংকল্প পূর্ণ অবশ্যে হইবে ॥
অভীপ্সিত ফললাভ অচিরে করিবে ।
তদবধি এই কুণ্ড জ্বালাকুণ্ড নামে ।
সুবিশ্রুত সর্বলোকে বক্রেশ্বর নামে ॥
সে কুণ্ড মর্শনে হয় পুণ্যের সঞ্চয় ।
ধর্মবুদ্ধি হয় আর কলুষ নিচয় ॥

বৈশাখের মাসে প্রাপ্তে তিথি পৌর্ণমাসী ।
সংযতাত্মা জিতেন্দ্রিয় নর যদি আসি ॥
এইকুণ্ডে পিতৃলোকে পিতৃদান করে ।
পিতৃগণ তুষ্ট থাকে বর্ষ বর্ষান্তরে ॥
এই জ্বালাকুণ্ড জল ল'য়ে যেই জন ।
ভক্তিভাবে নিজ গাত্রে করে বিসেচন ॥
সর্বপাপে মুক্তিলাভ করে সে স্মৃতি ।
অন্তঃকালে বিমূলোকে হয় তার গতি ॥
এই কুণ্ড স্থিত বহিঃ নিজরূপ ধরি ।
সর্বপাপ দগ্ধ করে তৃণ হেন করি ॥
কিন্তু বিচিত্রতা এক গুন তপোধন ।
দূর্বাপুষ্পকৃত কুড় না হবে দহন ॥
তৃতীর অধ্যায় অত্র হইল সমাপ্ত ।
ত্রিকুণ্ড মাহাত্ম্যাবলী করি পরিব্যাপ্ত ॥
হরি হরি বল সবে ছেদপূর্ণ করি ।
হরিনাম একমাত্র ভবান্নবে তরী ॥
লইয়া মানব জন্ম যেই জ্ঞানবান ।
হরিনামামৃত শুধু সদা করে পান ॥
ইহজন্মে সেই মর্ত্য স্থখেতে কাটার ।
পরকালে নিশ্চয় সে বৈকুণ্ঠে বার ॥
লওরে আমার মন লও হরিনাম ।
ভক্তিভাবে ভাব মন তাঁরে অবিরাম ॥
অটলবিহারী কহে গুরে দুটমন ।
ভজ সেই নারায়ণে সদা সর্বজন ॥

চতুর্থোধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মকুণ্ডোপাখ্যানম্ ।

ব্রহ্মোবাচ—

অপরং ব্রহ্মকুণ্ডং সর্বপাপপ্রণাশনং ॥ তত্র স্নাত্বা কুশমর্ত্তাঃ সর্বপাপাৎ
প্রমুচ্যতে । পুরা দুহিতরং ব্রহ্মা বিরংস্থঃ কামমোহিতঃ । রুদ্রেণ পরিনিক্ষৌহসৌ
নিগৃহ্যাক্ষগধংধনুঃ । তস্ত পাপপ্রক্ষয়ার্থং বক্রেশ্বরেহগমদ্বিভুঃ । নির্মায় পাবনং
কুণ্ডমগ্নিং প্রজ্জ্বাল্য সর্পিষা । জুহাব ত্র্যম্বকং মন্ত্রং বৎসরাগাঞ্চ বিংশতিং । তত
স্তুষ্টোহি ভগবান্ বরং প্রাদাচ্চ ব্রহ্মণে । ব্যভিচারকৃতং পাপং কার্যিকং বাচিকঞ্চ
যৎ । অত্র সর্বংক্ষয়ং যাতু তবৈচ তপসোবলাৎ । প্রস্থাপ্য কুণ্ডং তত্রৈব ব্রহ্মা
লোক-পিতামহঃ । ব্রহ্মলোকং জগামাসৌ নমস্কৃত্য সুরেশ্বরং । ব্যভিচারকৃতো
দোষো ব্রহ্মকুণ্ডে বিনশ্যতি ।

ইতি চতুর্থোধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

অপর এক কুণ্ড তথা আছে বিদ্যমান ।
ব্রহ্মকুণ্ড বলি তার লোকেতে আখ্যান ॥
এই কুণ্ডে আগমন করিয়া যে জন ।
কুণ্ডের পবিত্র নীরে করে আচমন ।
কুশ অগ্রস্থিত মাত্র অল্প পরিমাণ ॥
তুলিয়া তাহার জল তাহে করে স্নান ।
সর্বপাপে মুক্ত হয় নিশ্চয় সে জন ॥
ইহাতে অস্ত্রধা নাহি বেদের বচন ।
শুন শুন বিগণ হরে এক চিত ।
যেখানে এ কুণ্ড ব্রহ্মকুণ্ড আখ্যায়িত ॥
তাহার দ্বিতান্ত আমি বলিব এখন ।
শুনহে মহর্ষিগণ আর অন্তজন ॥
পুরাকালে একদিন দেব প্রজাপতি ।
মন্ত্রধ-নীড়িত নেত্রে চান্ কল্পাপ্রতি ॥
তাহাতে হইয়া জুড় দেবেশ শরর ।
বাণে বিদ্ধ করিলেন তাঁর কলেবর ॥
সেই পাপক্ষয় হেতু কমল-আসন ।

অচিরে বক্রেশ্ব-ক্রেত্রে করেন গমন ॥
নির্মাইয়া এই কুণ্ড জালি হত্যাশন ।
যত ঢালি ত্র্যম্বক মন্ত্র করিল পঠন ॥
এইরূপে বিংশ বর্ষ রহিলে ব্যাপৃত ।
দেখি শিব তাঁর প্রতি হইলেন প্রীত ॥
বলিলেন শুন ওহে দেব পদ্মাসন ।
তোমার সকল পাপ হউক মোচন ॥
কার্যিক বাচিক আর ব্যভিচার কৃত ।
তব এই তপোবলে হ'ক তিরোহিত ॥
আর তপোবলে তব এই কুণ্ডজল ।
পানে জীব লীভিবেক অমৃতের ফল ॥
স্থাপিয়া সে কুণ্ড তথা লোক পিতামহ ।
নমস্কার করি শিবে পরাভক্তি সহ ॥
গেলেন আপন লোকে নিম্মাপ শরীরে ।
ব্যভিচার-কৃত পাপ সেই কুণ্ডে হরে ।
বক্রেশ্বর তীর্থ কথা পুস্তক আখ্যান ।
জটীল চক্রবর্তী কহে শুনে পুণ্যধান ॥

পঞ্চমোহিধ্যায়ঃ ।

শ্বেতগঙ্গোপাখ্যানম্ ।

শ্রীশ্রীব্রহ্মোবাচ —

আলয়শাস্তিকে বিপ্রা মহেশস্ত বিদূরতঃ । শ্বেতগঙ্গেতি বিখ্যাতা সর্বপাপ
প্রমো চন বক্রেশস্তাভিষেকার্থং সর্বতীর্থ-সমস্থিতা । গঙ্গাসমীপমাগতা যতোহমুঃ
হরবল্লভাঃ । আহুতপ্রলয়ং যাবৎ ন মুক্তি মহেশ্বরং । যত্রাপি শিবসান্নিধ্যং
তত্র গঙ্গা প্রতিষ্ঠিতা । শ্বেতরাজা মহানাসীৎ সত্যবন্তা জিতেন্দ্রিয়ঃ । সত্যসঙ্কো
মহোদারঃ সত্যবাকু দানতৎপরঃ ॥ রাজা কৃতযুগে আসীৎ শিবপাদার্চনে রতঃ
মঙ্গলকোটকং নাম পুরং তস্য প্রতিষ্ঠিতং । নিত্যং বক্রেশমারাধ্য ভুক্তোহসৌ
শ্বেতপার্ধিবঃ । আয়াতি নিত্যং স রাজা পঞ্চযোজনমাত্রকং । পুনরেব গৃহং
যাতি দিনেনৈকেন ভূপতিঃ । তমেবাসৌ বরং প্রাদাৎ বক্রেশো ভক্তবৎসলঃ ।

শুন শুন মুনিগণ অপূর্ব কথন ।
পুরাণ ঘটিত কথা অতি পুরাতন ॥
মন্দির অনতিদূরে যেই কুণ্ডস্থিত ।
শ্বেতগঙ্গা নামে উহা জগতে বিদিত ॥
পবিত্র সলিল তার সর্বপাপ নাশে ।
সর্বতীর্থময়ী গঙ্গা বলি লোকে ভাবে ॥
মহাদেবে অভিব্যেক করণ নিমিত্ত ।
গঙ্গাই এখানে আসি হনু অধিষ্ঠিত ॥
পতিগতা, পতিপ্রাণা পতি প্রিয়তমা ।
কুণ্ডাকারে পতিপার্শ্বে রহে মনোরমা ॥
কথন না হনু পতি সঙ্গ বিবর্জিতা ।
কম্পিত ও নাহি হনু এহান বিচ্যুতা ॥
সত্যযুগে নৃপ এক অতি পুণ্যবান্ ।
শ্বেতনামে খ্যাত তিনি হন সর্বদান ॥
অতিশয় দানশীল ছিল সেই রাজা ।
করিতেন বিধিযতে মহাদেব পূজা ॥

মঙ্গল* কোটিকে তাঁর ছিল রাজধানী ।
তথা হ'তে প্রতিদিন সেই নৃপমণি ॥
বক্রেশ্বরে আসিতেন প্রভাত সময়ে ।
শিবপূজা করিতেন প্রফুল্ল হৃদয়ে ॥
পুনরপি সন্ধ্যাকালে গৃহে প্রত্যর্গত ।
হইতেন সেই রাজা, শুন তপঃব্রত ॥
এইরূপে নিত্য সে ইনুপতি-ভূষণ
রাজধানী হইতে আসি করিত অর্চন ॥
রাজধানী বক্রেশ্বরে বিংশ ক্রোশান্তর ।
তথাপিও আসিতেন সেই নৃপবর ॥
দেখিয়া তাঁহার পূজা অনাদি জীবর ।
সঙ্কট হইয়া তাঁরে দিলেন স্তবর ॥

* এখন এই মঙ্গলকোটক গ্রাম বর্তমান
জেলার অবস্থিত ।

শ্রীশ্রীবক্রেখর মাহাত্ম্য-



শেতগঙ্গা ।



পাপহরা ।

বরঃ—

শত্রুঞ্জয়ী হুরাধর্ষো ব্রহ্মাণ্যো ভব সর্বদা । দেব-দ্বিজ-প্রিয়ং কৃদ্বা ভুজ্য, রাজ্যম-
কণ্টকম্ । অস্ততে বিপুলাকীর্তিরাশুমান্ বলবান্ ভব । সর্বৈশ্বর্য্য-সমায়ুক্তং ভবনং
ভেদন্তু সর্বদা । ইতি বক্রেশ-বচনং শ্রুত্বা শ্বেতনরাধীপঃ । তুষ্টাবো প্রণতো ভূত্বা
ভক্তিযুক্তেন চেতসা ।

—রাজোবাচ—(স্তবঃ)

জয় দেব মহেশান জয় সর্বাঘনাশন । গুণাভীত ভবাভীত নমন্তে পরমেশ্বর ।
জয়তস্ত জগন্নাথ জগদ্ধাম পর জ্ঞাতা । নমন্তে বিবুধাবাস সংসারার্ণব-তারক ।
কারণাভীতমব্যক্তং নিগুণং পরং শুভং । স্তোমি শত্ৰুং জগদ্বীজং পরমাত্মনি
সংস্থিতং । কূটস্থং নিশ্চলং শাস্ত্রং জগদাধার জীবনং । সর্বজ্ঞং সর্বগং দেবং সর্বৈ-
শ্বর্যমনাময়ম্ । বিভুং শ্রিয়ং বৈষ্ণবঞ্চ কুন্দেন্দু-সদৃশ-প্রভং । মহাকায়ং মহোরস্কং
নম্যামি জগদীশ্বরং ।

বর—

শত্রুঞ্জয়ী হও নৃপ ব্রহ্মে হোক্ মতি ।
দেবদ্বিজ প্রিয়কার্য্য কর নরপতি ॥
হুরাধর্ষ হও তুমি হও কীর্ত্তিমান্ ।
নিফণ্টকে রাজ্য কর হ'য়ে আশুমান্ ॥
হউক প্রভূত বল ওহে নৃপমণি ।
সর্বৈশ্বর্য্যশালী হরে শাসহ ধরনী ॥
শুনি নরাধীপ সেই আশীষ বচন ।
তুষ্ট হ'য়ে মহেশ্বরে করেন স্তবন ॥
স্তব—

জয় জয় মহেশ্বর সর্বাঘ নাশন ।
গুণাভীত ভবাভীত পতিত পাবন ॥
জয় জয় জগন্নাথ জগদ্ধাম সার ।
প্রণাম তোমায় প্রভু অসংখ্য আমার ॥
তুমি হে কারণাভীত শুভদ পরম ।
নমঃ হে বিবুধ-বাস রক্ষ এ অধম ॥
অব্যক্ত নিগুণ শত্ৰু জগতের বীজ ।
পরম আত্মনি স্থিত যোগাশ্রিত দ্বিজ ॥
কূটস্থ, নিশ্চল, শাস্ত্র জগত জীবন ।
সর্বজ্ঞ সর্বগ, তুমি সংসার পুঙ্কন ॥

সর্বৈশ্বর্য্য অনাময় পরম বৈষ্ণব ।
তুমি বিভু, তুমি হে শ্রী, ভবানীর ভব ॥
কুন্দেন্দু সদৃশ তব শরীরের প্রভা ।
মহাকায়, মহোরস্ক রূপ মনোমোহা ॥
তুমি বিভাবেষ্ট প্রভো নির্লেপ নিগুণ ।
পরম অব্যয় তুমি জগত রঞ্জন ॥
দেব দেব মহেশ্বর আমি মূঢ়মতি ।
দয়া কর দয়াময় চরণে প্রণতি ॥
তুমি হে ত্রিশূলী ব্যাল-ভূষিত বিগ্রহ ।
তব কৃপা বাঞ্ছা প্রভো করি অহরহ ॥
নমস্কার হে পিনাক্ খট্টাক্স ধর ।
নমঃ নমঃ ভববীজ দাসে দয়া কর ॥
নমঃ নমঃ ভগবান ত্রিপুராষ্টকারী ।
কোটি কোটি নমস্কার তব পদে করি
নমঃ হে পার্শ্বতী পতি পুনঃ নমস্কার ।
নমঃ তব পাদপদ্মে অসংখ্য আমার ॥
সহস্র গুণ পল্লবধর মহেশ্বর ।
দয়াময় দীনে দয়া করহে শঙ্কর ॥
রাজার স্তবেতে তুষ্ট হয়ে মহেশ্বর ।
হাসি হাসি বলিলেন ওহে নৃপবর ॥

বিজ্ঞানবোধ্যং নিগূর্ণকং নিলেপং পরমাব্যয়ং । নমামি দেবদেবেশং মহেশ্বরং
 কগৎপ্রিয়ং । গিনাক-শূলখট্টাকব্যালভূষিতবিগ্রহং । নমামি ভববীজকং সহস্রগুণ
 পল্লবং । নমস্তে ভগবন্দেব নমস্তে ত্রিপুরাস্তক । পার্শ্বতীশ নমস্তেস্ত পুনস্তভ্যং
 নমোনমঃ । ততো প্রসম্মো ভগবান্ প্রহসন্ পরমেশ্বরঃ । উবাচ তংতপঃশ্রেষ্ঠং
 দৃঢ়ভক্তিং জিতেন্দ্রিয়ং । বরং বরয় রাজেন্দ্র যত্তে মনসি বর্ততে । তদেব তে
 প্রযচ্ছামি সত্যং সত্যং বদাম্যহং ।

যদিতেহুগ্রহোদেব ময়িভূতোহস্তিতে প্রভো । প্রদদস্ব তদা মহং বোবরো
 কিকরায় বৈ । সমীপে তব দেবেশ ক্ষেত্রেস্মিন্ ভক্তিমুক্তিদে । সংভবিষ্যতি
 মমাম প্রথমং সুরসন্তম । তব সান্নিধ্যমন্ত্রেচ দেহিমে ত্রিপুরাস্তক । ইতিশ্রদ্ধা
 মহাদেব উবাচ নৃপসন্তমং ।

শিবোবাচ—

তুমি বড় ভক্ত মম, জিতেন্দ্রিয় জন ।
 সেই বর চাহ তুমি যাহা লয় মন ॥
 নিশ্চয় বাসনা আমি পূরাব তোমার ।
 এই আমি সত্য সত্য করি অঙ্গীকার ॥
 রাজা—

যদি প্রভো অহুগ্রহ হইল আমারে ।
 ছই বর দিতে আজ্ঞা হয় এ কিকরে ॥
 এক বরে যেন এই ক্ষেত্রটি আমার ॥
 মোর নাম অগ্রে ধরি হয় হে প্রচার ।
 এই দয়া হ'ক মোরে তব হে বরদ ।
 এই ক্ষেত্র হয় যেন ভক্তিমুক্তি প্রদ ॥
 অল্প বরে যেন প্রভো ত্রিপুরাস্তকারী ।
 অন্তঃকালে পাই তব শ্রীচরণ তরি ॥
 শুনিয়া রাজার থাক্য দেব সুরেশ্বর ।
 তুষ্ট হ'রে বলিলেন শুন নৃপবর ॥
 শিব বলিলেন নৃপ ধন্য হে তোমার ।
 নিলেভী হইয়া তুমি প্রার্থিলে আমার ॥
 শুন যেত মহারাজ এই কুণ্ডবর ।
 নানা তীর্থে সমধিতা হবে নিরস্তর ॥
 কুরাবে আমাকে স্নান নিত্য এই হানে ।
 সুবিবে অনন্ত কীর্তি তোমার মরণে ।

এই গঙ্গা, ভোগবতী পাতালেতে কহে ।
 চতুর্ধা, সপ্তধা, তথা সহস্রধা বহে ॥
 পৃথিবীতে যত তীর্থ আছে ও পাতালে ।
 সর্বতীর্থ বারি নিত্য পড়ে এই জলে ॥
 গঙ্গা সম তীর্থ নাই পৃথিবী ভিতরে ।
 কেশব সমান দেব না হয় অপরে ॥
 বক্রেশ সমান লিঙ্গ কোথায় না হয় ।
 জাহ্নবী সমান স্রোত কুত্রাপি না বয় ॥
 দশকোটি উপনদী হইয়া বাহিত ।
 সপ্তকোটি নদী জলে হতেছে পতিত ॥
 সেই সপ্তকোটি নদী দিন দিন আসি ।
 পড়িয়া গঙ্গার জলে হয় মিশামিশি ।
 সেই গঙ্গা থাকিবেক সমীপে আমার ।
 তোমার সুবশঃ রাজ, করিবে প্রচার ॥

বৈশাখ মাসের শুক্ল তিথি সপ্তমীতে,
 পুরাকালে জহু নামে তাপস প্রধান,
 পরিপূর্ণ হইলেন আপনি ক্রোধেতে,
 জাহ্নবীর জলরাশি করিলেন পান । ১
 পুনঃ ত্যজিলেন তার দক্ষিণ কর্ণ দিয়া,
 প্রবেশিল গঙ্গাদেবী পৃথিবী মণ্ডলে,
 ভারতের বহু দেশ ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া,
 নামিলেন বহু মুখে জহ্নাধির জলে । ২

ধন্যঃ স্বং নৃপতিশ্রেষ্ঠ বস্মান্তে মতিরীদৃশী । ন লোভঃ প্রযবৌ বস্মাৎ বরংনাভৎ
প্রযচ্ছসি । শৃণু শ্বেত মহারাজ, মৎসমোপেতু জাহ্নবী । নানাতীর্থেন সংপ্রাপ্তা
স্থানায় মম নিত্যশঃ । পাতালস্থাপি বা গঙ্গা নান্না ভোগবতী শুভা । চতুর্থা
সপ্তধা গঙ্গা তথাটৈব সহস্রধা । পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি পাতালেটৈব যানিচ । তানি
তীর্থানি রাজেন্দ্র গঙ্গামায়াস্তি নিত্যশঃ ।

নাস্তি গঙ্গাসমংতীর্থং ন দেবঃ কেশবাৎ পরঃ । ন যত্রেশসমং লিঙ্গং ন দেবী
জাহ্নবী পরা । সপ্তকোটিনদীনাং বৈ নদীনাং দশকোটয়ঃ । গঙ্গায়াং স্নাতুমায়াস্তি
স গঙ্গা মম সন্নিধৌ । বৈশাখে শুক্লসপ্তম্যাং জাহ্নবী জহ্নুনাপুরা । ক্রোধাৎ
পীত্বা পুনস্ত্যক্তা কর্ণরক্তাতু দক্ষিণাৎ । তাং তত্র পূজয়েদেবীং গঙ্গাং গগনমেখলাং ।
গঙ্গাং সংপ্রাপ্য যো ধীমান্ মুণ্ডনং নৈবকারয়েৎ । স কোটিকুলসংযুক্ত আকল্পং
রৌরবং বসেৎ ।

গঙ্গাং প্রাপ্য সরিৎশ্রেষ্ঠাং কল্পান্তে পাপরাশয়ঃ । কেশানাজিত্য তিষ্ঠন্তি
তস্মাৎ তান্ পরিবর্জয়েৎ । কেশানাং যাবতী সংখ্যাচ্ছিন্নানাং জাহ্নবী জলে ।

এই গঙ্গা তীরে গিয়া যেই বুদ্ধিমান,
মস্তকের কেশ পাশ না করে মুণ্ডন,
আকল্প রৌরবে তার হইবেক স্থান,
শতকোটি কুল সহ, শুন হে রাজন্ । ৩
কল্প অন্তে, পাপরাশি গঙ্গার নামিলে,
আত্মাকে ত্যজিয়া কৈশে কর অবস্থান,
ঐ কেশ যত্নসহ গঙ্গায় ফেলিলে,
স্বর্গবাস করে নর কেশ সংখ্যা মান । ৪
নখ লোম যতদিন গঙ্গাজলে থাকে,
ততদিন স্বর্গে বাস করিবে নিশ্চয়,
যমে স্পর্শ কখনই না করিবে তাকে,
বেদের লিখিত বাক্য ব্যর্থ কভু নয় । ৫
যতদিন লোমরাজি পড়ি গঙ্গাজলে,
বায়ুতরে ইতস্ততঃ বিচলিত হয়,
ততদিন নর তার সেই পুণ্য ফলে,
অনন্ত স্বর্গেতে বাস করিবে নিশ্চয় । ৬
যেই জন ভক্তিভাবে গঙ্গাতীরে গিয়া,
বিধিমাতে করিবেক পিতার তর্পণ,

গঙ্গার পবিজ বারি হস্তেতে লইয়া,
বহু বর্ষ ব্যাপী তৃপ্ত হবে পিতৃগণ । ৭
আরো এই গঙ্গাতীরে ওহে দ্বিজোত্তম,
আসিয়া পিতার শ্রাদ্ধ করে যেই জন,
পিতৃগণ স্বর্গে তার দেবগণ সম,
প্রসন্ন থাকিবে সদা, লক্ষক বৎসর । ৮
সহস্র যোজন দূরে থাকি যেই জন,
গঙ্গা গঙ্গা বলি প্রাণ ত্যজে অস্তুঃকালে,
হৃদয়ী হ'লে ও তার হইবে গমন,
অনন্ত অক্ষয় স্বর্গে, সেই পুণ্যফলে । ৯
গঙ্গাতীরে আসি যোবা সংযত হইয়া,
পিতৃ পিতামহগণে পিতৃ দান করে,
পিতৃগণ লভে তৃপ্তি অব্যয়া অক্ষয়া,
শতবর্ষ পরিমাণে স্বর্গের উপরে । ১০
অথ হ'তে শ্বেতরাজ নাম অমুসারে,
শ্বেত নামে এই কুণ্ড হ'বে বিদ্যমান,
স্থখী হবে ওহে নৃপ যাবৎ সংসারে,
অন্তে শিবলোক যাবে মম সন্নিধান । ১১

তাবর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে । যাবন্তি নখলোমানি বায়ুনা প্রেরিতানিচ ।
শতন্তি জাহ্নবীতোয়ে নরাণাং পুণ্যকর্মাণাং । তাবর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে
মহীয়তে । গঙ্গায়াঃ উদকৈর্যন্ত কুরুতে পিতৃতর্পণং । পিতরন্তস্ত তৃপ্যন্ত বর্ষ-
কোটিশতাবধি । গঙ্গায়াঃ কুরুতে যন্ত পিতৃশ্রাদ্ধং নৃপোত্তম । পিতরন্তস্ত সন্তুষ্ঠাঃ
তিষ্ঠন্তি ত্রিদশালয়ে । যোজনানাং সহস্রৈশ গঙ্গাং যঃ স্মরতে নরঃ । অপি দুষ্কৃতি-
কর্মাণো লভন্তে পরমাং গতিং ।

অত্র পিণ্ডং প্রযচ্ছেৎ যঃ পিতৃভ্যো যতমানসঃ । তদাক্ষয়া ভবেৎতৃপ্তিঃ পিতৃণাং
শতবার্ষিকী । অছারভ্য ভবেন্নাস্না শ্বেতগন্ধেতি বিপ্রতা । ত্রিলোকেহস্মিন্
সুবিখ্যাতা ভবেৎ নৃপতি সত্তমঃ । অন্তকালে মম পদং প্রযচ্ছামি ন সংশয়ঃ । তব
ষে চরিতং মর্ত্যাঃ শ্রোয়ন্তি ভুবিদুর্লভং । ত্বৎকৃতং পরমং স্তোত্রং পঠিষ্যন্তি চ
যে নরাঃ । স্বর্গভাজো ভবিষ্যন্তি ন যান্তি যমালয়ং । শ্বেতগঙ্গাজলে স্নাত্বা
মৎসমীপেচ যে নরাঃ । পিণ্ডং দাস্ত্যন্তি, তেষাং বৈ গয়াশ্রাদ্ধসং ভবেৎ ।
অপুত্রো লভতে পুত্রং শ্রাদ্ধকর্তা যথার্থতঃ । আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্যম্ লভতে নাত্র
সংশয়ঃ

যেই তব এই সব পবিত্র চরিত,
তুন ওহে নরনাথ, আমার বচন
তুনিবেক ভক্তি সহ হয়ে অবহিত
কখন না যাবে সেই যমের ভবন । ১২
আর যেবা স্তবস্তোত্র করিবে পাঠন,
সকলের প্রিয় হবে এ মহা মণ্ডলে,
যাইতে হবে না তারে যমের সদন,
পাইবে অনন্ত স্বর্গ সে জন মরিলে । ১৩
শ্বেতগঙ্গা জলে স্নান করি যেই জন,
আমার সমীপে পিণ্ড প্রদান করিবে,
তার পিণ্ড হইবেক গয়ার সমান,
অপুত্রক হ'লে পুত্র অচিরে লভিবে । ১৪
বুঝি হবে আয়ু তার নীরোগে থাকিবে,
ঐশ্বর্য বাড়িবে নিত্য শ্বেতগঙ্গা স্নানে,
গয়াশ্রাদ্ধ সম কল নিশ্চয় পাইবে,
ভক্তিভাবে শ্রাদ্ধ দিলে মম সন্নিধানে । ১৫
মাঘ মাসে সেই স্থানে করিবে যে স্নান
সর্ব পাপ নশ তার অচিরে হইবে ।

আর যেবা করিবেক সপিণ্ড প্রদান
গ্রহণের পিণ্ড সম কল সে লভিবে । ১৬ ।
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণেতে তথা যে মানব,
ভক্তিচিত্তে পুতনীয়ে করিবেক স্নান,
সঙ্গে সঙ্গে হবে তার পাপের লাঘব ;
পাইবে অস্ত্রোতে সেই মহেঞ্জের স্থান । ১৭ ।
শ্বেত মাধব নামে এক প্রতিমা তথায়,
সমভাবে চিরদিন আছে বিজ্ঞমান,
আর এক বটবৃক্ষ নামেতে অক্ষয়,
জন্মিয়াছে সেই স্থানে বড়ই মহান । ১৮ ।
নীলাদ্রি, প্রয়াগ, গয়া, আর তত্রস্থিত,
একমাত্র বটবৃক্ষ অক্ষয় অমর,
এক মূল চারি স্থানে করি বিস্তারিত,
চিরকাল আছে তথা, তুন ঈশ্বর । ১৯ ।
বিচারে কি আবশ্যক সে কথা লইয়া,
পুরাকালে শবরের জটা হ'তে জাত,
হয় এই তরুণের তুন মন দিয়া,
কর নাই বলি তাহা অক্ষয় কথিত । ২০ ।

পিণ্ডদানেন যৎপুণ্যং গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ । মাহেশ্বরবিরজৈচৈব গজায়িত্ব
পুঙ্করে তথা । পিণ্ডদানেন যৎপুণ্যং তদেব মম সন্নিধৌ । মাঘে মাসি কুন্তলানং
তত্র সৰ্ব্বাঘনাশনং । চন্দ্রসূর্য্যগ্রহেচৈব যঃ স্মারান্তত্ৰ মানবঃ । মাহেশ্বরপদমা-
প্তোত্তি স্মানমাত্রেণ ভক্তিভঃ । শ্বেতমাধবগজায়াঃ প্রতিমাতত্ৰ বিদ্যতে । বটস্তত্ৰ
মহানাসীমাক্ষাক্ষয়া ইতীরিতঃ । নীলাচলে প্রয়াগেচ গয়াবক্রেশ্বরস্থলে । একমূলো
বটোজ্জৈয়ঃ নাত্ৰ কার্য্যবিচারণা পুরাশিবজটাত্যস্ত বটোজাতঃ বিজ্ঞোক্তমাঃ । ন
জাতোহপি ক্ষয়ঃ স্মাৎ তস্মাদক্ষয় ইরিতঃ ।

কল্পে কল্পে বটস্তাপি পত্রে শেতে নিরঞ্জনঃ । ব্যালোভূত্বা হরিশ্চাত্ৰ সৰ্ব্বান্
সংগ্রাস্ত যোগবিৎ । বস্ত্ৰ মূলে বসেৎ ত্রক্ষা মধ্যে বিষ্ণুর্জগন্ময়ঃ । শিখায়াম্ভু
মহারুদ্রঃ স বটঃ কৈন পূজ্যতে । বেদাচ্ছন্দাংসি পত্রেচ ঋষয়ঃ ফলমাত্রিতাঃ ।
গাবশ্চ পিতরঃ দেবাঃ সূর্য্যচন্দ্রমসৌ ত্ৰিচি । সৰ্ব্বাঙ্গে রমতে ব্যালাঃ বটস্তত্ৰ
শিবস্তমুঃ । যানি পাপানি মুনয়ো ত্রক্ষহত্যাডিকানিচ । তানি সৰ্ব্বানি নশ্যন্তি
বটরাজে করার্পণাৎ ।

কল্পে কল্পেভগবান দেব নিরঞ্জন ।
অস্তকালে সৰ্ব্ব সৃষ্টি সংহার করিয়া
ব্যালরূপে তার পত্রে করিয়া শরন,
বিশ্রাম করেন হরি, কাতর হইয়া । ২১ ।
মূলদেশে ত্রক্ষা, বিষ্ণু মধ্যে জগন্ময়,
সেই বৃক্ষে অবস্থান করেন সতত ।
মহারুদ্র বাস করে তাহার শাখায়,
কেবা না পূজিবে বটে ? বল, বিধিমত । ২২
পত্রে বেদছন্দগণ, ফলে মুনিগণ,
গো আদি পশু আর, পিতৃগণ সব ;
চন্দ্র সূর্য্য ত্ৰকে বাস করে সৰ্ব্বক্ষণ
অভ্রভেদী বৃক্ষ সেই বিশাল কাণ্ডব । ২৩ ।
সৰ্ব্ব অঙ্গে বাস তার করে নাগগণ,
এইরূপে সেই বট শিব তমু ধারী,
কল্পের আরম্ভ হ'তে আছে বিজ্ঞমান,
চতুর্দিকে শিবগুণ বিকীরণ করি । ২৪ ।
শুন শুন মুনিগণ হয়ে একমন,
ত্রক্ষহত্যা আদি যত পাপ ছর্নিবার,
এই বটরাজে কর করিলে অর্পণ,
নষ্ট হইবে অবিলম্বে বিধা নাই তার । ২৫ ।

সেই বট বৃক্ষ মূল গিয়াছে পাতালে,
ভেদিয়াছে সপ্ত তল শিখর বাহার,
ব্যাপিয়া অনন্ত কাল আছে এই স্থলে,
চরণে প্রণাম তার শতেক আমার । ২৬ ।
নমঃ নমঃ শিবরূপধারী বৃক্ষে নমঃ ।
সৰ্ব্ব প্রাণি নিশ্চয় মহাদেবে নমঃ ।
নমঃ দেব সৰ্ব্ব লোক-পরিব্রাজ-কারী ।
নমঃ নমঃ মহেশ্বর পাতক সংহারী ।
নমঃ দেব-রূপধারী স্মহান্ বৃক্ষ ।
নমঃ নমঃ সৰ্প-শায়ি, মোরে প্রভু বৃক্ষ ।
মহাকল্প প্রলয়েতে সৰ্ব্বেশ্বর হরি ।
বিশ্রাম লভেন সেই বৃক্ষ শত্রোপরি ।
প্রলয়ান্তে পুনরায় এই চরাচর,
সৃষ্টি করিলেন সেই দেব সুরেশ্বর ।
কোন কল্পে ক্ষয় নাহি সেই বৃক্ষ হয় ।
সেই হেতু কল্প-বৃক্ষ নাম তার রয় ।
কল্প বৃক্ষ ভলে যেবা স্মরণে মাধবে
আসিয়া দর্শন করে হৃৎ ভক্তি ভাবে ।

যশস্ব মূলং শিলামূলে সপ্তপাতালভেদকঃ । বটায়চ নমস্তস্মৈ অক্ষরায় মহা-
 স্মানে । ক্ষরায় লোক-সংঘানাং শিবরূপধূজে নমঃ । নমস্তে বহুশাখায়, নমস্তে
 বহুরূপিণে । লোকানুগ্রহকর্ত্রেচ পাপসংহারিণে নমঃ । বটায় দেবরূপায়
 নমস্তে সর্পশায়িনে । প্রলয়েচ মহাকলে শেতে বটদলে হরিঃ । তদন্তে সৃষ্টি-
 মাধন্তে স-দেবঃ সচরাচরম্ ॥ নাস্তি কলে ক্ষয়ং বস্মাৎ কলবৃক্ষ ইতি স্মৃতঃ ॥

কল-বৃক্ষসমীপেচ মাধবং যে নরোত্তমাঃ । প্রপশ্যন্তি সুরশ্রেষ্ঠাঃ তেষাং মুক্তিঃ
 করে স্থিতা । বটেশং তত্র সম্পূজ্য স্তম্বানেন স্তবেনচ । সর্বপাপবিনির্মুক্তো
 গচ্ছেৎ শৈবপদং হি সঃ । নিরপত্যাচ বা নারী, যুতবৎসা চ বা কলৌ । বট-
 মালিন্য বধীত শ্লোষ্ট্রং তত্রৈব রজ্জুনা । যথাভিলষিতং ক্রান্তে তথা লেভে ততো
 নরঃ । দৃষ্ট্বা শ্রীমাধবং দেবং বটমালিন্য তত্র বৈ । অপুত্রো লভতে পুত্রং,
 বক্ষ্যা চাপি প্রসূরতে । তত্র দৃষ্ট্বা বটং মর্ত্তো দেবং শ্রীমাধবং তথা ॥

বটবৃক্ষ-মহাত্ম্যো পঞ্চমোহধ্যায়ঃ সম্পূর্ণঃ—

মুক্তি সেই নরোত্তম পায় নিজ করে,
 গর্ভের যাতনা পুনঃ ভোগ নাহি করে ।
 সেই স্থানে গিয়া যেবা করি স্তব স্তুতি,
 বটবৃক্ষে পূজা করে করিয়া ভকতি,
 সর্বপাপ বিনির্মুক্ত সেই জন হয়,
 অন্তে শিবলোকে গতি হয় যে নিশ্চয় ।
 যেই নারী যুতবৎসা কিংবা পুত্রহীন,
 যদি সেই বট বৃক্ষে করে প্রদক্ষিণ ।
 রজ্জু দিয়া বান্ধে লোষ্ট্রে সেই বৃক্ষ ডালে,
 বাঁধা মত ফল সেই পায় তার ফলে ।
 মাধবে দর্শন করে, বৃক্ষে আলিঙ্গন,
 অপুত্রকা কিংবা বক্ষ্যা হলে ও সেজন ।
 অচিরে করয়ে পুত্র মুখাবলোকন,
 নাহিক সংশয় ইথে শিবের বচন ।
 সেই বট বৃক্ষ আর তথা শ্রীমাধবে,
 যেই জন ভক্তিভাবে দর্শন করিবে ।
 আর খেত গঙ্গা জলে করিবেক স্নান,
 কখন না বাবে সেই ধম বিস্তমান ।

হরি হরি বল ভাই হরি কর সার,
 হরি নাম বিনে জীবের গতি নাই আর ।
 হরি যপ, হরি শ্রয়, হরি কর ধ্যান,
 জগতে আর কিছু নাই নামের সমান ।
 ঐ দেধ রবি-স্মৃত কেশেতে ধরেছে,
 শ্রী পুত্র পরিবার সকলের কাছে ।
 কারসাধ্য নাই তারে দূরেতে খেদার,
 হরি নাম শুনি বেটা আপনি পলদয় ।
 অতএব বল ভাই হরি হরি বল,
 এই নাম হবে তব পথের সম্বল ।
 কেহ নাহি কাড়ি লবে এধন তোমার,
 “বিষয় আশ্রয়” ছাড় আমার আমার ।
 এ সকল কিছু নয় মাত্রা মাত্র ভান,
 সময় পাইলে তারা কাড়ি লয় প্রাণ ।
 জটিল কহিছে শুন ওরে ভাই মন ।
 হরি হরি বল দিন গেল অকারণ ॥

ষষ্ঠোঃ অধ্যায়ঃ ।

শাল্মলী তরুরেবাস্তি তত্র বক্রেশ্বরাস্তিকে । যুগকোটিপ্রমাণেন স চ ভৈরব-
রূপ-ধৃক্ । তত্র শাল্মলী বৃক্ষস্থং পূজয়েদ্দেব-ভৈরবং । দিগম্বরং জবাবর্ণং জন্মামরণ-
বর্জিতং । চাক্ৰচন্দ্রং জটাজুটং ভৈরবং তং নমাম্যহং । দকর্ষীকরণশুভ্রপ্রোতং
কিকিণিমেষলাঘিতং । স্বর্ণপিঙ্গজটাতারং ভৈরবং তং নমাম্যহং । ইতি মন্ত্র-
দ্বয়েনাপি সম্পূজ্য ভৈরবং প্রভুং । শাল্মলীঞ্চ নমস্কৃত্য ন পশ্যেৎ যমমন্দিরং ।
তত্র পূর্বং তপস্তপে পার্বতী হর-নন্দতা ।

মুনয় উচুঃ—কথং সা পার্বতী তত্র তপস্তপে স্তুতশ্চরং । তৎসর্বং নিগদ ব্রহ্মান্
পরং কৌতুহলং হি নঃ ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

শুন' শুন মুনিগণ করি অবধান,
বৃহৎ শাল্মলী * এক রহে সেই স্থান,
যুগকোটি বর্ষ হৈতে এই ক্রমরাজ,
শিবরূপ ধরি তত্র কবিছে বিরাজ ।
তত্রস্থ শিংশপামধ্যে ভৈরবে যে জন ।
নিম্নের লিখিত মন্ত্রে করিবে অর্চন
মন্ত্র—

চাক্ৰচন্দ্র জটাজুট, স্বক্কে শোভে কালকূট,
ভৈরবের পদে নমস্কার ।
দকর্ষীকরণ শুভ্রযুত, কিকিণি মেথলাঘিত,
ভৈরবের পদে নমস্কার ।
জবাবর্ণ দিগম্বর, মরণ বর্জিতা জর,
ভৈরবের পদে নমস্কার ।
স্বর্ণপিঙ্গ জটাতার, বিশ্বময় বিশ্বাধার,
ভৈরবের পদে নমস্কার ।

* সম্প্রতি নাই । নির্জীব ও শুষ্ক হওয়ার
ছিদ্রযুল হইরাছে ।

এই মন্ত্র পাঠ করি সুধীর যে নর
করিবে ভৈরবে পূজা আর তরুর ।
বাইতে হবে না তারে যমের সদন
বেদেতে কথিত ইহা শুন তপোধন ।
হরপ্রিয়া কাত্যায়নী পূর্বে এই স্থানে
করেন কঠোর তপঃ বহু যুগ মানে ।
জিজ্ঞাসিল মুনিগণ ওহে প্রজাপতি,
কৌতুহলাক্রান্ত হই আমরা সকলে,
শুনিবারে সেই কথা কেন সে পার্বতী
করিল ছুশ্র তপঃ গিয়া সেই স্থলে ।
অর নর কোপে সেই কামদেব রাজ
ভয়ীভূত দেখি, গৌরী পাইলেন লাজ ।
নিম্নিয়া মনের হুঃখে নিজ রূপ রাশি
লভিতে লাগ্য মালা হরেন তাপসী ।
সেই হেতু আসি বক্রেশ্বর ক্ষেত্রস্থলে
করিল কঠোর তপ শাল্মলীর তলে ।
পক পর্ণাশনা ওষী কুরঙ্গ নয়না
নিরাহারা বায়ু ভক্ষ্য বহল-বসনা

শ্রী ব্রহ্মোবাচ—যদা দদাহ মদনং হরঃ কোপনলেনবৈ । তদানিনিম্ম চাত্মানং পার্বতী
হিমবৎ-সুতা । আত্মনোরূপমত্যন্তং বিজগ্ৰাহ হরপ্রিয়া । স্মরী স্তামিতি তদা
তপস্তত্র চকার সা । কঠোরং তপসারেতে তত্র শাল্মলিপাদপে ।

পক-পর্ণাশনা তস্মী মৃগশাবক-লোচনা । নিরাহারা বায়ুতক্যা জটাবন্ধল-
ধারিণী । রূপ-সৌভাগ্যকামা সা চকার ত্রুতমুস্তমঃ । ততো বক্রেশ্বরস্তস্তা স্তপসা-
ভাস্ত-তোষিতঃ । বরং প্রদাদাম্বকায়ৈ তন্মনোরথগোচরম্ । যাহি পার্বতি শীঘ্রং
হং হিমবৎগিরিসম্মিধৌ । তব পাণিগ্রহকৈব বিধাস্যোহং নসংশয়ঃ । তপসা তব
সৌভাগ্যং কুণ্ডরূপেং হেমাঙ্ঘিকে । তাবদন্তু মহৎক্ষেত্রে যাবদিত্তাশ্চতুর্দশঃ ।
সৌভাগ্যকুণ্ডং বিখ্যাতং সর্বপাপপ্রমোচনং । তত্র স্নানপরাঃ সর্বৈ যাস্যন্তি
পরমং পদং দুর্ভাগামহিলা স্তত্র বা স্নাস্ত্যন্তি চ ভক্তিতঃ । তপঃপ্রভাবতঃ
দেবি স্তভাগাঃস্বাঃনসংশয়ঃ । কাকবক্ষ্যাচ যানারী মৃতবৎসা চ পার্বতি । তত্র
স্নাত্বা পুত্রবতী জীববৎসা ভবিষ্যতি ।

সৌভাগ্য ও রূপরাশি কামনা করিয়া
করেন হুস্তর তপঃ শিবের লাগিয়া ।
হর তাঁর তপে তুষ্ট অতিশয় হৈল
মনোরথ মত বর অধিকার দিল ।
যাও যাও পার্বতি শীঘ্র হিমাদ্রি-ভবন
তথা আমি তব পাণি করিব গ্রহণ ।
এই কুণ্ড, হেমাঙ্ঘিকে, তব তপঃবলে
সৌভাগ্য নামেতে খ্যাত হবে মহীতলে ।

যাবচ্চতুর্দশইন্দ্র অবস্থিত হবে
তাবৎ এ কুণ্ড তব বিদ্যমান রবে ।
অতীব পবিত্র হবে তোমার এ স্থান
ভক্তি ভাবে যেই মর্ত্য করিবেক স্নান
লভিবে পরম সুখ সে এই সংসারে
কখন না হবে গতি ধর্মের নগরে
কাক-বক্ষ্যা কিংবা জীব-বৎসা কোন নারী
ভক্তি চিত্ত হয়ে যদি স্পর্শে এই বারি ।
হইবে সে পুত্রবতী, জীব-বৎসা আর
ইহাতে সংশয়, দেবি, না রহিবে তার ।
চৈতন্যমানে ওরূপকে চতুর্দশী ভিধি
প্রাপ্তে সেই সুখীজন করিয়া ভক্তি ।

সেই স্থানে করিবেক স্নান আচমন
পাইবে পরম পদ অস্তে সেই জন ।
এই কুণ্ডে আসি কোন নর কিংবা নারী
ভক্তিভাবে পরশিলে এই কুণ্ড বারি ।
লভিবে সৌভাগ্য আর হবে রূপবান
বেদের বচন ইহা, ইথে নাহি আন ।

কারকুণ্ড উপাখ্যান ।

ব্রহ্মা বলিলেন শুন শুন মুণিবর
কার কুণ্ড বিষয়ণ পরম সুন্দর ।
সেই কুণ্ডে জলে মুনি সন্ত পাপ নাশে
স্নানে দিব্য গতি লোকে পায় অবশেষে ।
পুরাকৃত যুগে মহালবণ সাগর,
(অতীব আশ্চর্য্য কথা শুন ঋষিবর) ।
পাইয়া অগত্য কাছে অতিশয় ভয়
এই ক্ষেত্রে গিয়া ঘুরা লইল আশ্রয় ।
ভদ্রস্তর সেই কার মিশ্রিত হইল
সর্বলোকে কারকুণ্ড বলি নাম দিল ।
তার জল যেই মর্ত্য লইবে মস্তকে
বিমুক্ত-হইবে সেই সকল পাতকে ।

চৈত্রেমাসি চতুর্দশাং সিতপক্ষে বিশেষতঃ । স্নানান্তি তত্র যে ভক্ত্যা যান্তি
 পরমাং গতিং । সৌভাগ্যকুণ্ডে বা নারী নরোবাপি পিষেজ্জলং । সৌভাগ্যং
 লভতে নিত্যং সৌন্দর্যমপি জায়তে । অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি কারকুণ্ডস্ত বৎ ফলম্ ।
 বহুশ্রমস্ত পাশ্চাত্যে ভাগে পাপপ্রমোচনং । কারকুণ্ডং মুনিশ্রেষ্ঠা অস্তি পাপ-
 প্রমোচনং । পুরা কৃতযুগে, বিপ্রা লক্ষণানুমহোদধিঃ । অগস্ত্যস্ত মুনে
 জ্ঞাসাদিদম্ ক্ষেত্রং সমাশ্রিতঃ । তস্মাৎ তৎকারসংযোগাৎ কারকুণ্ডং প্রতি-
 ষ্ঠিতং । তজ্জলং শিরসা ধুত্বা নরঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে । আধাত্যাং পৌর্ণমাস্যাং
 যঃ তজ্জলৈ স্নানমাচরেৎ । তাবদ্যন্তো বসেৎ স্বর্গে যাবদাহতসংপ্লবঃ । তন্মিন্
 ক্ষেত্রবরে রম্যে নাম্না পাপহরা সরিৎ তত্র স্নানান্তি যে নরাস্তে জেয়াঃ সুররূপিণঃ ।

যে তত্র পিণ্ডং দাস্তি স্নানং কৃত্বাচ পর্বনি । তেষাঞ্চ পিতরঃ সর্বৈ যান্তি
 ব্রহ্মণঃ পদং । ক্ষেত্রদানস্ত মাহাত্ম্যম্ নিগদামি সমাসতঃ । শৃণুধ্বমুদয়ঃ সর্বৈ
 ভক্তি-ভাবেন চেতসা । যৎ পাপং ঘৌবনে বাল্যে কোমারে বার্কিক্যে কৃতং । তৎ
 সর্বং বিলয়ং যতি দানাৎ পাপহরাতটে । আহতং সংপ্লবং যাবৎ যাবদিন্দ্রাশ্চতু-
 র্দ্ধিশ । তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গে সুরবিজ্ঞাধরীভূতঃ । ভোগাংশ্চ বিপুলান্ ভুঙেক্ত
 যথা সম্যক্ নিয়োজিতান্ । পুণ্যকরাদিহায়াতা মর্ত্যালোকেতু তে নরাঃ । লভন্তে
 জন্ম তে মর্ত্যা যোগিনাং প্রবরে কুলে । তদাযোগং সমাসাচ্চ প্রাপ্যন্তি পরমং
 পদং ।

আবাঢ়ে পাইয়া যেকা তিথি পৌর্ণমাসী ।
 করিবে বিষ্ণুজ্ঞান সেই স্থানে আসি ॥
 লভিবেক স্বর্গবাস নাহিক সংশয় ।
 থাকিবেক যতদিন সংপ্লব না হয় ॥
 বহিতেছে সেই ক্ষেত্রে নদী পাপহর ।
 আলীয়া তাহাতে যদি স্নান করে নর ॥
 দেবরূপী হয়ে সেই স্বর্গে বাস করে ।
 ভুঞ্জে পরম সুখ লইয়া অমরে ॥
 পিতৃপিণ্ড যেই তথা করে সম্পাদন ।
 আর স্নান করে তথা পাইলে পার্শ্বণ ॥
 তার পিতা পিতামহ পুরুষ সকলে ।
 পরম বিষ্ণুর পদ পায় অবহেলে ॥

দীর্ঘ ত্রিপদী ।

শুন শুন ধর্মিগণ, হইয়া নিবিষ্ট মন,
 সেই স্থানে দান বিবরণ,

পবিত্র সে স্থান তব, শুন হয়ে ভক্তি চিত্ত
 প্রকাশিয়া বলিব এক্ষণ ।
 বালক কুমার কিবা, প্রাচীন অথবা যুবা,
 যে বয়সে যত পাপ করে,
 সর্ব পাপক্ষয় হবে, মরিলে স্বর্গে যাবে,
 দানে সেই কার কুণ্ডোপরে ।
 সুর বিজ্ঞাধরী সবে, বেঠন করিয়া রবে,
 স্বর্গোপরি সে জনে নিশ্চয়,
 ভুঞ্জিবে প্রচুর ভোগ, নাহি হবে কোন রোগ,
 চ্যুত হবে হলে পুণ্যক্ষয় ।
 লভিবে সে পুণ্যফলে, জনম যোগীর কুলে,
 পুনরায় যোগ আচরিবে,
 সমাধিয়া যোগরাশি, শুন ওহে মহাধর্মি
 পুনঃ স্বর্গে অন্তঃকালে যাবে ।

কাষ্ঠিকে আসি, মাঘে বা বৈশাখে বা বিশেষতঃ । যে তত্র ন্নানং কুর্বন্তি
 ঐশ্বৰ্য্যম্ বিজায় যে । তে নরাঃ শিবসামুজ্যং প্রাপ্নুবন্তি ন সংশয়ঃ । * পঞ্চ পৰ্ব্বতঃ
 যে মর্ত্য্য। ভক্ত্যা পাপহরা-জলে । ন্নানং কুর্বন্তি তে বাস্তি যত্র দেবো মহেশ্বরঃ ।
 চন্দ্রসূর্য্যগ্র-ই চৈব ন্নানং পাপহরাজলে । যত্রেশ্বরং সমালোক্য ন বাতি যম-
 মক্ষিরং ।

যত্রেশ্বর-তীর্থাধ্যানে শাল্মলীক্ষারকুণ্ড-পাপহরা-
 মাহাত্ম্যে বৰ্ত্তোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

মাঘ বা বৈশাখ আসি, কিম্বা যে কাষ্ঠিকে আসি
 অত্রস্থানে করিবেক ন্নান ।
 করিবেক যিজে-দ্রান, হরে অতি ভক্তিমান,
 শিবলোকে হবে তার স্থান ।
 পঞ্চপৰ্ব্ব * লক্ষ্য করি, আত্মাকে সংঘম করি
 করে যেবা পাপহরা ন্নান,
 অস্ত্রে সেই পুণ্যবান, যারে মহেশ্বর স্থান,
 রবে তথা যুগ পরিমাণ ।

* পঞ্চপৰ্ব্ব যথা—

১। চতুর্দশষ্টমী চৈব অমাবস্তাথ পূর্ণিমা ।
 পক্ষান্তে তানি রাজেন্দ্র রবিসংক্রান্তি রেবচ ॥

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণেতে, এই ক্ষেত্রে বিধিমাতে
 যেই জন শুদ্ধ-স্নাত হবে,
 যত্রেশ্বর সন্দর্শন, করিবে হে তপোধন
 যমপুরী চক্ষে না দেখিবে ।
 পরিচ্ছেদ শেষ হল, হরি হরি নবে বল,
 ভবান্নবে হইবে উদ্ধার,
 হরির চরণ তরি, ভবান্নবে পার করি
 দিবে ওহে অস্ত্রেতে তোমার ।
 ওরে রে অবোধ মন, হরি চিত্ত লক্ষ্যকণ
 যদি স্মৃথে যাবি ভব পারে,
 জটিল ঠাকুর কর, শুন সব সদাশর,
 হরি হরি বল সুমধুরে ।

সপ্তমোঃধ্যায়ঃ ।

শ্রীব্রহ্মোবাচ—

তস্মাং পাপহরায়াং যে পুণ্যায়াং মনুজোত্তমাঃ । স্মৃতপ্তায়াং বিমুক্তাস্তি শরীরং
কলুষাশ্রিতং । তেহপি শৈবং হরং যাস্তি ন পশ্যন্তি যমালয়ং । সৰ্বকুণ্ডলগতং
বারি নভ্যামেকত্র যত্রৈব । তত্র দেহং নরঃত্যক্ত্বা শিবতামেতি নানুথা । কুমিকীট-
পতঙ্গাশ্চ মনুজাঃ পশুজাতয়ঃ । তস্মাং পাপহরায়াং যে মুক্তস্ত্যস্তে কলেবরং ।
তান্ দৃষ্ট্বা শমনঃ সত্যং পুরস্কৃত্য যথাবিধি । দর্শয়েৎ স্বৰ্গসোপানং নাধিকারোস্তিমে
হয়ি ।

মুনয় উচুঃ—

ব্রহ্মন্নঃ সংশয়ং ক্রহি সরিস্তপ্তা সদাকুতঃ । ন শীতত্বং সমায়াতি বাতবর্ষা
তপাদিষু ।

সপ্তম অধ্যায় ।

সেই পাপহরা তীরে যেই পুণ্যবান্ ।
স্মৃতপ্ত জলে তার করিবেক স্নান ॥
সকল কলুষ তার দূরীভূত হবে ।-
যমলোক কঁভু সেই দৃষ্টি না করিবে ॥
শিবলোকে গতি তার হইবে নিশ্চয় ।
অত্যন্ত মিগুড় কথা সৰ্বশাস্ত্রে কর ॥
সৰ্বকুণ্ডলিনির্গত সলিলের রাশি ।
একত্র হইয়া পড়ে নদীমধ্যে আসি ॥
তত্র যেই নরদেহ হইবে নিকৃষ্ট,
নিশ্চয় পাইবে সেই অস্ত্রোত্তে শিবত্ব ॥
কুমী কীট পতঙ্গাদি পশু কি মনুজে ।
অস্ত্রে যদি সেই স্থানে কলেবর ত্যজে ॥
তারে দেখি যমরাজ পুরস্কৃত করি ।
দেখাইয়া দেব তারে স্বৰ্গ-লোক-সিঁড়ি ॥
বলেন, “তোমার আমার নাহি অধিকার ।”
পিতৃপতি এইরূপে করেন সংকার ॥

মুণিগণ জিজ্ঞাসিল শুনহে ব্রহ্মণ ।
কোন্ স্থানে এই নদী সদা তপ্ত হন ॥
শীত কিম্বা বর্ষা বাত আদি ঋতুগণ ।
করিতে না পারে কিহে উষ্ণত্ব হরণ ?
এই সব বল, দেব করিয়া নিশ্চয় ।
সন্তুষ্ট হউক চিত্ত বাউক সংশয় ॥
ব্রহ্মা বলিলেন—
শুন শুন ঋষিগণ তাহার কারণ ।
সংক্ষেপে বলিব আমি সেই বিবরণ ॥
সেই স্থানে হৃদমধ্যে লিঙ্গ এক আছে ।
অগ্নিবর্ণ যেতঅক্ষ শাস্ত্রে লেখা আছে ॥
পুরাকালে অগ্নিত্রয় শিবপ্রীতি তরে ।
পঞ্চদশ বর্ষ তপঃ হুস্তর আচরে ॥
স্থাপন করিয়া এক শিবলিঙ্গ তথা ।
উপরে শুনিবে যেই লিঙ্গের বারতা ॥
যথা নদী পাপ হরা বহে সৰ্বকণ ।
যতঃসিদ্ধ উক্ত ভাবে ধর শত মান ॥

শ্রীভক্তোবাচ—

সুতপ্তা সা তদা তত্র কারণেন, বিজাতয়ঃ । বক্ষ্যাম্যহং সমাসেন কারণং পরমঃ
শিবঃ । তত্রাগ্নিবর্ণশ্চেতাক্ষে হৃদে লিঙ্গঃ প্রতিষ্ঠিতঃ । পুরা তাত্রাগ্নিনা চৈব শিব-
শ্রীত্যাচ তেন বৈ । তপস্তপে মতিমতা দশবর্ষাণি পঞ্চচ । তত্রতুষ্ঠৌ বরং প্রদা-
দগ্নয়েচ সদাশিবঃ । ভোগবত্যা জলং বিপ্রা যত্র যত্র প্রযাস্ততি । স্নাত্বা মমেদং
লিঙ্গঞ্চ ময়েব স্থাপিতং ভুবি । সন্দর্শনাদস্য লিঙ্গস্য সদা তপ্তা বহেন্নদী
ধনুঃশতপ্রমাণা বৈ যাবৎ পাপহরা বহেৎ ।

মল্লিন্দন্তপ্তোহস্ম্যচ্চ নদীতপ্তা ভবেত্ততঃ । কুণ্ডযোগাদসৌতপ্তা ঈষত্তপ্তা তত
স্ততঃ । ততোহপি হীনতপ্তাস্যাং সোমাস্তে সা সরিচ্ছবা । সর্বেষাং জীবজন্তুনাং
পাপংহস্তি নদী শুভা । পাপহরেতি বিখ্যাতা ত্রিলোকে পরিবিশ্রুতা । শরীরানি
মৃত্যুগং হি যে দহন্তি বুধোক্তমাঃ । তত্রহোহপি মৃত্যুমস্ত অহীনচ বিনিষ্কিপেৎ ।
সহানুগমনং বাপি অপমৃত্যুং গতাস্ত য়ে । তে বাস্তি পরমং স্থানং যত্র দেবো মহে-

মম এই লিঙ্গ ঋষি উক্কের কারণে ।
এই নদী সদা তপ্তা রবে প্রতিক্ষণে ॥
কুণ্ডযোগ হেতু তত্র অতি উষ্ণ রবে ।
কিছু দূর গিয়া পরে ঈষত্তপ্ত হবে ॥
তার পর সীমান্ত প্রদেশে যত বাবে ।
তত হীন-তপ্তা সেই সরিৎ হইবে ॥
আরো উহা হবে সর্বজীব-পাপহরা ।
সরিলে লভিবে জীব গতি পরাংপর ॥
আর পাপহরা নামে হ'য়ে সুবিখ্যাতা ।
ত্রিলোক মধ্যেতে উহা হবে পরিশ্রুতা ॥
মৃত্যুস্ত শরীর যার অত্র দগ্ধ করে ।
অথবা যাহার অস্থি ফেলে এই নীরে ॥
অপমৃত্যু যদি তার হয় বুধোক্তম ।
তথাচ সে স্থানে পার অতি উচ্চতম ॥
বাইবে নিশ্চয় সেই শিব সন্নিধান ।
সে বিষয়ে কিছুনাহি নাহি সন্দিধান ॥
যদ্বৈব যাতনা তথা কোথায় থাকিবে ।
নিষকৃত তৈত্তর্য ভাৱে বেজ্ঞেতে তাড়িবে ॥
ভোগ অস্ত্রে পরে পাপী শিব সন্নিধানে ।
সুখবিক হইবেক বিচার বিধান ॥

দীর্ঘকাল রবে তারা শিব সন্নিধান ।
যাবৎ না হবে ধরা জলেতে মগন ॥
অষ্টাবক্র মহাঋষি তপস্তা প্রভাবে ।
সুপ্রসন্ন করিবারে সেই সদাশিবে ॥
সেই তিন কুণ্ড তথা থাকি বিজ্ঞমান ।
ঋষিকীৰ্ত্তি চিরকাল করিবে ব্যাখ্যান ॥
সর্ব কুণ্ড বারি এই ক্ষিণুণ্ডে আসিবে ।
পাপীদের পাপরাশি অচিরে হরিবে ॥
অষ্টাবক্র পুনরায় দেবেশ শঙ্করে ।
ব্রহ্মগীতাচারে বহু স্তব জুতি কর্বে ॥
এই ব্রহ্মগীতা হয় পরম সুন্দর ।
অতীব পবিত্র আর সমাস্কর ॥
দেব যক্ষ বিজ্ঞাধর গন্ধর্ব সকল ।
চারণ কিম্বর সিদ্ধ মহর্ষি মণ্ডল ॥
গাইলে পার্শ্বণ সবে আসি এই স্থান ।
ভক্তিভাবে শুদ্ধচিত্তে করে দান দান ॥
মাঘে বৈশাখে আর কার্ত্তিকের মাসে ।
সরিত সাগর সর্বের আনন্দ উদ্দেশে ॥
একে একে এইস্থানে করে আগমন ।
সত্য সত্য মম বাক্য শুনি তপোযন ॥

ধরঃ। বসন্ত যাতনা তত্র কুত্র ত্রিশিবসন্নিধৌ। তৈরবন্ট দূতাঃ সর্বৈ কলা-
বৈত্রৈশ্চ ভাড়া। পাপিনং স্তিস্তি শুলেন, ভোগান্তে শিবসন্নিধৌ। বসন্ত
মানবা নিত্যং যাবদাহুতসংগবৎ। অষ্টাবক্রস্ত বিশ্রেন্দ্র তপোযোগবলাস্তথা। মহে-
শ্বরৌবরং প্রাদত্তস্মৈ তৎকীর্তিংবদ্যেৎ। ত্রিকুণ্ডং সর্বতীর্থানাং জলমাহত্যা পুরিতং।
অস্তি পাপহরাতারে পাপিনাং জাগহেতবে।

অষ্টাবক্রো মহাত্মা চ পুনঃ স্তব্ধা মহেশ্বরঃ। কারয়ামাস তৎ সর্বং পুতং বারি
মহোত্তমম্। হমিতোব চকার চ তেন তদ্বাক্সংগীতং। তদ্বাক্সংগীতং বারি
বমত্রাসকরং পরং। তত্র দেশে চ গন্ধর্ব্বা বক্রোবিজ্ঞাধরাঙ্গনাঃ। চারুণাঃ কিল্লরাঃ সিদ্ধাঃ
জ্ঞানং কুর্ব্বন্তি পর্ব্বণি। মাঘে বৈশাখে মাসে চ কার্ত্তিকে পুণ্যদে শুভে। সারিতঃ
সাগরাঃ সর্বৈ স্নাতুমারান্তি তত্রৈব। অশ্রুতীর্থে কৃতং পাপং বক্রেশে চ বিনশ্চতি।
অত্রাপি বংকৃতং পাপং ন তৎ কুত্রাপি নশ্চতি।

অশ্রু তীর্থে কৃত পাপ এইখানে নাশে।
কোথাও না খণ্ডে পাপ করিলে বক্রেশে ॥
কলির যতক পাপ পাপহরা নীরে।
বিশ্বংস করিয়া ফেলে অত্যন্ত সত্বরে ॥
যেই জন সেই জলে কুশাগ্রে করিয়া।
আপন মস্তকে লয় ভক্তিতে সিঞ্চিয়া ॥
যায় সেই শিবলোকে অস্ত্রতে তাহার।
পুনরাবর্তন কতু সে না করে আর ॥
যমালয় পরিত্যাগ ইচ্ছা যেবা করে।
সত্বরে যাউক সেই তীর্থ বক্রেশ্বরে ॥
দর্শন করুক তথা ত্রিভুবনেশ্বর।
পাপহরা নীরে ধৌত করুক কলেবর ॥
এইরূপে গতি নাহি হবে যমালয়ে।
শিবলোকে গতি তার হয়ে নিঃসংশয়ে ॥
এরূপ আশ্চর্য্য ক্ষেত্র নাহিক জগতে।
বক্রেশ্বর সম লিঙ্গ নাহিক মহীতে ॥
তাহার দর্শনে বহু বিপদ ছুড়র।
অচিরে বিনাশ হয় শুন ঋষিবর ॥
সত্ত্বমুক্তি লাভে তাহে নাহিক অন্তথা।
বেদের সমস্ত ইহা অতি গুঢ় কথা ॥
কীমূঢ় নাহিতে এক আশ্রয় কোঠর।

করিল বিস্তর তপঃ ভাবি মহেশ্বর ॥
লভিল সে দ্বিজবর সত্ত্ব মোক্ষ ফল।
তাহার বিপুল কীর্ত্তি রয়েছে অটল ॥
কল্পবৃক্ষ সমীপস্থ যেই নরোত্তম।
শ্রীমাধব সন্দর্শনে হইবে সক্ষম ॥
অচিরে লভিবে মুক্তি আপনার করে।
কখন না যাবে সেই শমন নগরে ॥
মাধব ক্ষেত্রেতে সদা তৈরবের বাস।
পাপিষ্ঠ হৃদয়জনে সেই করে নাশ ॥
বক্রেশ্বর কুপীটেশ রত্নেশ মাধবে।
আরাধনা করিবেক যেই এই ভবে ॥
অস্তকালে বিমুগ্ধ পাইবে সেজন।
ইহাতে অন্তথা মুণি নহে কদাচন ॥
নিত্যকর্ম্মকারী যেবা পাপহরা জলে।
স্নাত হয়ে বক্রেশ্বরে দেখে সেই স্থলে ॥
পুনরাবর্তন তার না হয় কখন।
অন্তথা না হয় ইথে বেদের বচন ॥
হরি হরি বল বন ছেদ শেব হ'ল।
বল বল হরি নাম বল তাই বল ॥
এই নাম তুলা ভবে কিছু নাহি আর।
কর তাই মন আমার হরি নাম সার ॥

কলিকল্যণকিঞ্চি শুভং পাপ-হরং জলং । মুক্তি নিশ্চয়ং যে দর্শে স্তেহপি
 যাস্তি শিবালয়ং । কমলোক-পরিভ্রমণে মানসং যন্ত বর্ততে । স যাতু বক্র-
 মীশানং ত্রকুং ত্রিভুবনেশ্বরং । দৃষ্ট্বা বক্রেশ্বরং দেবং স্নানাত্ পাপহরং জলে ।
 সদৃশং সমাপ্নোতি মহেশত্বং ন সংশয়ঃ । নাতঃ পরতরং ক্রোড়মাশ্চর্য্যং ভূমি বিস্ততে ।
 বক্রেশ্বরসমোল্লিঙ্গঃ বিস্ততে ন মহাতলে । বক্রেশ্বোত্তরে ভাগে লিঙ্গং মরকত-
 ছাতিং । বক্রেশ্বা বিলয়ং যাস্তি বিপদো বহুদুস্তরাঃ । নরসুদর্শনাদেব মুক্তি
 নাপ্নোতি নাস্তথা । তমারাধ্য চ জীমূত স্তপশ্চক্রে সুদুস্তরং । * * * * *

মোক্ষমাপ মহাত্মাসৌ বিপুলং কীর্ত্তিমেষ চ । মাধবক্রেত্রমাখোহসৌ তৈরবো
 দগুনায়কঃ । বক্রেশ্বরং কুপীটেশং রত্নেশং মাধবং প্রভুং । তমারাধ্য কলৌমর্ত্ত্যঃ
 যাস্তি বিষ্ণোঃপরং পদং । নিত্যকর্ম্মসমায়ুক্তাঃ স্নাত্বা পাপহরাজলে । বক্রেশং
 বে প্রপশ্যন্তি ন তেষাং পুনরুদ্ববঃ ।

সপ্তমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

সুখে পার হবে ভাই ভব পারাবার ।
 চক্রে না দেখিবে ভাই যমের ছয়ার ॥
 সত্ত্ব মোক্ষ হবে ভাই সে নাম চিন্তনে ।
 নাম লও নাম লও জীবনে মরণে ॥

ছাড় ভাই বিষয় আশর পুত্র কতা মায়া ।
 সে সকল মিথ্যা ভাই ভেঙ্কি আর ছায়া ॥
 জটিল কহিছে শুন মনরে আমার ।
 হরিনাম সদা চিন্ত, ছাড়রে "আমার" ॥

অষ্টমোঃধ্যায়ঃ ।

বৈশাখ্যঃ পৌর্ণমাস্যঃ যে ত্রতমেতৎ সমারভেৎ । বক্রেশ্বরক্ষেত্রবরে তৎ
ফলং প্রবদামি বঃ । চতুর্দশ্যাং উপবস্তু পূর্ণিমায়াং নরোত্তম । আচার্য্যঃ বরয়ে-
কীমান্ বজ্রালঙ্কারভূষণৈঃ । শস্ত্রহৃতব্রতং কুর্য্যাৎ সর্বকামফলপ্রদং ।
বিদধ্যাদ্রাজতীং মূর্তিং অষ্টাভির্মণিকৈত্রতী । শস্ত্রোর্মহাত্মনঃ শুদ্ধং বথাক্রপং
নিশাময় । মৃগশূলবরাভাতিহস্তাং চন্দ্রার্কশেখরাং । সিংহাসনং তদধস্তাৎ
কুর্য্যাদভোজচিহ্নিতং । পলাষ্ঠতাত্রপাত্রেচ সর্পিঃ প্রপূরয়েত্ততঃ । বটপত্রং
তদুপরি স্থাপয়েৎ প্রতিমাং শুভাং । পূজয়েল্লিঙ্গসামিধ্যে প্রতিমাং পাপ-
নাশিনীং ।

নমঃ শিবায় মূর্তাদৌ হরয়ে তিলকে তথা । নয়নে কারণায়েতি নাসিকারাক্ষ
শস্ত্রবে । শিবায় কণ্ঠদেশেতু গৌরীকান্তায় গণ্ডয়োঃ । হরিপ্রিয়ায় বদনে,
বিরূপাক্ষায় হস্তয়োঃ । বক্ষঃস্থলে জগৎভদ্রে, উদরে শস্ত্রবে তথা । পৃষ্ঠে ভব-
প্রভাষায়, নাভৌ পর্বতবাসিনে । জানৌ চন্দ্রোত্তমঙ্গায়, পাদয়োঃ ব্রহ্মকারিণে ।
ইতি সংশ্রুত মতিমান্ ক্ষীরেণ স্থাপয়েচ্চ তাং । পূজয়েদগন্ধপুষ্পাদৈর্দ্যুপদীপৈ স্তম্বো-
ত্তমৈঃ । নৈবেদ্যং বিবিধং দত্ত্বাৎ পূজাকৈব বিশেষতঃ । পঞ্চাঙ্করেণ মন্ত্রেণ *
পূজয়েত্তত্ত্বিসংযুতঃ ।

অষ্টম অধ্যায় ।

শস্ত্র হৃত ব্রত উপাখ্যান ।

পাইয়া বৈশাখ মাসী পূর্ণিমার তিথি

জ্যাসি এই পুণ্য-প্রদা ক্ষেত্র বক্রেশ্বর ,

আচরয়ে এই ব্রত শুদ্ধ চিত্তে অতি

তাহার যে ফল হয়, শুন মুণিবর ।

চতুর্দশী দিনে ব্রত আরম্ভ করিয়া,

পূর্ণিমার উদ্যাপন এই ব্রত-রাজ,

বেদ-বিজ্ঞ আচার্য্যকে ডাকিয়া আনিয়া,

মানাবিধ দান দিয়া ভোষ বিজরাজ ।

বজ্র অলঙ্কার আর ভূষা নানাজাতি,

দিয়া এই ব্রত সুখে কর সমাধান,

শস্ত্র হৃত ব্রত মাহ কলপ্রদ অতি,

আচরিলে সর্ব সিদ্ধ হয়, মতিমান ।

মাহেশ্বরী মূর্তি এক রক্ততে গঠিয়া *

স্থাপন করহ তার দিয়া সিংহাসন

অভোজের চিহ্ন তার নিচেতে আঁকিয়া,

নিরাময়রূপে তাঁরে করহ দর্শন । *

অষ্টপল পরিমিত তাত্রপাত্র গড়ি

হৃতকর্ণকর তাহা যত্ববানু হৈয়া,

বটের অক্ষত এক পত্র তদুপরি

আনিয়া বিধানমতে রাখহ ঢাকিয়া ।

তদন্তরে প্রতিমাটি লিঙ্গ সন্নিধানে,

স্থাপন করিতে হই, বজ্র সহকারে,

* অষ্টমাবা—অর্থাৎ একতোলা পলি-
মাণ রক্ত মূর্তি ।

তথা চতুর্দশীরাত্রৌ শিবলুপ্তেন মন্ত্রবিৎ । অর্কোত্তর শতং হোমং কুর্যাদাষ্টৈঃ
 বিচক্ষণঃ । উপানং পাছকাচ্ছত্রং শূলীনো প্রীতয়ে তথা । বাসোযুগং তথা বারি
 কুন্তকং খটুয়া সহ । মালাচক্রাতিপযুক্তং বিজারচ সমর্পয়েৎ । উমামহেশ্বরী
 মূর্তি প্রতিমাং সর্বকামদাং । আচার্য্যায় বিধানেন দদ্যাচ্চৈব বিজ্ঞানেন । দক্ষিণাং
 কাঞ্চনং দদ্যাৎ তথা ব্রাহ্মণভোজনং । অনেন বিধিনা যন্ত ব্রতমেতৎ সমাচরেৎ ।
 শরীরারোগ্যমর্থঞ্চ লভতে জন্মজন্মনি । ন প্রযাতি দরিদ্রত্বং কুলে ভবতি—
 চাগ্রণী । অন্তকালে ভবেত্তস্য সদগতি নাত্র সংশয়ঃ ।

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শত্ৰুঘ্নতত্ত্বমহাত্ম্যে অষ্টমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ—

তার পর বিধিতে কার্য্য প্রকরণে

ভক্তিভাবে পূজা কর সেই প্রতিমারে ।
 নমঃ শিবায় মূর্তীগৌ হরয়ে তিলকে তথা,
 নরনোঁ কারণায়ৈতি নাসিকায়াক্ সস্তবে,
 শিবায় কণ্ঠদেশেতু গৌরীকাণ্ডায় গণ্ডয়োঃ
 হরিপ্রিয়ায় বদনে বিকপাকায় হস্তয়োঃ
 বক্ষস্থলে জগৎভদ্রে উদরে সস্তবে তথা
 পৃষ্ঠে ভব প্রভাবায় নাভৌ পর্কত বাসিনে,
 আনোষ্ঠ্যঃ প্রোক্তমাক্ষায় পাদয়োঃ কাকারিণে ।

এই সব মন্ত্র পড়ি কীরে তার পর,
 স্নান করাইবে সেই প্রতিমা শুভদা,
 ধূপদীপ গন্ধ আর পুষ্পাদি সুন্দর
 দিয়া আমোদাবে সেই স্থানটি সর্বদা ।
 তদন্তর নানাবিধ নৈবেদ্য সম্ভারে ।
 পঞ্চাকরি মন্ত্র * পাঠে ভক্তি চিত্ত হয়ে,
 পূজিবে বিশেষরূপে সেই প্রতিমাবে ।

বধোক্ত বিধানে আর বিহিত সময়ে ॥
 সেইরূপে চতুর্দশী নিশাতেও গুন,
 শিবলুপ্ত মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে,
 এক শত অষ্ট হোম ওহে উপোদন,
 নিয়মিতরূপে পূজ সাধিকের ভাবে ।

দান দিতে দিতে শিব সন্তোষ কারণ,
 উপানং পাছকা আদি ছত্রের সহিতে,

* পঞ্চাকরি মন্ত্র—সমস্ত শিবায় ।

পট্ট আদি কোন বস্তু করি প্রকরণ
 বাবিকুন্ত তথা খট্টা চক্রাতিপ যুক্তে ।

পরে সর্ব কামপ্রদা মূর্তি মাহেশ্বরী,
 আচার্য্য ব্রাহ্মণে দান কর বিধিতে,
 কাঞ্চন দক্ষিণা দিয়া সন্তোষিত কবি,
 বিপ্রগণে ভূত্বাইবে যথা ভক্তি চিতে ।

ছই দিন ধবি ক্রমে একরূপ বিধানে,
 আচরিবে এই ব্রত যত্নের সহিতে,
 লভিবে আরোগ্য আর আয়ু চিবদিনে,
 অর্থশালী হয়ে সুখে থাকি মহীতে ।

জন্মে জন্মে এইরূপ হইয়া আসিবে
 দারিদ্র্য জুনিত দুঃখ না হবে কখন,
 কুলের তিলক আর অগ্রগণ্য হবে,
 মরিণে পরম ধামে করিবে গমন ।

এত দূরে পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হইল,
 হরি হরি বল ভাই চির সুখে রবে,
 হরি নাম এক মাত্র পথের সম্বল,
 ভবারণ্যে সুখে ভাই পার হ'য়ে যাবে ।
 বক্রেশ্বর পুণ্য কথা পরম সুন্দর ।
 শ্রীজটিল ঠাকুর কহে শুনে সাধুনর ॥

মন্তব্য—এই ব্রত সম্বন্ধে বঙ্গবাসীর উপহার
 কালিকা পুরাণে সর্বিশেষ বর্ণিত আছে ।

নবমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীব্রহ্মোবাচ—

কার্ত্তিকে মাসি যন্তত্র হবিষ্যাণী জিতেন্দ্রিয়ঃ । পূজয়েচ্ছকরং ভক্ত্যা তৎকলং
কথাতে শৃণু । যাবত্যাঃ সিকতা ভূমে ধাবন্তো বৃষ্টিবিন্দবঃ । তাবৎকালং বসেৎ
অর্গে বক্রেশ্বর-প্রসাদতঃ । কার্ত্তিকে সর্বকুণ্ডেষু বারিণা যো নরোত্তমঃ । করোতি
জ্ঞানমেবাসৌ প্রয়াতি শিবসন্নিধিং । তস্মিন্ ক্ষেত্রবরে রম্যে কার্ত্তিকে যো
ক্রিপেন্নরঃ । ন সঃ গৰ্ভং পুনর্যতি বক্রেশ্বর-প্রসাদতঃ । যঃ সাপয়তি তত্রৈব
লিঙ্গং বক্রেশ্বরং নরঃ । সর্বপাপবিনিমুক্তঃ কৈলাশঞ্চ স গচ্ছতি ।

নির্ম্মায় পার্শ্বিৎ লিঙ্গং শঙ্করাষ্টোত্তরং শতং । অযুতং বা সহস্রং বা তন্ত্ৰ পুণ্য-
ফলং শৃণু । অশ্বমেধেন যৎপুণ্যং যৎপুণ্যং বিজভোজনে । তৎপুণ্যং লভতে
মর্ত্ত্যঃ নাত্র কার্য্য-বিচারণা । ব্রাহ্মণস্ত মুখং ক্ষেণেমশুযরমকণ্টকং । বাপরেৎ

নবম অধ্যায় ।

শুন শুন মুনিগণ আর এক কথা ।
বেদের সম্বত ইহা নাহিক অন্তথা ॥
জিতেন্দ্রিয় নর যোবা কার্ত্তিকের মাসে ।
হবিষ্যার করি পূজে দেব কৃতিবাসে ॥
সেই ফলে পায় সেই বর্গের বসতি ।
বহুকাল থাকে তথা শুন শুদ্ধমতি ॥
সিকতা ভূমিতে যত বালু কণা রয় ।
যত বৃষ্টি বিন্দু তথা নিপতিত হয় ॥
ভুত দিন অর্গে থাকে শিবের প্রসাদে ।
ভূজে নানাবিধ সুখ মনের আফ্লাদে ॥
সর্বকুণ্ডে তপ করে যেই সুবীজন ।
কার্ত্তিকের মাসে করে গাত্র নিমজ্জন ॥
অন্তঃকালে হয় তার শিবলোকে গতি ।
ইহাতে সংশয় নাহি শুনহে স্মৃতি ॥
কার্ত্তিকের মাসে যেই ভাগ্যবান নরে ।
এই তীর্থ গিয়া সব নিকেশন করে ॥
শিবের প্রসাদে সেই মৃতের কখন ।
পুনরায় গুৰ্ভ বন্ধে না হয় গমন ॥

যেই নর এই লিঙ্গ জ্ঞান করাইবে ।
সর্বপাপ মুক্ত হয়ে কৈলাশে যাইবে ॥
এই স্থানে আসি যোবা মৃত্তিকা লইয়া ।
অষ্টোত্তর শত লিঙ্গ তাহাতে গড়িয়া ॥
সহস্র অযুত কিংবা যত লয় মন ।
পূজিবেক ভক্তি চিতে দেব জিলোচন ॥
তাহার পুণ্যের কথা শুন মুনিগণ ।
যত ফল পায় সেই নর বিচক্ষণ ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ কিংবা ব্রাহ্মণ ভোজনে ।
যত ফল লভে নর, তত সেই জনে ॥
ব্রাহ্মণের মুখ-ক্ষেত্র অতীব উর্বর ।
অকণ্টক সর্ব বীজ উৎপাদন-কর ॥
ভক্তি রূপ বীজ যদি রোপে এই ক্ষেত্রে ।
পায় সর্ব-ধর্ম ফল মানব কলিতে ॥
ব্রাহ্মণ গোকর হিত, জগতের আর ।
জগবন্ধ কৃষ্ণ হিত, পরব্রহ্ম-সার ॥
এইরূপ হিতকরী কার্য্যে করি যতি ।
ব্রহ্মণ্য দেবেরে বিনি করেন প্রণতি ॥
সাধ্যমতে ব্রাহ্মণেরে করান ভোজন ।
তাহার পুণ্যের ফল না দায় কখন ॥

সর্বদীপানি মাকুশি সর্বকালিকী । নমঃ ব্রহ্মণ্যদেবার গোত্রাঙ্গণহিতায় চ ।
জগদ্ধিতার কৃকার ব্রাহ্মণঃ ভোজনদামহঃ । যুগেহুস্তে চাত্তঃ ধর্ম্যস্তাং কলৌ-
ব্রাহ্মণ-ভোজনঃ । মন্ত্রপাঠেহু বঃ কন্দিং পুরস্চরণমিহুতে । সর্বার্থসিদ্ধয়ন্ত
ব্রহ্মকাপারসংপরঃ ।

হবিষ্যাদী শুচিভূত্বা বঃ কুর্যাদীরসাধনং । তন্তুতুর্কা ভবেদুর্গা ব্রহ্মকালে
মুনীশ্বরঃ । পুরা ককরঃ ভ্রামীৎ পুজয়িত্বা মহেশ্বরীং । চৌরানামগ্রীকৃত্যতঃ
শিবেনাপি পুরস্কৃতঃ । তত্র চৌরেশ্বরং দৃষ্ট্বা ককলেনাপি পূজিতং । তন্তু
চৌরতরংমাস্তি ককরং স্মরতোনিশি । তত্র দ্বাদশলিঙ্গানি স্তবর্ণরচিতানি চ । স্থাপ-
য়িত্বাস্তি যে মর্ত্যাঃ তে বাস্তুস্তি পরাংগতিং । সর্বং কার্ত্তিকমাসঞ্চ স্নানাদি পাপ-
হরাজিলে । সংবতেন্দ্রিয়-চিত্তাত্মা ন বাতি শমনাস্পদং । আকল্পং স্বর্গমাশ্রোতি

অন্ত যুগে অস্ত ধর্ম কলিতে ব্রাহ্মণ ।
বিশেষতঃ ভক্তি চিতে ব্রাহ্মণ ভোজন ॥
মন্ত্র পাঠ করি বেদা এই কৃষিকালে ।
পুরস্কারাদি করে আসি এই স্থলে ॥
সর্ব কার্য সিদ্ধ তার হইবে নিশ্চয় ।
ব্রহ্ম আপে আশ্রীত হইবে কলৌদয় ॥
হবিষ্য করিয়া বেদা শুচিযুক্ত হৈয়া ।
বীর-সাধন করে সেই পুণ্যক্ষেত্রে গিয়া ॥
ব্রহ্ম কালে দ্বর্গা তারে প্রেরা হন ।
অন্তথা না হয় ইহা শুন মুনিগণ ॥
ককর নামেতে পূর্বে চোর এক ছিল ।
ভক্তি ভাবে হেথা সেই মহেশে পূজিল ॥
তাহাতে হইল সেই দৈত্যগণ-পতি ।
মহাদেবও কৈল তারে পুরস্কৃত অতি ॥
ককর পূজিত বেদা চৌরেশ্বরে বেধে ।
অথবা রাজিতে বেদা স্মরয়ে তাঁহাকে ॥
কোন কালে চোর ভয় নাহি থাকে তার ॥
কখনই মিথ্যা নহে এই সমাচার ॥
ঐ স্থানে দ্বাদশ লিঙ্গ স্তবর্ণ নির্মিত ।
পারে সেই ব্রহ্মলীল করিতে স্থাপিত ॥
নিয়ন্ত সে অস্ত্রকালে পাপ পরাগতি ।
শাস্ত্রের নির্মিত বাক্য তুমি মহাবর্ত ॥

জিতেন্দ্রিয়, জিত-আত্মা সেই ভাগ্যবান ।
কার্ত্তিকেতে নিত্য করে পাপহরা স্নান ॥
শুন শুন মুনিগণ সেজন কখন ।
যমের আলয়ে নাহি করিবে গমন ॥
চির কাল হবে তার স্বর্গোত্তে বসতি ।
জ্ঞানের ফলেতে পাবে সেই পুণ্যগতি ॥
আর তার নন্দি সম পরাক্রম হবে ।
শিব লোক বাসু তার অবাধে হইবে ॥
মাঘি অমাবস্তা তিথি দিনে সেই নর ।
ভক্তিসহ সন্মর্শন করে বক্রেশ্বর ॥
নিমজ্জ হইলেন আর পাপহরা নীরে ।
কখন না যার সেই যমের মন্দিরে ॥
পাপহরা স্নান আর বক্রেশ্বর মর্শন ।
মাঘে প্রাপ্ত অতি শুভ তপোধন ॥
অতএব ব্রহ্ম সহ ওহে মুনীশ্বর ।
আমার বচনে সবে সেরূপ আচর ॥
গইয়া মানব জন্ম সেই ইহ কালে ।
মাঘ মাসে স্নান করে পাপহরা জলে ॥
কিবা তার বহু পুণ্য কিবা তপ দান ।
কিছুই না হয় সেই জ্ঞানের সন্ধান ॥
বক্রেশ্বর পুরোক্তাগে অন্য লিঙ্গ আছে
জন্মেশ্বর নামে তাহা বিদিত হইবে ॥

পুণ্যকৃতগতিমেবচ । শিবলোকে বসেং সোহপি নন্দিতুল্য পরাক্রমঃ ।

মাঘে মাসি তিথৌ দশৈ বুভুঃ । বক্রেশ্বরঃ প্রভুঃ । নিমজ্জ্য তস্তাং সরিতি ন
যাতি বনমন্দিরং । মাঘে পাপহরান্নানং ভবা বক্রেশদর্শনং । প্রাণসক্তি যুনে
শ্রুতা স্তম্বাদ্যত্নেন তচ্চরেৎ । মাঘে পাপহরান্নানং বৈঃকৃতং মনুজৈরিহ ।
কিং ভেবাং বহতিঃ পুণ্য্যস্তপোদানাদিকৈরপি । ভক্তেশ্বরঃ মহর্ষিঃ বক্রেশ
পুরভো বসেৎ । ভক্তনামা পুরা দৈত্য স্তেনার্চিতং সুরেশ্বরঃ । মাঘে মাসি ভবী-
শানং পূজয়িত্বা বিশেষতঃ । ন যাতি ধর্মরাজেশং কদাচিদপি মানবঃ ।

নবমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ—

ভক্তনামে দৈত্য এক অতি পূর্ব কালে ।
অর্চিলেন সুরেশ্বরে গিরা সেই স্থলে ॥
দৈত্যের নামাহুসারে সেই লিঙ্গবর ।
ভক্তেশ্বর নাম পাইল শুন বুনীশ্বর ॥
মাঘ মাসে সেই শিবে যে করে পূজন ।
কখন না যায় সেই যমের ভবন ॥

বক্রেশ্বর তীর্থ কঁধা পুণ্যদ আখ্যান ।
শুন শুন সাধুজন জুড়াবে পরাণ ॥
কর্ণ পরিতুষ্ট হবে, হবে বহু ফল ।
ইহকালে হবে সদা প্রভুত মঙ্গল ॥
পরকালে স্বর্গবাস অমোঘ বচন ।
জটিল করিল ইহা পরারে রচন ॥

দশমোহিত্যায়ঃ ।

শ্রীভগবোবাচ—

শৃণু তীর্থানি গদতো মানসানি যমানস । তেষু সম্যক্ নরঃ শ্রদ্ধা প্রযাতি
পরমাংগতিং । সত্যং তীর্থং, ক্রমাতীর্থং, তীর্থমিত্তিয়নিগ্রহঃ । দানতীর্থং
দমতীর্থং, সন্তোষতীর্থমুচ্যতে । ব্রহ্মচর্যং পরংতীর্থং তীর্থক প্রিয়বাদিতা । জ্ঞান-
তীর্থং, ধৃতিস্তীর্থং তপস্তীর্থং মুদাহৃতম্ । তীর্থানামপি তীর্থকবিশুদ্ধং মনোজঃ পরঃ । ন
জলাপ্পুত্রেহস্ত্য স্নানং শ্লিথোহভিধীয়তে । স্নাতো যদি বাস্নাতো শুচিঃ শুদ্ধঃ
মনোহমলঃ । যে লুব্ধঃ, পিশুনঃ ক্রুরঃ, দাস্তিকঃ, বিষয়াত্মকঃ । স তীর্থেষুপি
বৈ স্নাতঃ পাপমলিন এবচ । ন শারীরমলত্যাগান্নরোত্তরতি নির্মলঃ । মানসে তু
মলে ত্যক্তে তবত্যস্তঃসুনির্মলঃ । জায়ন্তেচ, ত্রিয়ন্তেচ জলটৈব জললোকসঃ । ন
গচ্ছন্তি পরং স্বর্গং সুবিশুদ্ধেন চেতসা । বিষয়েষুতিসংরাগঃ মানসোমল উচ্যতে ।
তেষেবহি বিরাগশ্চ নৈর্মল্যং সমুদাহৃতম্ । চিত্তমস্তর্গতম্ দৃষ্টং তীর্থ-স্নানৈ
ন'শুধ্যতি । শতশৌচজলে ধৌতং স্নাতাতামিবাশুচি । দানং সত্যং তপঃ
শৌচংতীর্থং সেবাশ্রুতং তথা । সর্ববাণ্যেতানি তীর্থানি যদি ভাবঃসুনির্মলঃ ।

দশম অধ্যায় ।

মানস নামেতে অন্য এক তীর্থ আছে ।
অনস মহর্ষিগণ শুন মম কাছে ॥
তাহার বৃত্তান্ত আমি বলিব একণ ।
স্নানে তথা পরাগতি পার নরগণ ॥
সত্য, ক্রমা, ব্রহ্মচর্য, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ।
দান, দম, সন্তোষাদি সদৃশ সমূহ ॥
তীর্থে পরিগণ্য হয় শুন ঋষিগণ ।
জ্ঞান আর ধৃতি হয় তীর্থোদাহরণ ॥
তীর্থ নাম ও তীর্থ মধ্যে হ'র পরিগণ্য ।
মনস বিজ্ঞি হয় তীর্থ অগ্রগণ্য ॥
জলাপ্পুতে বেহ শিথ সততই হবে ।
স্নাতাতাত তুল্য দ্বার মনে মলা হবে ॥
মনোমল হ'রীতুতে অস্নাতে শুচি হয় ।
সবল হইলে মন স্নানেও শুচি নয় ॥

অতএব যেইজন এই তীর্থে স্নাত ।
সেই ধন্য পুণ্যবান জিভুবনে খ্যাত ॥
লুব্ধ পিশুন ক্রুর দাস্তিক যে জন ।
যে জন বিষয়াসক্ত সর্বদাই হন ॥
সর্বতীর্থ জলে যদি হনু তিনি স্নাত ।
তথাপি মনেই পাপ হবে না বিগত ॥
শরীরের মলত্যাগে কেহ নহে শুচি &
মনোমল পরিত্যাগে না হবে অশুচি ॥
যথা দেখে জললোকস জনমে জলেতে ।
পুনরপি লীন হয় জলের মধ্যেতে ॥
জলে স্নাত জলে স্নাত জলে প্রক্ষালিত
তথাপি না হয় তারা মলহীন চিত্ত ॥
বিষয়েতে অসুযোগ মনের মালিঙ্গ ।
বিকার হইলে তার নির্মলতার গণ্য ॥
অস্তর মধ্যেতে মন স্নান বাস করে ।
অলেকি কখন তার মলিনতা হয়ে ?

নিগৃহীতেন্দ্রিয়গ্রাসো যত্বেব বসতে নরঃ । তস্ত তত্র কুরুক্ষেত্রং নৈমিষং
পুরুবাণিচ । জ্ঞানপুতে জ্ঞানজলে রাগদেবমলাপহে । বঃ স্নাত্তি মানসে তীর্থে
স স্নাত্তি পরমাং গতিং । এতন্তে কথিতং রাজন্ মানসং তীর্থলক্ষণং ।

অথ মানসতীর্থোপদেশে দশমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

যথা সুরাভাণ্ড শুচি না হইবে কভু ।
শতবার শুচি জলে ধুইলেও তবু ॥
দান, সত্য, তপঃ, শৌচ, দেবে স্তুতি তথা ।
শুদ্ধ না হইলে মন সকলই মিথ্যা ॥
ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করি যেই বিচক্ষণ ।
স্থানাস্থান ভেদ শূন্তে যে খানেই রন ॥
সর্ব স্থান তাঁর পক্ষে পরম পবিত্র ।
নৈমিষ পুরুষ কিংবা তুল্য কুরুক্ষেত্র ॥

রাগ দেব রূপ মনোমালিন্য সকলে ।
অপনীত করে যেই নিজ জ্ঞান জলে ॥
তাহাকে মানস তীর্থে স্নাত বলা যায় ।
অন্তকালে নিশ্চয় সে পরাগতি পায় ॥
মানস তীর্থের এই সকল লক্ষণ ।
উপরেতে বর্ণিলাম সংক্ষেপে রাজন্ ॥
দশম অধ্যায় হয় অতি সুললিত ।
অটল ঠাকুর তাহা গাইলেন স্নীত ॥

একাদশোধ্যায়ঃ ।

শ্রীব্রহ্মোবাচ—

অগ্নিন্ বক্রেশ্বরক্ষেত্রে দক্ষিণক্রমো যো গতঃ । ক্ষারকুণ্ডাদিতীর্থানাং যাত্রাং
কুর্ধ্যাদিচক্ষণঃ । আদৌ বক্রেশ্বরক্ষেত্রং গত্বা স্নাত্বা নদীংপুমান্ । ক্ষৌরং কুত্বা
হরং পশ্যেৎ কুর্ধ্যাত্তীর্থোপবাসনং । পঞ্চতীর্থবিধানস্ত শৃণুস্ত মুনিপুঙ্গবাঃ । পঞ্চ-
তীর্থবিধানেন কর্তব্যং তীর্থমুত্তমম্ । হস্ত-পাদং চ প্রক্ষাল্য মনোবাক্কাযকর্ম্মভিঃ ।
ক্ষেত্রোপবাসমাস্থায় তিষ্ঠেদ্বক্রেশসন্নিধৌ । প্রজ্জ্বাল্য ঘৃতদীপং তু রাত্ৰৌ
জাগরণং চরেৎ । গীতবাদ্যৈস্তথা নৃত্যৈঃ ক্রীড়াকৌতুকমঙ্গলৈঃ । অপরেহহনি
সংপ্রাপ্তে ক্ষেত্রে পরম দুর্লভে । প্রথমং ক্ষারকুণ্ডস্থ বর্ষরিণা স্নানমাচরেৎ । কুত্বা
সংকল্পমভ্যর্চ্য বিধিনানেন ভোদ্বিজাঃ । স্নাত্বা দর্ভোদকে নাপি সর্ববপাটৈঃ
প্রমুচ্যতে । মন্ত্রং—ওঁ মহাক্ষারাক্ষিসংজাতঃ মহাপাতকনাশনঃ । হরত্বং ক্ষার
কুণ্ডোহসি যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতং । শিবস্ত মূর্তয়ে দেব ক্ষারোদয়ে হরায়চঃ । পবিত্র-

একাদশ অধ্যায় ।

শুন শুন মুনিগণ অপূর্ব কথন,
রম্য এই শিবক্ষেত্রের অশ্রু বিবরণ—

এই বক্রেশ্বর ক্ষেত্রে ক্রম দক্ষিণেতে,
বিচক্ষণ লোক সব ভ্রমণ করিয়া,
ক্ষার কুণ্ড আদি তীর্থ পাইবে দেখিতে,
যথা পাপ হরা নদী যাইছে বহিয়া । ১

প্রথমে যাইয়া এই পুণ্য ক্ষেত্র বরে,
স্নাত হইবেন তিনি নদী শ্রেষ্ঠা জলে,
ক্ষৌর করি দেখিবেন দেব মহেশ্বরে,
করিবেন অপনীত পাতক সকলে । ২

পঞ্চতীর্থে বিধিমতে তীর্থ ক্রিয়া করি,
পঞ্চ তীর্থ বিধি এই শুন মুনিবর,

মন ও বাক্য দ্বারা কর্তব্য আচরি,
প্রক্ষালিবে হস্ত পদ হরে যত্নপর । ৩

ক্ষেত্র উপবাস পরে আচরি বিধানে,
বক্রেশ্বরের সন্নিধানে বসতি লইবে,

প্রজ্জ্বলিয়া ঘৃত দীপ রাত্রি জাগরণে,
গীত বাজ নৃত্য ক্রীড়া কৌতুক করিবে । ৪
পরে সে দুর্লভ ক্ষেত্রে অপর দিবসে,
অগ্রে ক্ষার-কুণ্ড জলে করিবেন স্নান,
বিধান মতে সংকল্প করি অবশেষে,
সংযত করিয়া চিত্ত শূন জ্ঞানবান্ । ৫
পুনঃ সেই মহাক্ষেত্রে পরদিন প্রাতে,
স্নান শুদ্ধি লাভ সেই ক্ষার-কুণ্ড নীরে,
সংকল্প করিয়া যথা বিধান মতে,
অভ্যর্থনা করিবেন বিগুহ অন্তরে । ৬
দর্ভজলে স্নাত হলে এই কুণ্ডবর,
সকল পাতক তার হরিবে নিশ্চয়,
“ওঁ ক্ষারাক্ষি সংজাত এই কুণ্ডেশ্বর,
হর মম পূর্ব কৃত পাতক নিশ্চয় । ৭

শিব মূর্তিধারী তুমি পাপ-প্রমোচন,
নমঃ হে পবিত্র মূর্তি দেব দেবেশ্বর,
কর প্রভো দাস প্রতি কৃপাবলোচন,
নমস্কার নমস্কার কুণ্ডরূপী হর । ৮

মূর্তয়ে তুভ্যং নমঃ পাপাস্তকারক । জন্মজন্মকৃতং পাপং ব্যাপাদয় মম প্রভো ।
সংসারার্ণবমগ্নস্ত কৰ্ণধারত্বমাত্রজ ।

অন্বোবাচ—

“কারকুণ্ডস্ত পূর্বে তু ভাগে সিদ্ধনিষেবিতে । অস্তি তৎতৈরবং কুণ্ডং সৰ্ব-
পাপপ্রণাশনং ততোগচ্ছেন্নরোভক্ত্যা কুণ্ডং তৈরবসংজিতং । গৃহীত্বা তচ্ছ্রবণ-
ভক্ত্যা মদ্রমেতৎ সমুচ্চরেৎ মদ্রং—অনেকজন্মসমুতং নানাযোনিষু যৎকৃতং ।
পাতকং যাতু মে নাশং তৈরবাস্তুনিষেবনাৎ । অগ্নিকুণ্ডং মহাপুণ্যং সৰ্বপাপ
বিনাশনং । অস্তি তৈরবকুণ্ডস্ত পূর্বেহস্মিন্ মুনিসত্তমাঃ । ততোহগ্নিকুণ্ডপয়সা
দৰ্ভসংস্থেন যো নরঃ । অভিষেকং প্রকুৰ্ববস্তি মদ্রেনানেন ভক্তিতঃ । মদ্রং—ও
মহানৃসিংহরূপোহসি সৰ্বপাপপ্রণাশনঃ । তদ্বারিস্পর্শনাদ্ভাতু মম পাপম-
শেষতঃ । ও হমগ্নে সৰ্বভূতানাং মদ্রৈশ্চরসি পাবকঃ । জলরূপ নমস্তুভ্যং সৰ্ব-
লোকৈকজীবনং । যৎ পাপং যৌবনে বাল্যে বার্কিক্যে সমুপার্জিতং । তৎসৰ্বম্
হর মে দেব বহ্নিরূপ জলাশয় অগ্নিকুণ্ডস্ত পূর্বেতু জীবকুণ্ডং মুনীশ্বর । সৰ্বা-
ঘনাশনংচাস্তি সৰ্বরোগনিবারণং । জীবকুণ্ডং ততোগচ্ছেৎ মদ্রেনানেন তত্রৈব ।
স্নানং কুর্যাৎ প্রযত্নেন নিঃশেষাঘোপশাস্তয়ে ।

নাশ মম জন্মার্জিত কলুষ কলাপ,
সংসার-সমুদ্র মধ্যে ভুমি কৰ্ণধার,
হর মম পাপ রাশি হর মনস্তাপ,
করি আমি তব পদে শ্রুত, নমস্কার” ১৯
যেই মহাত্মনু এই পূর্বোক্ত প্রকারে,
স্নান করি ক্ষার-কুণ্ডে করিবে প্রার্থনা,
“পূজিবেক কুণ্ডরূপী দেব মর্হেশ্বরে,
অবিলম্বে যাবে তার সংসার যাতনা । ১০

তৈরব-কুণ্ড ।

শুন শুন মুনিগণ শুন পুনর্বার ।
তৈরব-কুণ্ড উপাখ্যান করিব প্রচার ॥
কারকুণ্ড পূর্বভাগে সিদ্ধ নিষেবিত ।
এক কুণ্ড দেখা যায় রয়েছে স্থাপিত ॥
তৈরব কুণ্ড বলি তার হয় অভিধান ।
পরম পবিত্র কুণ্ড, কুণ্ডের প্রধান ॥
যেই জন এই জল করি উত্তোলন ।
মুখে উচ্চারণ করে নির্দেয় বচন ॥

“বহু জন্ম হয় মম সংসার ভিতরে ।
“বহু যোনি ভ্রমিয়াছি এই চরাচরে ॥
“সর্ব জন্মে-সর্বযোনি-সমুত কলুষ ।
“এই অগ্নি নিষেবনে হউক বিনাশ ॥”
পাপ তার সঙ্গে সঙ্গে হইবেক ক্ষয় ।
সত্য সত্য মম বাক্য নাহিক সংশয় ॥

অগ্নিকুণ্ড ।

এই কুণ্ড পূর্বভাগে এক কুণ্ড আছে ।
অগ্নিকুণ্ড নামে তাহা বিরাজ করিছে ॥
সেই কুণ্ড হয় সর্ব পাপ বিনাশন ।
শুন শুন মুনিগণ, তার বিবরণ ॥
সেই কুণ্ডে গিয়া যেবা দর্ভের সংস্থানে ।
জল লয়ে এই বাক্য বলে মনে মনে ॥
“হে নৃসিংহ রূপধারী সর্ব পাপ হর ।
“তব বারি স্পর্শি আমি পাপ নাশ কর ॥
“সর্বভূত-মদ্ররূপ নমঃ হে পাবন ।
“নমঃ জলরূপধারীজগত-জীবন ॥

ওঁ স্নানং তত্তজীবনে দেব বাবজীবনমর্জিতং । ক্ষয়ং মে দূরিতং বাতু মুক্তিং
দেহি সদামৃত । সৌভাগ্যসংজিতং কুণ্ডমস্তি তত্র স্বিজোত্তমাঃ । দক্ষিণে জীবকুণ্ডস্ত
সর্বসৌভাগ্যবৃক্ষয়ে । পার্বণীশ্বেদসংজাতঃ মহেশান্সসমুদ্ভবঃ । উদ্বারি-
শ্নানং চাহস্মাকং সৌভাগ্যং চাস্তু সর্বদা ।

ওঁ সৌভাগ্যাস্তু স মগ্নস্ত সৌভাগ্যমুপজায়তে । সর্বসৌভাগ্যসংযুক্তো
ভবেয়ম্ জন্মজন্মানি । দক্ষিণে বহুকুণ্ডঃ বৈতরণী পাপমোচনী । তমাক্রম্য
নরোমুচ্যেৎ শঙ্কটোৎ যমদর্শনাৎ । ওঁ যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদা ।
স চ নদী মহাঘারা প্রসীদ তরণী ভব । হং ভবিষ্যামি ভক্ত্যা হং প্রসীদ তাপ-
হুংখিতে । পরিত্রাহি নমোদেবি সর্বপাপপ্রণাশনি । মহোত্তার্নানি হে তপ্তে মাং
প্রসীদ সুরেশ্বর । পুনর্নহং ভবিষ্যামি তাক্ষ বৈতরণী নদীং ।

তস্মিন্ ক্ষেত্রবরে রম্যে নাম্না পাপহরা সরিৎ । সর্বপাপহরাচার্য্যস্ত ক্ষারকুণ্ডস্ত
দক্ষিণে । ততঃ পাপহরা গচ্ছেৎ সর্বপাপপ্রমোচনী । কুর্য়্যাস্তচ্ছলিলে শ্নানং
মন্ত্ৰেণানেন ভক্তিতঃ ।

“হর মম যত পাপ করি বাল্যকালে ।

“যৌবনে বার্কিকো কিংবা স্ন কালে অ-কালে”।

তাহার সকল পাপ হয় বিনাশন ।

যেই জন্মে যেইরূপ করিল অর্জন ॥

জীবকুণ্ড ।

শুন শুন ঋষিগণ অস্ত্র বিবরণ ।

জীব কুণ্ড আছে তথা সর্বাঘ নাশন ॥

সর্ব রোগ নিবারণ এই কুণ্ডে হয় ।

বেদের সম্মত ইহা নাহিক সংশয় ॥

সেই স্থানে গিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণে ।

সর্ব পাপ নাশ হয় কবিলে বিধানে ॥

নমঃ প্রভো হর রূপী সংসারজীবন ।

শ্নান করি তব জলে আর আচমন ॥

নাশহ আমার পাপ করি চির দিনে ।

অথবা যে পূর্ব জন্মে করি অস্ত্র স্থানে ॥

হর চূড়ামণি তুমি অমৃত পূরিত ।

এই স্নানমীর পানে হইলাম প্রীত ॥

মুক্তি দেহ সদামৃত, হই হে প্রণত ।

বিনাশ দূরিত মম জন্মে জন্মকৃত ॥

সৌভাগ্য-কুণ্ড ।

এই কুণ্ড দক্ষিণেতে অস্ত্র কুণ্ড আছে ।

সৌভাগ্য নামেতে তাহা বিখ্যাত হয়েছে ॥

এই কুণ্ড জলে যে মানব করে শ্নান ।

সর্ব পাপ বিনাশান্তে শুভ ভাগ্য পান ॥

এই কুণ্ড-জল, লোকে হয়েছে বিখ্যাত ।

মহেশান্স সমুদ্ভূত, হ্রগীশ্বেদ জাত ।

তব বারি শ্নানে মম হউক সৌভাগ্য ।

ভোগ করি চিরকাল শরীর আরোগ্য ॥

সৌভাগ্য কুণ্ডকে স্তব ও প্রণাম—

নমঃ হে সৌভাগ্য-কুণ্ড ভাগ্যদায়ী তুমি ।

জন্মে জন্মে ভাগ্যবান্ হই যেন আমি ॥

বৈতরণী ।

ব্রহ্মকুণ্ড হৈতে তার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে ।

পুণ্য-তোয়া বৈতরণী বহে অমুক্ণে ॥

নরগণ যদি তাহা করে অতিক্রম ।

শঙ্কটে না পড়ে কভু দেখিলেও যম ॥

শ্নান ও অতিক্রম করিবার মন্ত্র—

“যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণি ॥

“শ্নান করি তব জলে ওগো, বরাননি ।”

মন্ত্র—ওঁ ত্রিকুণ্ডলিনিস্থিতো দেবি হরাভিষেককারিণি । নাম্না পাপহরাসি হং
মম পাপহরা ভব । যৎ পাপং যৌবনে বাল্যে কোমারে চাস্ত্রমে কৃতং । তৎ
সর্বং হর মে দেবি নমঃ পাপহরেহশ্বিকে । নমঃ পাপহরে দেবি দেবলোকেইতি
বিশ্রুতে । ত্রয়ি স্নানেন দানেন পাপং মে যাতু সংক্ষয়ং । জন্মকোটিসহস্রৈশ্চ
যৎ পাপং সমুপার্জিতং । তনাশয়িত্বা মাং পাহি হরবক্রেশ্বরপ্রিয়ে । জীবকুণ্ডস্য
ঈশানে ব্রহ্মকুণ্ডং প্রতিষ্ঠিতং । ভক্তিমুক্তিপ্রদং নৃণামস্তি সর্ববাঘনাশনং ।
ব্রহ্মকুণ্ডে ততঃস্নাত্বা বাক্যমেতদুদীরয়েৎ । ব্রহ্মণ্ চতুর্মুখোহসিদ্ধং সর্বদেবৈশ্চ
পূজিতঃ । দেবেশঃ জনকঃ শ্রীমান্ সর্বপাপক্ষয়ং কুরু । ওঁ নমঃ শিবায়
শান্তায় সর্বপাপহরায় চ । ব্রহ্মবিষ্ণুস্বরূপায় তুভ্যং নিত্যং নমো নমঃ । দ্রবরূপঃ
মহাদেব জগন্নিস্তারকারক । যৎ যৎ ময়াকৃতং পাপং ততঃ নাশয় সেবনাৎ ।
শ্বেতগঙ্গেতি বিখ্যাতং কুণ্ডং সর্ববাঘনাশনং । অস্তিতং ব্রহ্মকুণ্ডস্য পূর্বভাগে
দ্বিজোত্তমাঃ । শ্বেতগঙ্গাং ততো গচ্ছেৎ শ্বেতপুষ্পৈঃ প্রপূজ্যতাং । তত্র স্নানং নরঃ
কুৰ্য্যান্মল্লোপায়েন ভক্তিতঃ ।

“ভবমার্গবে মোরে পার ক’রে দিও ।

“সাগরের কূলে মম তরঙ্গী হইও ॥

“ভক্তিচিন্তে এই আমি করি অতিক্রম ।

“পরিজ্ঞান করো দেবি আমি নরাধম ॥

পাপহরা ।

“মহোত্তীর্ণানি হে তপ্তে তুষ্টা হও তুমি ।

“পুনঃ অতিক্রম যেন নাহি করি আমি ॥”

পুনরপি ক্ষেই ক্ষার কুণ্ডের দগ্নিণে ।

সর্ব পাপহরা নদী বহে দিনে দিনে ॥

যিনি এই নদীজলে করিয়া বিধান ।

নিম্ন মত মন্ত্র পাঠে করিবেন স্নান ॥

মন্ত্র—

“অসি ত্রিকুণ্ড নিঃস্থতা দেবি পাপহরা ।

“নাম গুণে হও দেবি মম পাপহরা ॥

“বাল্যে যৌবনে কিংবা বার্কক্ষে কোমারে ।

“যত পাপ করি আমি ওগো পাপহরে ॥

“সর্ব পাপ হর দেবি, করি নমস্কার ।

“বার বার শতবার শত শত বার ॥

“নমঃ পাপহরে মাতঃ দেবলোকে ধাত ।

“তব জলে করি স্নান যথাবিধি মত ॥

“জন্ম জন্মার্জিত মম কলুষ নিচয়ে ।

“নাশ করি, ত্রাণ কর, ওগো হরপ্রিয়ে ॥”

তার সর্ব পাপরাশি হইবে নিধন ।

তাহাতে অন্তথা নাহি হয় কদাচন ॥

ব্রহ্মকুণ্ড ।

জীবকুণ্ড ঈশানেতে ব্রহ্মকুণ্ড নামে ।

অন্ত এক কুণ্ড আছে বক্রেশ্বর নামে ॥

ভক্তিমুক্তি প্রদ সেই কুণ্ডেশ্বর হয় ।

মানবের পাপরাশি সত্ত্ব করে ক্ষয় ॥

এই ব্রহ্মকুণ্ডে গিয়া শত শত জনে ।

স্নান করে প্রার্থে আর নিম্ন প্রকরণে :—

“সর্বদেব পূজনায় তুমি হে ব্রহ্মণ ।

“সর্বপাপ ক্ষয়, প্রভো, করগো শ্রীমন্ ।

“ওঁ নমঃ শিব শান্ত সর্বপাপ হর ।

“ব্রহ্মা বিষ্ণু স্বরূপ তোমার নমস্কার ॥

“দ্রব-রূপ মহাদেব জগত তারক ।

“যত যত পাপ করি হওগো হারক ।

শ্বেতাঙ্গে, দেবি গঙ্গে, হর-মুকুটলসল্লোলকল্লোল-মালে । ভ্রামষ্ঠাত্রা স্বং
সুরাণামচিরমমৃত দেবি দ্বোদোলন-ভঙ্গে । রুদ্রাঙ্গে, রুদ্ররূপে সুরজন-নিলয়ে
ধাত্রিকে, স্বর্গমার্গে । ভাব্যে দিব্যে স্বরূপে হর মম দুরিতং মোক্ষদে বিশ্বরূপে ।
জন্মকোটিসহস্রৈঃ যৎপাপং সমুপার্জিতং । মজ্জনে চ মে তৎস্বং ব্যাপাদয় সুরা-
লয়ে । আজন্ম মরণং যাবৎ পবিত্রা বা মহীতলে । মাং প্রসাদ সিতে দেবি,
রক্ষ মাং ভবসাগরাৎ । স্বংপ্রসাদাৎ সুরানন্দে, পাপানি যাস্তি নাশতাং । সর্বভূত-
সমাবৃত্তা ভবেয়ং সুর-পূজিতে । শ্বেতকীর্তি মহাশ্বেতে গঙ্গে সর্বাঘনাশিনী ।
জন্মকোটিকৃতং পাপং হর বক্রেশ-বল্লভে । অজ্ঞানাৎ জ্ঞানতো বাপি বশ্ময়া-
দ্রুতং কৃতং ॥ তৎসর্বং হর মে দেবি শ্বেতগঙ্গে নমোস্তুতে ।

উত্তরে শ্বেতগঙ্গায়াঃ পুত্রৈশ্বর্য্যমুখপ্রদে । বর্ত্তেত বিধিবৎ কৰ্ম্ম বটরূপং প্রপূজ্যচ ।
অত্রশ্রদ্ধাঃ প্রকুব্বীত পিতৃণাং যতমানসঃ । যথাশক্তিচ বিপ্রৈভ্যাং দানং দত্তাৎ
সমাহিতঃ । বটস্তত্র মহানন্তি নাম্নাক্ষয় ইতীরিতঃ । কৃত্বা প্রদক্ষিণং ভক্ত্যা
শিবভাবেন সংস্পৃশেৎ । ওঁ হরিবল্লভ বৃক্ষেন্দ্র হরমূর্ত্তিধরাক্ষয় । কল্পবৃক্ষ-
স্বরূপোহসি মম পাপক্ষয়ংকুরু । বটরূপসমীপেতু মাধবং যে নরোত্তমাঃ । প্রপশুস্তি

শুন শুন দ্বিজগণ আর অত্র কথা
সর্বপাপ-নাশা-গঙ্গা অধিষ্ঠান তথা ॥
এই স্থানে পাপহরা অতিক্রম করি ।
পূজিবে পবিত্রা নদী এই মন্ত্র পড়ি ॥
শ্বেত পুষ্প দিয়া তারে পূজিবে বিস্তর ।
ভূষ্টা যেন হনু, দেবী তোমার উপর ॥

মান মন্ত্র—

শ্বেতাঙ্গে, হরমুকুট লসৎ দেবি গঙ্গে ।
দেবের অমৃতদারী দেবি দ্বোদোলন ভঙ্গে ॥
রুদ্ররূপে, সুরজন-নিলয়ে ধাত্রিকে রুদ্রাঙ্গে ।
ভাবে দিব্যে স্বরূপে বিশ্বরূপে অতুলতরঙ্গে ।
কোটি জন্মার্জিত পাপহর চাহি করুণা অপাঙ্গে
সুরালয়ে তব জলে করিতেছি নান ।
প্রসন্ন হইয়া মোরে কর পরিজ্ঞান ॥
ভূষ্টা হ'য়ে পারি কর এ ভব সাগরে ।
সুরানন্দে হর মম কলুব নিকরে ॥
মমভাবে অধিষ্ঠিতা আছ সর্বভূতে ।
ভবান্নবে রক্ষা কর মা সুর পূজিতে ॥

মাতঃ শ্বেতগঙ্গে তুমি সর্বাঘ নাশিনী ।
জন্মকোটি কৃতপাপ হর শুভাননি ॥
অজ্ঞানে সজ্ঞানে যত পাপ মম হয় ।
নমঃ নমঃ শ্বেতগঙ্গে কর সব ক্ষয় ॥
পুত্রৈশ্বর্য্য বৃদ্ধিপ্রদ গঙ্গার উত্তরে ।
বিধিমত পূজা কর বটরূপী হরে ॥
হইয়া সংযত চিত্ত পিতৃলোক গণে ।
সন্তুষ্ট করহ ঋষি, সপিও প্রদানে
বিপ্রগণে যথাশক্তি কর সবে দান ।
যেই স্থানে দেখে সেই বট বিত্তমান ॥
সেই শুদ্ধাক্ষয় বটে করহ পূজন ।
তদন্তর তথা হ'তে হও নিবর্ত্তন ॥
পুনরায় ভক্তিভাবে বটরূপী শিরে ।
সংস্পর্শ ও প্রদক্ষিণ বিধানে করিবে ॥
পরে কর সব তাঁরে নিয়োক্ত প্রকারে ।
“হর বল্লভ, হরমূর্ত্তি রক্ষা কর মোরে ॥
“কল্প বৃক্ষ স্বরূপ কামদ বৃক্ষবর ।
“নমঃ তব মূলে মম পাপ ক্ষয় কর ॥”

মুনিশ্রেষ্ঠা স্তেবাং মুক্তিঃকরেন্দিতা । ৩° শ্রীমন্ মাধব দেবেশধর্ম্যকামার্থমোক্ষদ ।
সর্বেশ্বর জগদ্ধাম দেবদেব নমোহস্ততে । মাধবস্ত সমীপেতু সর্বদেবান্ সমাগতান্ ।
সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাদৈঃ কামধেনুঞ্চ পূজয়েৎ ।

• ততো বৃষং সমালিঙ্গ্য সংপশ্চোদ্ধক্রমীশ্বরং । ততোহতিষিচ্য পাত্যঠৈঃপূজয়েচ্চ
যথাক্রমং । অষ্টাবক্রার্চিত দেব পরমাত্মন্ নিরঞ্জন । গৌরাশ সর্বজীবাত্মন্
পাপসংহার-কারক । সংসারকারণাতীত, গুণাতীত নিরঞ্জন । বিরূপাক্ষ নমস্তুভ্যং
মহেশ্বর নমোহস্ততে । অনেন প্রার্থনাং কৃৎ পূজয়িত্বা মহেশ্বরং । সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা
নরোভবতি মাণ্ডথা । অনেন বিধিনা যন্তু সংপশ্চোদ্ধক্রমীশ্বরং । ইহ সর্ববস্তুখৈষু ক্তো
ভূত্বা তিষ্ঠেন্ন চান্দ্রথা । পরত্র শিবসায়ুজ্যং শিবেন সহ মোদতে । ইয়ং ক্ষেত্রং পরং
রম্যং অষ্টাবক্রবিনির্মিতং । যঃস্মরেৎ প্রণমেৎ বাপি সর্বপাপাং প্রমুচ্যতে ।
যশ্চৈতৎ শৃণুযাদুক্ত্য দেবব্রাহ্মণসন্নিধৌ । পঠেৎ বা পাঠয়েৎ বা পি সোহপি
সদগতিমাপ্নুয়াৎ ।

ইতি শ্রীশ্রীভক্তাণ্ডপুরাণে শ্রীশ্রীবক্তেশ্বরমাহাত্ম্যং সমাপ্তং ।

এ বট সন্নিধানে মাধবে যে নরে ।
সভক্তি দর্শন করে মুক্তি পায় করে ॥
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষপ্রদ শ্রীমাধব ।
সর্বেশ্বর জগদ্ধাম দেব মহাদেব ॥
নিকটে সকল দেব হয়ে সমাগত ।
গন্ধ পুষ্পাদির সহ পূজে ভক্তিমত ॥
তদনন্তর, মহাদেব করি আলিঙ্গন ।
অষ্টাবক্রেশ্বর দেবে করহ দর্শন ॥
পরে তাঁর পূজা আদি করিবে বিধানে ।
পরমা ভক্তিতে আর সাধ্য একরণে ॥
“অষ্টাবক্রার্চিত দেব, পরমাত্মা নিরঞ্জন ।
গৌরীশ সর্ব জীবাত্মা সর্ব পাপ নিহনন ॥
সংসার, কারণাতীত গুণাতীত, গুণেশ্বর ।
বিরূপাক্ষ দেব নমঃ নমঃ মহেশ্বর—”
এইরূপে বিশেষরূপে অর্চনা করিবে ।
সর্বপাপ বিশুদ্ধাত্মা নিশ্চয় হইবে ॥
এই বিধি মতে যিনি দেবেশ বক্রেশে ।
পূজেন সভক্তি-চিত্তে অশেষ বিশেষে ॥
ইহকালে চিরস্থখ করেন সমস্তোগ ।
আবুঝি হয় তাঁর নাহি হয় রোগ ॥

পরকালে নিশ্চয় তার শিবলোকে গতি ।
ইহাতে সংশয় নাই শুন শুদ্ধমতি ॥
এইখানে শেষ হইল কথা পুরাতন ।
পরম নিগূঢ় ইহা শুন সর্বজন ॥
বলরে অবোধ মন বল হরি হরি ।
ভবান্নবে পাবে তাঁর শ্রীচরণ-তরি ॥
পুত্র কলত্রাদি সবে কিছু না করিবে ।
ক্ষণেকের তরে মাত্র ক্রন্দন করিবে ॥
টানিয়া ফেলায়ে দিবে মদীতে নালাতে ।
যদি নাহি জুটে কড়ি দাহন করিতে ॥
অথবা দিবেনা কড়ি মায়ায় পড়িয়া ।
ক্রিমীময় হবে দেহ পচিয়া পচিয়া ॥
অথবা ছিঁড়িয়া থাকে শৃগাল কুকুরে ।
সদা কেন মূর ভাই শ্রী পূজ তরে ॥
বিষয় আশর পুত্র স্ত্রী পরিবার ।
ভাবিয়া দেখহ কেহ না হয় তোমার ॥
সমনে দমন কেহ করিবে না, হায় ।
ধরিয়া লইয়া যাবে বান্ধিয়া গলায় ॥
অতএব ছাড় ভাই সংসারের মায়া ।
ভাব সেই হরি পদ এক মন হৈয়া ॥
অতীব পবিত্র এই পুণ্যদ আখ্যান ।
জটিল চক্রবর্তী কহে শুনে পুণ্যবান ॥

পরিশিষ্ট ।

বক্রেশ্বর-দর্শন-বিষয়ক-বর্ণনা ।

আদৌ বক্রেশ্বরং গতা, ক্ষৌরং কৃতা, পাপহরাজলে স্নাত্বা, দেবান্ পিতৃনু সন্তপ্য, যথা-
সম্ভবসম্ভারৈরৈর্যৈরবাহনরহিতং পার্শ্বগবিবিনা শ্রাদ্ধং বিধায়, হরং দৃষ্ট্বা, তীর্থোপবাসং
কুৰ্য্যাৎ । হস্তৌ পাদৌচ প্রক্ষাল্য একমনাঃ স্নাত্বৌ যুতপ্রদীপং সংজ্বাল্য, গীতবাণাদিভিঃ
জাগরণং কুৰ্য্যাৎ । অপরেহহনি পাপহরাজলে স্নাত্বা কৃতনিত্যকৃত্যকুণ্ডবাণ্যং কুৰ্য্যাৎ ।
ততঃ প্রথমং ক্ষারং কুণ্ডং গতা সংকল্পং কুৰ্য্যাৎ । ওঁ অদ্যেত্যাদি (শ্রীবিষ্ণোরোম্ তৎসৎ
অমু অমুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রশ্রীঅমুকদেবশর্মণঃ) জন্মজন্মকৃতা-
শেষপাপপ্রমোচনকালে কুশাগ্রেণ ক্ষারকুণ্ডোদকেন স্নানমহং করিষ্যে । পুটাজলি—ওঁ
মহাক্ষারাক্ষিসংজাত মহাপাতকনাশন । ক্ষারকুণ্ড হরাত্ত্বং যন্ময়া দ্রুতং কৃতং । শিবস্ত
মূর্ত্তয়ে দেব ক্ষারোদয়হরারচ । পবিত্রমূর্ত্তয়ে তুভ্যং নমঃ পাপান্তকারক । জন্মজন্মকৃতং
পাপং ব্যাপাদয় মম প্রভো । সংসারার্ণবমগ্নস্ত কৰ্ণধারত্বমাত্রজ । ইতি পঠিত্বা কুশাগ্রেণ
স্নায়্যাৎ । (১) এততস্ত পূর্বে ভৈরবকুণ্ডং গতা সংকল্পং কুৰ্য্যাৎ । ওঁ অদ্যেত্যাদি * * *
নানায়োনিষু নৈকজন্মকৃতাশেষপাপনাশনকামোভৈরবকুণ্ডোদকেন স্নানমহং করিষ্যে ।
তজ্জলং গৃহীত্বা মন্ত্রমেতৎ পঠেৎ । ওঁ অনেকজন্মসমুতং নানায়োনিষু যৎকৃতং । পাতকং
যাতু মে নাশং ভৈরবাস্তোনিষেবনাৎ ।

(২) ততঃ তৎপূর্বে বহ্নিকুণ্ডং গতা সংকল্পং কুৰ্য্যাৎ । ওঁ অদ্যেত্যাদি । বাল্যযৌবন
বার্দ্ধক্যে সপ্তজন্মকৃতাশেষপাপক্ষয়পূর্বকবিষ্ণুলোকগমনকামোহগ্নিকুণ্ডোদকেন কুশা-
গ্রেণ স্নানমহং করিষ্যে । ওঁ মহানৃসিংহরূপোহসি সর্বপাপপ্রনাশন । ত্বদ্বারিস্পর্শনাৎ
যাতু মম পাপমশেষতঃ । ত্বমগ্নে সর্বভূতানামন্তঃচরসি পাবক । জলরূপ নমস্তভ্যং সর্বপাপং
ব্যাপাদয় । নমস্তে শিবরূপিণে শিবার্থং তিষ্ঠসে নৃণাং । কুশাগ্রসংস্পৃশ্যজলেন
হর মে দেব নিশ্চিতং । যৎ পাপং যৌবনে বাল্যে বার্দ্ধক্যে সমুপার্জিতং । তৎ সর্বং হরমে দেব
বহ্নিরূপ জলাশয় । ইতি মন্ত্রেণ কুশাগ্রেণ শিরসি জলং দত্ত্বাৎ । (৩) ততস্তৎপূর্বে জীবকুণ্ডং
গতা সংকল্পং কুৰ্য্যাৎ । ওঁ অদ্যেত্যাদি * * * যাবজ্জন্মকৃত নিঃশেষাপানোদন-
পূর্বকযমালয়াদর্শনকামো জীবকুণ্ডোদকেন কুশাগ্রেণ স্নানমহং করিষ্যে । ওঁ স্নাত্বা
তজ্জীবনেনাগ্নং যাবজ্জীবং স্নায়ার্জিতং । নাশয়ামি নমস্তভ্যং সর্বলোটেকজীবনম্ ।
হরচূড়ামণি স্বংহি অমৃতস্তে পিবাম্যহং । ক্ষয়ং মে হরিতং যাতু মুক্তিং দেহি সদামৃতং ।
ইতি পঠিত্বা কুশাগ্রেণ স্নায়্যাৎ । (৪) তদক্ষিণে সৌভাগ্যকুণ্ডং গতা তত্র শান্মলিক্রমঃ *
ভৈরবরূপং পূজয়েৎ । ওঁ অদ্যেত্যাদি সর্বপাপবিনিশ্চুক্তযমালয়াদর্শনকামো শান্মলি
পাদপদ্মং ভৈরবং পূজয়িষ্যে । ওঁ ভৈরবায় নমঃ । ইতি পাণ্ডাদিভিঃ সংপূজ্য । ওঁ দিগম্বরঃ
জবাবর্ণঃ জরাময়ণরজ্জিতং । চারুচক্ৰং জটাজুটং ভৈরব ত্বাং নমাম্যহং । দক্ষী-
করীগোপেতং কিঙ্কণিমেষলাবিতং স্বর্ণপিঙ্গজটাতারং ভৈরব ত্বাং নমাম্যহং । ইতি
মুদ্রাতাং সংপূজ্য যমসদর্শননিবৃত্তয়ে শান্মলিং নমস্কুৰ্য্যাৎ । (৫) ততঃ সৌভাগ্যকুণ্ডং

* (অতি অল্পদিন হইল এই মহাক্রমটি বিষ্ণু হস্তরায় পাতিত হইয়াছে ।)

গঙ্গা স্নায়াৎ। ওঁ অণ্ডেত্যাদি সৰ্বপাপবিনাশনপূৰ্বকসৰ্বসৌভাগ্যবুদ্ধিকামো সৌভাগ্য
কুণ্ডোদকেন কুশাগ্ৰেণ স্নানমহং করিষ্যে। ওঁ সৌভাগ্যান্তসি মমস্য সৌভাগ্যমুপজ্ঞাতো ॥
সৰ্বসৌভাগ্যসংযুক্তো ভবেয়ং জন্মজন্মনি।

পার্বতীস্বৈদসংজাত মহেশাস্তসমুদ্ভব। স্বদ্বারিস্নানতোহিস্মাকং সৌভাগ্যকাস্ত সৰ্বদা।
ইতি পঠিত্বা কুশাগ্ৰেণ স্নায়াৎ। (৬) তদক্ষিপে বৈতরনীং গঙ্গা সংকল্পং কুৰ্ব্বাৎ। ওঁ
অণ্ডেত্যাদি যমদৰ্শনমোচনকামো বৈতরনীং তরিষ্যে। ওঁ যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরনী
নদী। সা হং নদী মহাঘোরা প্রসীদ তরনী ভব। হং তরিষ্যামি ভক্ত্যাহং প্রসীদ পাপ-
হংধিতং। পরিত্রাহি মহাদেবি সৰ্বং পাপং প্রণাশয়। ময়া তীর্ণাসি হে তপ্তে মাং প্রসীদ
স্বৰেণারি। পুনর্নাহং তরিষ্যামি হং বৈতরনীং নদীং। ইতি পঠিত্বা পারং গচ্ছেৎ। (৭) ততঃ
পাপহরাং গচ্ছেৎ সংকল্পং কুৰ্ব্বাৎ। ওঁ অণ্ডেত্যাদি বাল্যযৌবনবার্দ্ধক্যে কৃত্যশেষপাপক্ষয়
পূৰ্বকপরমপদপ্রাপ্তিকামো পাপহরায়াং স্নানমহং করিষ্যে। ওঁ ত্রিকুণ্ডাং নিঃস্বতে দেবি
হরাভিষেককারিণি। সৰ্বপাপহরাসি হং মম পাপহরা ভব। যৎ পাপং যৌবনে বাল্যে
কৌমারে বার্দ্ধক্যে কৃতং। তৎ সৰ্বং হর মে দেবি মম পাপহরা ভব। নমঃ পাপহরে দেবি দেব-
লোকেতি বিব্রতে। . স্বয়ি স্নানেন দানেন পাপং মে যাতু সংকল্পং। জন্মকোটিসহস্রেন
যৎ পাপং সমুপার্জিতং। তন্নাশয়িত্বা মাং পাহি হরবক্রেণপ্রিয়ে। (৮) ততঃ জীবকুণ্ডাং
উত্তরে ব্রহ্মকুণ্ডং গঙ্গা সংকল্পং কুৰ্ব্বাৎ। ওঁ অণ্ডেত্যাদি সৰ্বপাপনাশনপূৰ্বকভক্তিমুক্তি
কামো ব্রহ্মকুণ্ডোদকেন কুশাগ্ৰেণ স্নানমহং করিষ্যে। ওঁ নমঃ শিবায় শান্ত্যায় সৰ্বপাপহরায়
চ। . ব্রহ্মবিশ্বরূপায় তুভ্যং ভূতাত্মনে নমঃ। দ্রবরূপ মহাদেব জগদ্বিস্তারকারক।
যৎ যৎ ময়াকৃতং পাপং ততঃ নাশয় সেবনাৎ। (৯) ততোহেতগঙ্গাং গঙ্গা ওঁ অণ্ডেত্যাদি
জন্মকোটিসহস্রসমুপার্জিতপাপক্ষয়কামঃ ধেতগঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে। ওঁ ধেতাধ্যে
দেবি গঙ্গে হরমুকুটলসদৌলনকল্লোলমানে। ভূমিষ্ঠাত্বং সুরাণামচিরামমৃতঃ দেব দ্ব্যৌদোলন-
ভঙ্গে। ক্রদ্রাঙ্গে, ক্রদ্ররূপে সুরজননিলয়ে ধাত্তিকে সিদ্ধিমার্গে। ভব্যে দিব্যে স্বরূপে হর মম
হরিতং মোক্ষদে বিধরূপে। জন্ম কোটিসহস্রেন যৎ পাপং সমুপার্জিতং। মজ্জনে চ মে তৎ
ব্যাপাদয় সুরালয়ে। আজয় মরণং যাবৎ পবিত্রয় মহীতলে। মাং প্রসাদ সিতে দেবি বক্ষ
মাণ্ডু ভবসাগরাৎ। হং প্রসাদাৎ সুরানন্দে পাপানি যাস্ত নাশতাং। সৰ্বভূতে সমায়ুক্তা
ভব হং সুরপূজিতে। ধেতকীৰ্ত্তিবহে ধেতগঙ্গে সৰ্বপাপনাশিনী। জন্মকোটিকৃতং পাপং
হর বক্রেণ বল্লভে। অজ্ঞানাং জ্ঞানোতোবাপি যন্ময়া হৃত্তং কৃতং। তৎসৰ্বং হরমে দেবি
ধেতগঙ্গে নমো নমঃ। (১০) ততোহক্ষয়ং বটং গঙ্গা তং সম্পূজ্য প্রদক্ষিণং কৃত্বা শিবভাবেন
সংস্পৃশেৎ। হরি-বল্লভ বৃক্ষেন্দ্র হরমুৰ্ত্তিধরাক্ষয়। কল্পবৃক্ষস্বরূপেহসি মম পাপক্ষয়ং
কুরু। তৎসমীপে মাধবং পূজয়েৎ ওঁ অণ্ডেত্যাদি বিষ্ণুপদপ্রাপ্তিকামনয়া মাধবং পূজয়িষ্যে
শ্রীমন্ মাধব দেবেশ ধৰ্ম্যকামার্থমোক্ষদ। সৰ্বৈশ্বর জগদ্ধাম দেবদেব নমোস্তুতে। তৎসমীপে
সৰ্বান্ দেবান্ গন্ধাঠিঃ সংক্ষেপতঃ সম্পূজয়েৎ, কামধেনুঞ্চ সম্পূজ্য বটবৃক্ষমালিন্য ধেতগঙ্গায়াঃ
দক্ষিণে বৃষং পূজয়েৎ। ওঁ কৃতাদিযুগরূপায় ধ্যানাদিব্রতরূপিণে। ধৰ্ম্যাদিকলরূপায়
ব্রহ্মভায় নমোঃ নমঃ। ততো বেদীমধ্যে গঙ্গা শিবং পশ্যেৎ। ততঃ সংকল্পং কুৰ্ব্বাৎ

ওঁ অন্তেত্যাগি জন্মকোটসহস্রসমুপার্জিতপাপক্ষয়ব্রহ্মহত্যাসহস্রপাপক্ষয়ভূমিরেণুবৃষ্টি
 বিন্দুতুল্যকালস্বর্ণবাসবারাণসীমরণফলপ্রাপ্তিকামঃ শ্রীমহাদেবদর্শনং করিষ্যে। শিবঃ
 নৃদৈ। পুনঃ সংকল্পং কুর্য্যাৎ। ওঁ অন্তেত্যাগি শিবসাক্ষ্যপূর্বকশিবলোকেগমনকামঃ
 শিবপূজাং করিষ্যে॥ ওঁ পার্বতীকান্ত দেবেশ ভক্তজ্ঞাপরায়ণ। বিশ্বেশ্বর নমস্তভ্যং
 পরমানন্দরূপিণে। ওঁ অষ্টাবক্রার্চিতেশান পরমাত্মনু নিরঞ্জন। গৌরীশ সর্ব জীবাত্মনু পাপ
 সংহারকারক। সংসারকারণাতীত গুণাতীত গুণাকর। বিরূপাক্ষ নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং
 মহেশ্বর। নমস্তভ্যং ত্রিনেত্রায় ত্রিশূলপাণয়ে নমঃ। ত্রিমূর্তয়ে নমস্তভ্যং ত্রিলোকপতয়ে
 নমঃ। ত্রিগুণায় নমস্তভ্যং ত্রয়ীভূতায় তে নমঃ। নমোনমঃ প্রসীদ ত্বং ত্রাহি মাং ভবসাগরাৎ।
 ব্যক্তাব্যক্তায় দিব্যায় সূক্ষ্মায় পরমাত্মনে। বক্রেশ্বরায় দিব্যায় নমস্তচ্ছ্রাদ্ধিমৌলিনে। ব্রহ্ম
 বিষ্ণু স্বরূপায় রুদ্রায় মেঘসপ্তয়ে। উমাপ্রিয়ায় শুভ্রায় দেবানাং পতয়ে নমঃ। নমঃ সংসার
 নাথায় জটামুকুটধারিণে। নমস্তে নীলকণ্ঠায় ত্রৈলোক্যহরমূর্তয়ে। এবং সম্পূজ্য
 বিধিবৎ বক্রেশ্বরমুদ্যাপতিং। নত্বা তৎচ্ছিবনৈবেদ্যং ক্ষিপেদগ্নৌজলেহপিবা। অনেক বিধিনা যন্ত
 পশ্চেদ্ বক্রেশ্বরং শিবং। সোহত্র সর্বমুখং ভুক্ত্বৈ অন্তে মোক্ষঞ্চ বিন্দতে।

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণোক্তবক্রেশ্বর দর্শনপদ্ধতিঃ সমাপ্তা।

আধুনিক অতিরিক্ত দৃশ্যাবলী—

অধুনা এই বক্রেশ্বর ক্ষেত্রে দাঁইহাট নিবাসী ধর্মোৎসাহী, পবিত্র চেতা, দানশীল জমীদার
 শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ইষ্টক নির্মিত একটি স্মৃৎ নাতিবৃহৎ মন্দির প্রস্তুত
 করাইতেছেন। মন্দিরটির চারিটি প্রকোষ্ঠ হইয়াছে। মধ্যস্থিত প্রকোষ্ঠ দুইটির মধ্যে
 একটি ৮ কালীমাতার শ্রীমূর্তি স্থাপন এবং অপরটি তাঁহার পূজোপকরণ সামগ্রীসম্ভার
 রাখিবার জন্য কল্পিত হইয়াছে। দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে শুনিয়াছি, একটা শিবস্থাপন করিবেন।
 বাম পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে পূজাপাদ শ্রীযুক্ত ঠাকি বাবার মূর্তি স্থাপন করিবেন। এই মন্দিরের
 চারিটি প্রকোষ্ঠই দক্ষিণাভিমুখী। মন্দিরের পূর্বভাগে উত্তর দিক্‌তে বিস্তৃত আর একটি
 বাসোপযোগী অট্টালিকা গঠিত হইয়াছে। ইহার সকল দ্বারই পশ্চিমাভিমুখী। এই বাড়িটিও
 অসুন্দর নহে। উপরোক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়, বোধ হয়, এই স্থানটী সাময়িক অবস্থান
 জন্য প্রস্তুত করাইয়াছেন। চতুর্দিকে অনতিউচ্চ খেতবর্গের প্রাচীর দ্বারায় বেষ্টিত
 করিয়াছেন। পরম পূজনীয় পূজাপাদ ঠাকি বাবাজি এই মন্দির স্থাপনের নেতা এবং
 তাঁহারাই আদেশমত এই মন্দির নির্মিত হইয়াছে। এই মন্দির ও বাড়ীর দক্ষিণ
 দিকে পাপহরা নদীর অপর পার্শ্বে শ্মশান মধ্যে অঘোরপন্থী ধর্মাবলম্বী একজন যোগী
 একটি ক্ষুদ্র কুটার নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বাস করিতেছেন। এই কুটারের সম্মুখে "এবং
 পশ্চাতে পুষ্পোদ্ভান প্রস্তুত করিয়া নানাবিধ সুরঞ্জিত ও সুগন্ধ এবং মনোরম পুষ্পের
 দ্বারা ইহাকে সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছেন। আহা! যোগের কি অসাধ্য ক্রিয়া। যে স্থানে
 লক্ষাধিক শবদাহন হইয়াছে, যে স্থানে প্রত্যহ বিংশতাধিক শব দহন হইতেছে এবং যে স্থানে

অসংখ্য নরমুণ্ডেও কতকাল দর্শক মাত্রেরই বিভীষিকা উৎপাদন করিতেছে, যেখানে দর্শকগণের স্বদয়ে সাংসারিক স্মৃতি তিরোহিত হইয়া জীবন ধারণ অস্বীকৃত নিশ্চয়োজন বলিয়া অনুমিত হয়, এবং সর্ববিষয়েই বৈরাগ্য মনের সর্বাত্মক একাধিপত্য স্থাপন করে, সেই ভীষণ জন-প্রাণিহীন স্থানে কুকুর গৃধু পরিপূর্ণ মহাশ্মশান মধ্যে যোগবশে তিনি অকুতোভয়ে বাস করিতেছেন। এই যোগীর আকার গঠনে ও কথাবার্তার বোধ হয়, ইহার জন্মভূমি উৎকল কিম্বা তন্নিকটবর্তী কোন প্রদেশ। আমাদের এদেশে আসিয়া ইনি বহুকাল ব্যাপিয়া দিউড়ীর পশ্চিমে চারি ক্রোশ দূরে হরিপুর নামক গ্রামের সন্নিকটে “বোকা রাঙ্গনী” নামে খ্যাত নির্জন নদীকূলে ভীষণ শ্মশান মধ্যে একাকী বাস করিতেন।

দৃশ্যান্তর।

মানগিরি গোসাঞীর সমাধি।

এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, প্রায় দুই শত বৎসর পূর্বে এই পবিত্র বক্রেশ্বর ক্ষেত্রে মানগিরি নামক এক অতি প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী বাস করিতেন। তিনি এই স্থানেই যোগদিক্ হইয়া জীবিতাবস্থাতেই সমাধি গ্রহণ করেন। অত্য়াপিও শ্রুত হওয়া যায়, এই যোগী এইরূপে বক্রেশ্বর ধামে সমাধিস্থ হইয়া ৬ কাশীধামে পুনরাবিভূত হন এবং ঘটনাক্রমে তথায় বক্রেশ্বর নিবাসী অনেক পাণ্ডাকে দেখিয়া তাহার প্রতি আদেশ করেন—“আমি শ্রীশ্রী ৬ বক্রেশ্বরক্ষেত্রে সমাধি গ্রহণ করিয়াছি, তোমরা সেই সমাধির উপর একটি শিবলিঙ্গ অচিরে স্থাপন করিবে”। আরও বলিয়াছিলেন “যে কোন শূল-পীড়িত ব্যক্তি তৎস্থানে গিয়া ভক্তি আহকারে আমার সেই সমাধি মন্দিরের মৃত্তিকা ভক্ষণ করিবেক ও উপরোপরি লেপন করিবেক তাহার পীড়া ও বেদনা অচিরে আরোগ্য হইবেক”। এতদ্ব্যতীত তিনি আরও বলিয়া গিয়াছিলেন “ঔষধ (মৃত্তিকা) গ্রহণের সময় আমার নিকটে এক ডোর কোপীন মানসিক করিয়া ঐ সমাধি উপরে প্রদান করিবেক।” এই বাক্যে কড়িধাপ্রবাসী শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কবিরাজ, পরীক্ষার্থে স্বগ্রাম নিবাসী শূল-পীড়িত কয়েক জন ভদ্র লোককে ঐ মৃত্তিকা ভক্ষণ ও লেপন করাইয়াছিলেন এবং অচিরেই প্রত্যাশীভূত ফললাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। এখনও অনেক লোক ঐরূপ করিয়া করিয়া সম্পূর্ণ ফললাভ করে—সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমাধি মন্দিরটি শ্বেতগঙ্গার উত্তর পাশে সংলগ্ন। ঐ পাশে স্থিত বাঁধাঘাটের বামপার্শ্বে অক্ষয় বটবৃক্ষের নিকট অবস্থিত।

গুহা—

কথিত আছে, বহুকাল পূর্বে দুখুগিরি বা দুখিয়াগিরি নামক এক যোগী এই স্থানে অবস্থান করিয়া যোগাদি ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতেন। শ্রুত হওয়া যায়, একদা বক্রেশ্বরনিবাসী জনৈক পাণ্ডা একটি বৃহদাকার বগু অন্বেষণে না পাইয়া এই গুহাস্থিত যোগীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি তাহার প্রতি কৃপাপরবস হইয়া বলিয়াছিলেন “যদি তুমি এই স্থানে ব্রাহ্মণ ভোজন করাও তাহা হইলে তোমার বগু এখনই পাইবে”। এই বলিয়া তিনটি ভুড়ী (অমুলী কোটক) করিয়া সেই গুহা হইতেই ঐ বগুটি বাহির করিয়া দেন। গুহাটি বক্রেশ্বর

দেবের মন্দিরের পশ্চিমে কেবলমাত্র অল্প একটি মন্দির (যাহার মধ্যে জগদারাধ্যা মহিষ-মর্দিনী দেবীর মূর্তি বিরাজ করিতেছেন) ব্যবধান আছে। শুধাটী দৈর্ঘ্যে প্রায় চারি হস্ত, প্রস্থে সার্কি দ্বি-হস্ত, এবং উর্দ্ধেও সার্কি দ্বিহস্তের অধিক নহে। বহির্দ্বার উর্দ্ধে দেড় হস্ত এবং প্রস্থে নুনাধিক এক হস্ত মাত্র।

ভৈরব বেদী ও শাল্মলী বৃক্ষ বিবরণ।

শ্বেতগঙ্গার অনতিদূরে পশ্চিমোত্তর কোণে একটি অতি প্রাচীন সুবৃহৎ শাল্মলী বৃক্ষের পাদদেশে বেষ্টন করিয়া ইষ্টক নির্মিত একটি অনতিউচ্চ গোলাকার বেদী নির্মিত আছে। সেই স্থানে উপরোক্ত বৃক্ষমূলে ভৈরবের এক প্রতিমূর্তি আছে। পূর্বেও এখানে এই বেদী ছিল, সম্ভ্রতি উহা স্থানে স্থানে ভগ্ন হওয়ার পূজাপাদ শ্রীযুক্ত গাঁকী বাবা তাহার জীর্ণ সংস্কার করাইয়া প্রায় নূতন করিয়াছেন এবং তাহাতে এক খণ্ড খোদিত প্রস্তর আপন নামাদি অঙ্কিত করিয়া বেদীর সম্মুখ ভাগেই স্থাপন করিয়াছেন। শাল্মলী বৃক্ষটী অতি পুরাতন, কি জানি নির্জীব ও শুষ্ক হইয়া যার ভাবিয়া, সেই শাল্মলী বৃক্ষের নিকটস্থ একটি নিম্ন বৃক্ষকে বৈদিক বিধি অনুযায়ী ঐ শাল্মলী বৃক্ষের পোষ্যপুত্র নিযুক্ত করিয়া তাহাও তৎসঙ্গে বান্ধাইয়া দিয়াছেন।

বক্রেখর নদীর গতি।

এই নদীর উৎপত্তি ডিহি বক্রেখর নামক স্থানের অদূরে তাহার পশ্চিমদিকস্থ কোন অপেক্ষাকৃত উচ্চতর ভূমি হইতে নির্গত হইয়া বক্রেখর ক্ষেত্রটিকে প্রথমে উত্তর দিকে বেষ্টন করিয়া পূর্বাভিমুখে গিয়াছে। পরে দক্ষিণ দিকে এই ক্ষেত্র বেষ্টন পূর্বক বৈতরণী ও পাপহরা নামে খ্যাত হইয়া, কিয়দূর পশ্চিম দিকে গমন করতঃ দক্ষিণ মুখে আবর্তন করিয়াছে এবং নুনাধিক ২০০ গজ গিয়া পুনরায় দক্ষিণ দিকেই প্রবাহিত হইতেছে। কড়িধা-নিবাসী স্বর্গীয় বিনোদরাম সেন মহাশয় কোন সময়ে এই পাপহরা ও বৈতরণী নামক নদীর অংশের পূর্ব ভাগে পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত এক বৃহৎ বাঁধ বান্ধান করান। তাহাতে উপরোক্ত বৈতরণীর স্রোতের জল কিয়দূর পশ্চিম মুখে, পুনরায় দক্ষিণ দিকে যাইতেছিল ও পরে সন ১২৭১ সালে ঐ নদীর একটি অত্যাচ্চ বন্যা হইয়া ঐ বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায় এবং মূল নদী বক্রেখরের দক্ষিণাংশ পাপহরা বৈতরণী পরিত্যাগ করিয়া একেবারে সরল ভাবে দক্ষিণ মুখে প্রবাহিত হইতেছে। সেই জন্তই পাপহরা বৈতরণী এক্ষণে বিভিন্ন হইয়া অপেক্ষাকৃত পক্ষিণ ও মৃদু স্রোত হইয়াছে।

কল বৃক্ষ তলে শ্রীমাধব বিঘ্নক আধুনিক দৃশ্য।

সম্ভ্রতি কল বৃক্ষটী অক্ষয় বটবৃক্ষ। এই বৃক্ষটী অতিশয় স্থলকার হওয়ার তাহার নামা-লাদি ভূ-পৃষ্ঠ স্পর্শ করার তলস্থ সমস্ত বস্তুই মূল মধ্যে নিহিত করিয়াছে। এই নিমিত্ত তলস্থ কামধেনু, শ্রীমাধব, কি বুঝ কি পুরাণোক্ত অস্ত্রাস্ত্র প্রচীন মূর্তি এখন আর লক্ষিত হয় না। তবে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কোনও সময়ে এই ক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন, তাহার চরণচিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। একটি বক্সীমাত্রার ও কালীমাত্রার বেদী এইস্থানে দেখা যায়।

Hunter's Statistical Account of the District of Birbhum :—

"Several sulphur springs are found in Birbhum District. A group of these springs is situated on the banks of the Bakreswar River, about a mile south of the village of Tantipara. This place is named the Dham of Bakreswar. There are also numerous hot-jets in the bed of the stream itself, and the air is impregnated with sulphuretted hydrogen. The locality has its sacred legend and forms a noted place of pilgrimage. Along the right bank of the stream stand upwards of three hundred small brick-and-mortar-temples, built by various pilgrims, each containing an emblem of Mahadev or Sib." Page 322, Para 2.

At page 342, Para 2 of the same book, he writes :—

"A mile south of Tantipara on the banks of a small stream, the Bakreswar, is the group of hot-springs called Dham Bakreswar, to which allusion has been made on previous page.

"The Revenue Surveyor states that the temperature of the hottest well, at noon, on the 28th December, 1850, was 162 Fahrt, the coldest 128, temperature of the air in the shade, 77, temperature of the stream about the confluence of the hot springs 83 ; shoals of small fish were observed in the cool water. There are also several cold springs in the vicinity of the hot ones, the whole flowing from crevices in a tough gneiss rock, composed of glossy quartz, pink felspar and black mica. The sand of the stream, some way removed from the surface, is very hot to the touch. The body of water ejected from the hottest well, is very considerable, being about a hundred and twenty cubic feet per minute. It rises from innumerable small orifices and is an accumulation of mud and dirt ; the rock being no where visible in the tank."

At page 457, para 2 of the same book are to be found the following lines :—

"About 8 miles west of Suri, sulphurous springs are found in the Bakreswar Stream, some are hot and others are cold springs ; and both kinds are found within a few feet of each other. It is curious to see the hot water bubbling up so near the cold spring. The water when first taken out of the springs has a strong odour of sulphur, but if kept in an open vessel, for a few hours, loses much of these sulphuric character, showing that the sulphur is not held in solution."

The following extract is taken from "List of Ancient Monuments and Sacred Edifices in Bengal"—District Birbhum.

"There is a *Tirtha* here near the village of Tantipara, known as the *Tirtha* of Bakreswar. The objects of interests are a number of temples and a number of *Kundas* and tanks. There is but one large temple and

this is of the style of the Baidyanath one ; it has a line of inscription over the door way, but the characters are now too worn out, to be at all legible. Close to the temple, is a *pacca kunda*, ablution in which cleanses from sin. The other temples are all very small, but very numerous.

"The temples are built of a variety of materials, brick and stones both cut rough ; the cut stones are roughly dressed, not smoothed. There are traces of an old enclosure about the principal temple, which is situated on a high mound. The place is fabled to have been the residence of Bakra Muni, and the *Linga* in the principal temple, having been established by him, is known as Bakreswar.

"There are several small temples erected by private inhabitants, which are falling into decay. The temple of Bakreswar has far extending celebrity, at the Sibaratri, in the month of Falgun. A considerable number of pilgrims from this District and elsewhere, come to this place and worship at the shrine, and a grand *mela* is held in connection with the event. The hot springs about half a dozen in number, the water of which is considered as sacred as that of the Ganges, are bathed in and are considered most efficacious in skin-diseases and also in cases of old fever.

"The large temple of Mohadev is in good condition and is looked after by the twenty-two families of *shebayets*, who have an interest therein."

The following is what Mr. Skrine wrote about Bakreswar :—

The hot springs of Bakreswar.

"Our physical environment in this country is the one of endless jeremiades and it must be admitted that human flesh here, is the heir to countless ills, unknown to more temperate climes. But in one respect India can boast a superiority over lands, which bask in the eternal springs, and are not by turns a desert, and a swamp. It lies beyond the zone, within which, the vast forces, imprisoned in the bowels of the earth, find a ready vent, and our confidence in the stability of its surface, is rarely shaken by earth quakes. This immunity is doubtless due to the thickness of the crust, which separated it, from the central forces." Munghyer and Chittagang both boast of their Sitakundu, a name known and honoured, wherever the lovers of soda water, are gathered together, and countless similar streams, which, were they known, might rival the fame of Bath and Bunton ; waste their heat and heating power in the trackless jungles. Amongst the fountains, which have hitherto found no chronicles, must be numbered those of Bakreswar, which well up in the centre of a hilly tract, some 12 or 13 miles from the capital of Birbhoom District. Their origin is as difficult a problem,

the untutored Indian mind, as it is to the resources of modern science, and local attempts at its solution, led to the growth of a vast mass of tradition, which is recorded in palm leaf volume, preserved with religious care, by the priests of the adjacent temple.

“Once upon a time, runs this history, the renowned sages Subratā and Lomasa, received an invitation to attend the *shayambar* (marriage rites) of Narayan and Lakshmi. On their arrival at the hall of the ceremony, Lomasa was welcomed first, by the attendant hosts, as well as well as by the Debraj Purandar—a sight, which his companion,resented, by incontinently quitting the assembly. So fierce indeed, was his anger, that his limbs assumed ungraceful curves in no less than eight places, whence, he took the cognomen of Astabakra. Thus disfigured and disconsolate, he wandered till he arrived at Kasi intent on worshipping ~~Shiva~~, and was there warned, that his prayers would not be answered till they were offered in an undefined spot, named Gupta Kasi (an-discovered Benares) in the distant realm—Gour (Bengal). Astabakra’s pilgrimage therefore took an eastern direction and ended at Bakreswar, where he adored for ten thousand years. The God touched by the persistence of this sanctimony, declared that those who worshipped Ashtabakra first, and himself afterwards, would be vouchsafed an endless store of blessings. However, Biswakarma, the architect of the Gods received command to erect a temple, on this auspicious spot, and a stately shrine soon rose, on the eastern shore of the River Bakreswar, containing two graven images, the larger of which represented Ashtabakra. This shrine still stands in ocular demonstration of this narrative, though sooth to say, its appearance would indicate a less remote antiquity and more common-place origin. It differs neither in size nor other essentials, from the temples, which swarm in our larger cities and its style of architecture is decidedly modern.

“No inscription exists on the central building, but a tablet lit into the pediment of an out work, on the north-east, records of the fact that this portem of the edifice was erected by one Darpa Narayan, minister of the Raja at Rajnagore, in the year Salibahan 1005 (1701 A. D.). Two other stones inserted in an interior wall east of the temple give the names of two brothers Halarma and Sarab; and a third bears the date of 1677 Salibahan or 1755 A. D., but is otherwise illegible. These annexes are to all appearance as old as Biswakarma’s alleged hand-work; and on the whole, I am inclined to think that no portems of the buildings as we see them, dates further back than the commencement of last century. Their parlees are more interesting.

They consist of streets, upon streets of miniature frames, each containing the phalbic emblem of Mahadeb engraven stone, erected

from time to time by wealthy worshippers. But for their infirmities the impression left on the mind of one trading labyrinth would be that he was visiting the older portion of some great cemetery—so precise similar in style and appearance are these small temples to the tombs most affected by our predecessors of the past century. To the south-west of these are a curious group of three tanks of various sizes, known as the Satkatuli, the Chandrasayer and Damusayer. Their origin is lost in the mists of time ; but the attendant priests own that they are named after donors by whose expense they were excavated.

“South-ward the hot springs, to which this mass of buildings owe its renown send sky-ward their clouds of sulphurous vapour. There are eight in number of varying temperature ; that of the hottest known as Agni-kundu, is not far short of 200 farht. Each is enclosed in a cistern 10 ft. in depth, and of dimension ranging from a square of 9 ft. to a rectangle of 75 by 30. Bathers descend to these hasting waters by easy steps and considerable pains are taken to remove the scum and cleanse these Bethesdas (fountain) from the snakes and frogs, which commit suicide in their boiling depths. The origin of the group is detected with much veneration by the palm-leaf-chronicle to which I have alluded. Siba Hatakakhya, it appears dwells in Hodas (patal) and bears on his head the lofty mount Sumeru adown whose sides meanders the secret river Bhagirathe. Its water under the influence of Siva’s divine virtue (tej) are raised to boiling point and force their way to the earth’s surface. But each spring has its individual history which is well-worth repronouncing.
